উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ



শেষ দিনের থ্রিলারে দরকার ৮ উইকেট ১১

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৮°	১৬°	২৮°	১৭°	২৯°	১৬°	২৮°	১৬°



ফের রবীন্দ্রনাথের ছবিতে কালি ৭



নীতীশ সেতুতে তাণ্ডব আরজেডির, নিন্দা বিজেপির ৭

শিলিগুড়ি ৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ সোমবার ৫.০০ টাকা 23 November 2026 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 184

পদ্মাপারে হিন্দু হত্যায় উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২২ নভেম্বর : বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের উপর হামলা ও নির্যাতনের খবর ঘিরে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গে তিনি কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন। রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও এ নিয়ে সরব হয়েছেন। রবিবার সন্ধ্যায় এক সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দু বলেন, 'বাংলাদেশ প্রতিবেশী রাষ্ট্র। সেখানে যা ঘটেছে তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। বাংলাদেশের ঘটনায় এ রাজ্যের বহু মানুষ উদ্বিগ্ন এবং বিচলিত। রাজ্যে প্রায় ২ কোটির মতো মানুষ আছেন যাঁদের আত্মীয়স্বজনেরা বাংলাদেশে রয়েছেন। তাঁদের উদ্বেগ বাড়ছে।' তিনি আরও বলেন, 'বৈদেশিক নীতির কথা মাথায় রেখে কোনও প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি এই বিষয়ে মন্তব্য করতে পারেন না। কিংবা ব্যবস্থা নিতে পারেন না। আমি সোমবারই জয়শংকরজিকে জানাব।'

শমীকও বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর হামলার প্রতিবাদে পথে নামার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'ওখানে যাঁদের প্রাণহানি ঘটছে তাঁরা হিন্দু। আমাদের ভাইয়ের রক্ত ঝরছে। বাঙালি হিন্দু হিসেবে বলছি, রাস্তায় নামতে হবে।' দেশভাগের জন্য জওহরলাল নেহরুকে দায়ী করে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন, অশান্তি, এসব নিয়ে যা বলার বিদেশমন্ত্রকই বলবে। কিন্তু হিন্দু বাঙালি হিসেবে আমি বলতে চাই,

এরপর দশের পাতায়



চিনা মদতে অস্ত্র (পর্ব / ২) কারখানা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

- মায়ানমারের শান প্রদেশে চিনা প্রযুক্তি ও সহায়তায় গোপন অস্ত্র কারখানা
- এম-২২ অ্যাসল্ট রাইফেল এবং এম-২৩ লাইট মেশিনগান তৈরি হচ্ছে ওই অস্ত্র কারখানাগুলিতে
- মৌসিনরাম, চেরাপুঞ্জি এবং উখরুলে বেআইনি অস্ত্র তৈরি ও মেরামতের কারখানার সন্ধান



ঘন জঙ্গল বা পাহাড়ের আড়ালে ছোট্ট একটি চালাঘর। বাইরে থেকে দেখলে অতিসাধারণ মনে হবে। কিন্তু তার ভেতরে বাংকার বানিয়ে রাখা লেদ মেশিন, ধাতু কাটার যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম। পুলিশের অভিযানে সেই সাধারণ ঘর থেকেই উদ্ধার হচ্ছে আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম, যন্ত্রাংশ এবং তৈরি বন্দুক। উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রত্যন্ত পাহাড়ি ও সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে এভাবেই গড়ে উঠেছে বেআইনি অস্ত্র তৈরির বহু কারখানা। বিদেশি নকশা, প্রযুক্তি ও যন্ত্রাংশের সাহায্যে তৈরি সেই অস্ত্র ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন রাজ্যে। চিন এবং মায়ানমার থেকে দক্ষ কারিগররা অস্ত্র তৈরির প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন ওই গোপন কারখানাগুলিতে। অস্ত্র তৈরির সরঞ্জামও আসছে চিন থেকে। শুধু বিদেশ থেকে ঢোকা অস্ত্রই নয়, উত্তর-পূর্ব ভারতের এইসব কারখানা থেকে সরবরাহ হওয়া অস্ত্রও জাতীয় নিরাপত্তায় ক্ষেত্রে মাথাব্যথার বড় কারণ হয়ে উঠেছে।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের রিপোর্টে অস্ত্র তৈরি ও সরবরাহের ভয়ংকর তথ্য উঠে এসেছে। গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুসারে অস্ত্র কারবারের প্রযুক্তিগত প্রেক্ষাপট আরও উদ্বেগজনক। মায়ানমারে বেআইনি অস্ত্র তৈরির বিশাল পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে। সেখানে চিন, কোরিয়া এমনকি ইউক্রেনের কাছ থেকে প্রযুক্তি হস্তান্তর, উৎপাদন পরিকাঠামো এবং প্রশিক্ষণ পাওয়ার তথ্য উঠে এসেছে। চিনের বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারের সহায়তা এবং কারখানার কর্মীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মায়ানমারে বেআইনি অস্ত্র উৎপাদনের ক্ষমতা বাড়িয়েছে কারবারিরা। সেই অস্ত্র সরাসরি ঢুকছে ভারতে। উত্তর-পূর্ব ভারত হয়ে গোপন রুটে অস্ত্র যাচ্ছে বাংলাদেশের জঙ্গিঘাঁটিতেও।

সূত্রের খবর, মায়ানমারের শান ও কাচিন প্রদেশের কয়েকটি সশস্ত্র গোষ্ঠী নিজেদের ব্যবহারের জন্য তৈরি অস্ত্র বাণিজ্যিকভাবে বিক্রি শুরু করেছে। আর সেই বিক্রির অন্যতম বাজার উত্তর-পূর্ব ভারত। শান প্রদেশে চিন সীমান্তের কাছাকাছি কুনমা এলাকায় একাধিক গোপন অস্ত্র কারখানা গড়ে উঠেছে। এলাকাটি ইউনাইটেড ওয়া স্টেট আর্মির নিয়ন্ত্রণাধীন। তাদের প্রধান ঘাঁটি পাংসাং থেকে কুনমার দূরত্ব প্রায় ১২৫ কিলোমিটার। সেখানে রুশ একে-৪৭'এর চিনা নকশা অনুসরণে

এরপর দশের পাতায়

ফুলেশ্বরীতে দূষিত ফেনা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : কালচে জলে ভাসছে আবর্জনা। দু'পাড়ের বিস্তীর্ণ অংশ ঢেকেছে আগাছায়। কোথাও প্লাস্টিক, কোথাও জমে জঞ্জাল। পাড়জুড়ে সবুজের আড়ালে নদীর স্বাভাবিক চেহারাটা উধাও অনেকটাই। কিছু জায়গায় জল

নদীপাড়ের যন্ত্রণা / ২



- ফুলেশ্বরীর দূষণে অতিষ্ঠ নদীর দু'পাড়ের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার বাসিন্দারা
- কালো জল, দূষিত ফেনা ও দুর্গন্ধে জনস্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ
- নিয়মিত সংস্কার, পলি অপসারণ ও বর্জ্য নিয়ন্ত্রণের দাবি জোরালো হয়েছে

স্থির, কোথাও জমে দূষিত ফেনা। যা পরিস্থিতি তাতে জোড়াপানির মতো ফুলেশ্বরীকে দেখেও নর্দমা বলে মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে দূষণের মাত্রায় ফুলেশ্বরী অনায়াসেই জোড়াপানিকে হারিয়ে দেবে বলে অনেকেরই ধারণা। একসময় শহরের গর্ব এই নদীর হাল দেখে বাসিন্দাদের অনেকেরই মন খারাপ। শহরের একাধিক ওয়ার্ডের মধ্যে দিয়ে যাওয়া এই নদীর দু'পাশে রয়েছে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। নদীর এহেন পরিস্থিতিতে সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা বিপাকে পড়েছেন।

দীর্ঘদিন ধরে নদী নিয়মিত সংস্কার ও পরিষ্কার না হওয়াকেই এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী করছেন বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, নদীতে মাটি ও পলি জমে জলধারণ ক্ষমতা কমেছে। আগাছা ও আবর্জনায় ভরে গিয়েছে বিস্তীর্ণ অংশ। কোথাও কোথাও নদীর স্বাভাবিক গতিপথও কার্যত হারিয়ে গিয়েছে। নিউ জলপাইগুড়ি থানার পিছন দিয়ে বয়ে যাওয়া ফুলেশ্বরীর পচা দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ আশপাশের মানুষ। মশা ও মাছির উপদ্রবও নিত্যদিনের সমস্যা হয়ে উঠেছে।

৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের মোড় বাজার এলাকার বাসিন্দা তপতী রায়ের বাড়ি নদীর পাশেই। তাঁর কথায়, 'রাস্তার পাশের নালা যেভাবে পরিষ্কার করা হয়, সেইভাবে ফুলেশ্বরী নদী নিয়মিত পরিষ্কার করা উচিত। আসলে এই নদী আজকাল বলতে গেলে নর্দমা হয়ে গিয়েছে। জলের দুর্গন্ধ আর মশা, মাছির উৎপাতে টেকা যায় না। আগের সরকার নদী পরিষ্কারের টাকা চুরি করেছে। হাজার হাজার বাসিন্দার কথা ভেবে নতুন সরকার নদী পরিষ্কার করুক, এটাই চাই।'

শুধু দুর্গন্ধ বা মশার উপদ্রব নয়, নদীর জল নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে বাসিন্দাদের। বিভিন্ন জায়গায় কালো জলের উপর ভেসে থাকতে দেখা যাচ্ছে সাদা ফেনা। দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা রঞ্জিতা সরকারের বাড়িও নদীর পাশে।

এরপর দশের পাতায়

প্যাড উওম্যান

ন্যাপকিন বিলিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে

তৃণা চৌধুরী

একটু একটু ভয়। চাপা উত্তেজনা, আর খানিকটা দুশ্চিন্তা। 'সব ঠিকমতো মিটবে তো? আচ্ছা সময়ের মধ্যে তৈরি হতে পারব? আমার ছবিগুলো কেমন উঠছে কে জানে। টিপটা কি ঠিক আছে?' বিয়ের মতো জীবনের এক বিশেষ দিনে এমন হাজারটা খেয়াল ঘোরে প্রতিটা মেয়ের মনে। তবে ওই প্রতিজনের মধ্যেই এক-দুজন এমন থাকেন যাঁদের নামের আগে অনায়াসে ব্যাতিক্রম শব্দটা যোগ করা যায়। জলপাইগুড়ি জেলার ওদলাবাড়ির প্রীতি মিঞ্জ তেমনই একজন।

উত্তরবঙ্গের মেয়ে প্রীতি রাজ্যবাসীর কাছে অচেনা নয়। নিজের এলাকা এমনকি গোটা জলপাইগুড়ি জেলার চা বলয়ের মেয়েরা বিশেষ করে তাঁকে মনে রাখেন বাংলার 'প্যাড উওম্যান' নামে। প্রায় ১১ বছর ধরে নিজে স্কুলে পড়ার সময় থেকেই বিভিন্ন বাগানে কর্মরত অগণিত মহিলা শ্রমিককে ঋতুকালীন স্বাস্থ্য সুরক্ষিত করতে তাঁদের হাতে হাতে পৌঁছে দিয়েছেন অত্যাবশ্যক স্যানিটারি ন্যাপকিন। আর এতদিন ধরে সেই কাজ করতে গিয়ে যে মেয়েটির এখন এক বিশাল পরিবার, তাঁদের তিনি নিজের বিয়ের মতো বিশেষ অনুষ্ঠানেও কাছে রাখবেন নিজের কাজ দিয়েই। আগামী বুধবার, ২৫ নভেম্বর বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন প্রীতি। তবে তার আগে স্থানীয় স্কুলে গিয়ে ছাত্রীদের হাতে স্যানিটারি ন্যাপকিন তুলে দেবেন।



এরপর দশের পাতায়

SHOWROOMS: WEST BENGAL: RENAULT SILIGURI Ph: 9311399671. RENAULT GANGTOK Ph: 8929207318. RENAULT MALDA Ph: 8527236841. RENAULT RAIGANJ Ph: 9311700645. RENAULT ASANSOL Ph: 8527240471. RENAULT BALURGHAT Ph: 7428438946. RENAULT BANKURA Ph: 9667215385. RENAULT BURDWAN Ph: 8130499627. RENAULT BEHRAMPORE Ph: 8527235410. RENAULT BONGAIGAON Ph: 9582232858. RENAULT DURGAPUR Ph: 8527240447. RENAULT KRISHNANAGAR Ph: 8448488211. RENAULT SINGUR Ph: 9311700650. KOLKATA: RENAULT KOLKATA CENTRAL (AJC BOSE ROAD) Ph: 8527234918, RENAULT KOLKATA SOUTH (ALIPORE) Ph: 8527240425, RENAULT RAJARHAT Ph: 8527240370, RENAULT BT ROAD Ph: 9311489001. RENAULT KHARAGPUR Ph: 9289937557.

একটু খেয়ে ফেলেছিলাম... থানায় দাদাগিরি

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২২ নভেম্বর : বাইক ছাড়াতে থানায় ঢুকেছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত বাইকের বদলে নিজেকেই ছাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হল! তাও আবার পুলিশের লক আপ থেকে। রবিবার বালুরঘাট থানায় এমনই কাণ্ড ঘটালেন পতিরামের এক তরুণ। চোখ ঢুলুঢুলু, পা টলমল। নেশার ঘোরে সোজা ঢুকে পড়লেন থানার ভিতরে। তারপর ডিউটি অফিসারকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ। শুধু তাই নয়, তাঁকেই ধাক্কা দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে সেই তরুণের বিরুদ্ধে। ব্যাস, আর যাবেন কোথায়! বাইক ছাড়ানোর দাবি জানাতে এসে নিজেই আটকে গেলেন লক আপে।

কেন এমন কাণ্ড? সাংবাদিকদের প্রশ্নে অবশ্য বেশ নির্লিপ্ত তরুণের জবাব, 'আসলে একটু মদ খেয়ে ফেলেছি তো, তাই। এটা যে থানা, বুঝতে পারিনি।' তাঁর এই সাফাই শুনে পুলিশের বিস্ময় আরও বেড়েছে। থানায় ঢুকে থানা চিনতে পারেননি, এমন দাবি অবশ্য সচরাচর শোনা যায় না!

ঘটনার সূত্রপাত প্রায় এক মাস আগে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাইক দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিলেন ওই তরুণ। দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তি আহত হন। ঘটনাস্থল থেকে ভাঙাচোরা বাইকটি বাজেয়াপ্ত করে বালুরঘাট থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। তারপর থেকেই বাইকটি থানাতেই পড়ে রয়েছে। সাধারণত এসব ক্ষেত্রে কী হয়? বাইকের মালিক আইনি



পথে আটক করা বাইক ছাড়ানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু পতিরামের এই তরুণ সেই চেনা পদ্ধতির ধারকাছ মাড়াননি। অভিযোগ, আইনি পথে বাইক ছাড়ানোর চেষ্টা না করে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে মাঝেমধ্যেই মদ্যপ অবস্থায় থানায় হাজির হয়ে দাদাগিরি করছিলেন তিনি। কখনও সিভিক ভলান্টিয়ারদের উদ্দেশে হুমকি দিচ্ছিলেন, কখনও অকথ্য গালিগালাজ করছিলেন। তাঁর একটাই দাবি, বাইক ছাড়তেই হবে। না হলে খোদ পুলিশ বা সিভিক ভলান্টিয়ারদের মেরে ফেলার হুমকিও দিতেন বলে অভিযোগ।

এত দিন তাঁর মদ্যপ অবস্থার কথা মাথায় রেখে পুলিশকর্মীরা বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু রবিবার আর কথার ফুলঝুরি বা হুমকিতে সীমাবদ্ধ থাকল না ব্যাপারটা। এদিন থানায় লোকজনের ভিড় তুলনামূলক কম ছিল। সেই সুযোগেই সোজা ভিতরে ঢুকে পড়েন ওই তরুণ। ডিউটি অফিসারের কাছে গিয়ে ফের বাইক ছেড়ে দেওয়ার দাবিতে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুরু করেন। চলতে থাকে অশ্লীল গালিগালাজও। তাঁকে থানা থেকে বেরিয়ে যেতে বলা হয়। তাতেও থামেননি। কর্তব্যরত অফিসারকেই ধাক্কা মারেন বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি সামাল দিতে ছুটে আসেন অন্য পুলিশকর্মীরা। আটক করে তাঁকে থানার লক আপে নিয়ে যাওয়া হয়।

এরপর মেডিকেল পরীক্ষার জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয় তাঁকে। ঘটনার পর পুলিশের তরফে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আপাতত বাইকটি থানাতেই রয়েছে। আর বাইক ছাড়াতে এসে তরুণের ঠিকানা হয়েছে লক আপে। থানায় ঢোকার সময় জায়গাটা 'চিনতে না পারার' মাশুল গুনতে হচ্ছে সেই তরুণকে।



বলের দখল নিতে... *বীরপাড়া চা বাগান এলাকায় রবিবার মোস্তাক মোরশেদ হোসেনের তোলা ছবি।*

চেকপোস্ট এড়িয়ে পাচারে উঠছে প্রশ্ন

৪০ লক্ষের বার্মাটিক সহ গাড়ি আটক

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২২ নভেম্বর : একের পর এক বন বিভাগের চেকপোস্ট পেরিয়ে কীভাবে দিনের পর দিন পাচার হচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকার বার্মা সেগুন? শনিবার গভীর রাতে ময়নাগুড়ি-ধূপগুড়ি জাতীয় সড়কে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের কাঠবোঝাই গাড়ি আটকের পর ফের সেই প্রশ্নই বড় আকারে দেখা দিল। একের পর এক অভিযানের পরও বন্ধ হয়নি এই কারবার। এবার গাড়ির চালককে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি আন্তঃরাজ্য পাচারচক্রের হদিস পেল বন দপ্তর। প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, পাচারের নেপথ্যে রয়েছে অসমের এক ব্যক্তি। তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

শনিবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালান জলপাইগুড়ি ডিভিশনের লাটাগুড়ি রেঞ্জের বনকর্মীরা। রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্তের নেতৃত্বে ময়নাগুড়ি-ধূপগুড়ি জাতীয় সড়কে ছত্তিশগড়ের নম্বর প্লেট লাগানো একটি গাড়ি আটক করা হয়। গাড়িতে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় ৫৮ পিস বার্মা সেগুন কাঠের ব্লক। বন দপ্তর সূত্রে খবর, উদ্ধার হওয়া কাঠের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা। কাঠ বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি গাড়ির চালক উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা রাজু সিংকে গ্রেপ্তার করেন বনকর্মীরা।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, মায়ানমার থেকে আসা বার্মা সেগুন অসম হয়ে উত্তরবঙ্গে ঢুকছিল। এরপর শিলিগুড়িকে করিডর করে তা ভিনরাজ্যে পাচার করা হচ্ছিল। এই কারবারে যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে অসমের বাসিন্দা অঙ্কিত আগরওয়ালের বিরুদ্ধে। বন দপ্তর সূত্রে খবর, দু'লক্ষ টাকার বিনিময়ে ওই গাড়িটি ভাড়া করেছিলেন তিনি। শুধু গুজরাট নয়, কলকাতার বড়বাজারেও এই ধরনের কাঠ পাচার করা হত বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছেন বনকর্মীরা। কোথা থেকে কাঠ সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং এই চক্রের পিছনে আর কারা যুক্ত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।



ময়নাগুড়ি-ধূপগুড়ি জাতীয় সড়ক থেকে বাজেয়াপ্ত বার্মাটিক।

তবে এই ঘটনায় শুধু পাচারচক্র নয়, বন দপ্তরের নজরদারি নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অসম থেকে উত্তরবঙ্গ, তারপর শিলিগুড়ি হয়ে ভিনরাজ্য- কাঠ পাচারের এই আন্তঃরাজ্য রুট দীর্ঘদিন ধরেই ব্যবহার করছে পাচারকারীরা। অথচ এই পথে এলে বক্সা বন বিভাগের দুটি চেকপোস্ট পেরোতে হয়। এরপর রয়েছে কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি বন বিভাগের চেকপোস্ট। আরও এগোলে ফাঁসিদেওয়া, বাগডোগরা ও ঘোষপুকুরের মতো এলাকায় রয়েছে বন দপ্তরের নজরদারির ব্যবস্থা। এতগুলি বন বিভাগ ও চেকপোস্ট পার করে কীভাবে পাচারের গাড়ি নির্বিঘ্নে যাতায়াত করছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন পরিবেশপ্রেমীরা।

উত্তরবঙ্গকে করিডর করে কাঠ পাচারের ঘটনা অবশ্য নতুন নয়। বন দপ্তর সূত্রে খবর, গত কয়েক বছরে একই ধরনের ঘটনায় সাতটি গাড়ি আটক করেছে লাটাগুড়ি রেঞ্জ। তারপরও একই পথে ফের পাচারের চেষ্টা হওয়ায় নজরদারির কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। উত্তরবঙ্গ পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক অনির্বাণ মজুমদার বলেন, 'বন দপ্তরের সদিচ্ছা থাকলে এ ধরনের কাঠ পাচার কোনওভাবেই সম্ভব হত না।' তবে একইসঙ্গে লাটাগুড়ি রেঞ্জের ভূমিকার প্রশংসাও করেছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, 'লাটাগুড়ি রেঞ্জ মাঝেমধ্যেই এ ধরনের পাচারের চেষ্টা আটকেছে। সেই কারণে রেঞ্জের বনকর্মীদের সাধুবাদ প্রাপ্য।'

কয়েকদিন আগেই চালসায় একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে কাঠ পাচারের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন বনমন্ত্রী। তারপরই এদিনের এই অভিযান। অন্যদিকে, ধৃত রাজু সিং উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা হওয়ায় পাচারচক্রের আরও তথ্য পেতে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হচ্ছে বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর। রবিবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজত দেওয়া হয়। মূল অভিযুক্ত অঙ্কিত আগরওয়ালের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে বন দপ্তর।

ভূগর্ভস্থ জলস্তর বাড়াতে মডেল প্রকল্প

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২২ নভেম্বর : বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করে ভূগর্ভস্থ জলস্তর বাড়াতে রায়গঞ্জ ব্লকের কমলাবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় চালু হল বিশেষ মডেল প্রকল্প। রবিবার প্রকল্পের উদ্বোধন করেন রায়গঞ্জের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী। মন্ত্রী জানান, এই প্রকল্প সফল হলে রাজ্যের অন্যান্য জলসংকটপ্রবণ এলাকাতেও একই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে একদিকে যেমন সংগৃহীত বর্জ্যকে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে পুনর্ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা যাবে, অন্যদিকে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের উপযোগী ব্যবস্থাও হবে। এর জন্য তৈরি হচ্ছে বিশেষ জলাধার বা পুকুর। আশপাশের এলাকা থেকে বৃষ্টির জল সেখানে জমা হবে। পরে



প্রকল্পের উদ্বোধনে মন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী। রায়গঞ্জের কমলাবাড়িতে।

নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে জল পরিশোধন করে ইনজেকশন ওয়েলের মাধ্যমে মাটির গভীরে পাঠানো হবে। এর ফলে ভূগর্ভস্থ জলস্তর বাড়াতে সাহায্য মিলবে বলে আশা প্রশাসনের। বিশেষ করে গরমের সময় খরাপ্রবণ এলাকায় জলাভাব দেখা দেয়। সেই সমস্যা মোকাবিলায় এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিন প্রকল্পের উদ্বোধনে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক আজমল হোসেন, বিডিও সুব্রত ঘোষ সহ প্রশাসনের আধিকারিক ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা।

স্বায়ত্তশাসন চান তরাই-ডুয়ার্সের আদিবাসীরা

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২২ নভেম্বর : পাহাড়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে নয়, তরাই-ডুয়ার্সের আদিবাসীরা সমতলে পৃথক স্বায়ত্তশাসন চান। রবিবার গোটা দশেক আদিবাসী সংগঠন বীরপাড়ায় একসঙ্গে বৈঠক করে ফের একথা জানিয়েছে। তাদের অভিযোগ, উন্নয়ন থেকে শুরু করে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের চিন্তাভাবনা-সবকিছুই পাহাড়কেন্দ্রিক। তরাই- ডুয়ার্সের আদিবাসীরা যুগ যুগ ধরে বঞ্চনার শিকার। এজন্যই তাঁরা অসমের বোড়ো টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ধাঁচে স্বায়ত্তশাসন চান। আদিবাসী সংগঠনগুলি এর আগেও স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানিয়েছে। তবে সাম্প্রতিককালে পাহাড়, তরাই-ডুয়ার্সের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে পার্মানেন্ট পলিটিকাল সলিউশন (পিপিএস) প্রস্তাবের নিরিখে ফের জোট বাঁধছে পথে আদিবাসী সংগঠনগুলি।

রাজি পারহা সারনা প্রার্থনা সভা ভারত নামে একটি সংগঠনের

জোটবদ্ধ নানা সংগঠন, বীরপাড়ায় বৈঠক



সাধারণ সম্পাদক পরিমল ওরাওঁ বলেন, 'উন্নয়নের ক্ষেত্রে চিন্তাভাবনা আদিবাসীকেন্দ্রিক হচ্ছে না। হচ্ছে পাহাড়কেন্দ্রিক। অথচ তরাই, ডুয়ার্সের আদি অধিবাসী আদিবাসীরাই। আমরা এজন্যই স্বায়ত্তশাসন চাই।' গ্রাম সভা নামে আরেকটি সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি চন্দন লোহারের বক্তব্য, 'তরাই ডুয়ার্সের ৪৪৬টি মৌজায় আদিবাসীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই তরাই ডুয়ার্সে পৃথক সাংবিধানিক সুরক্ষা ব্যবস্থা দরকার এবং সেটা হওয়া দরকার পাহাড়ের থেকে পৃথকভাবে।'

দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের পার্বত্য অঞ্চল, তরাই এবং ডুয়ার্সের গোর্খা জনগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের স্বশাসন, জাতিগত পরিচয় এবং সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিকে কেন্দ্র করে একটি স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের প্রস্তাবই হল পিপিএস। ২০২৫ সালের অক্টোবরে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাক্তন ডেপুটি জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এবং বিএসএফ-এর প্রাক্তন ডিজি পঙ্কজকুমার সিং-কে পিপিএস ইস্যুতে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিয়োগ করে। অবশ্য প্রস্তাবিত এই সমাধানের খসড়া বিলে কী কী বিষয় থাকছে, তা এখনও জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি। তবে আদিবাসী সংগঠনগুলির আশঙ্কা, পাহাড়, তরাই এবং ডুয়ার্স মিলিয়ে একসঙ্গে পিপিএস কার্যকর করা হলে আদিবাসীদের স্বার্থ বিঘ্নিত হবে। তাই ১৭ নভেম্বর চালসায় কয়েকজন আদিবাসী নেতা পঙ্কজকুমার সিং-এর সঙ্গে দেখা করে নিজেদের দাবির কথা জানান।

> **উন্নয়নের ক্ষেত্রে চিন্তাভাবনা আদিবাসীকেন্দ্রিক হচ্ছে না। হচ্ছে পাহাড়কেন্দ্রিক। অথচ তরাই, ডুয়ার্সের আদি অধিবাসী আদিবাসীরাই। আমরা এজন্যই স্বায়ত্তশাসন চাই।**
>
> **পরিমল ওরাওঁ** সাধারণ সম্পাদক, রাজি পারহা সারনা প্রার্থনা সভা ভারত সংগঠন

উন্নয়নের নিরিখে গোর্খা এবং আদিবাসী সংগঠনগুলির স্বার্থের সংঘাত দীর্ঘদিনের। বামফ্রন্ট জমানার শেষে এই সংঘাতে তরাই-ডুয়ার্স উত্তপ্ত হয়। আদিবাসী বিকাশ পরিষদের নেতাদের একাংশ গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সঙ্গে হাত মেলানোয় দেড় দশক আগে সংগঠনটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়। পরবর্তীতে একেকসময় তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে সংগঠন দুটি। তবে ফের সংগঠন দুটি কাছাকাছি এসেছে। রবিবার বৈঠকে অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির সম্পাদক সঞ্জয় এক্কার সঙ্গে ছিলেন উত্তরবঙ্গ আদিবাসী বিকাশ পরিষদের ডুয়ার্স তরাই কমিটির আহ্বায়ক উত্তম বড়ুয়াও।

পকসো আইনে গ্রেপ্তার

কালিয়াগঞ্জ, ২২ নভেম্বর : রাতের কুয়াশার সুযোগ নিয়ে ফাঁকা মাঠে ১৫ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ। ২০ নভেম্বর রাতে ঘটনাটি ঘটে বলে অভিযোগ। শনিবার রাতে সেই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ বলেছে, পকসো আইনে মামলা রুজু করে রবিবার সকালে তাকে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক জামিন নামঞ্জুর করেন।

NOTICE INVITING e-TENDER N.I.e.T. NO. WB/APD-I/BDO-ET/09/2026-2027, DATED : 21/11/2026,
Last Date and Time for bid submission-23/11/2026 at 18.00 hours. For more information please visit : **www.tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Block Development Officer, Alipurduar-I Development Panchkolguri :: Alipurduar

কর্মখালি

নর্থ ইস্টার্ন ইংলিশ অ্যাকাডেমি, বুনিয়াদপুরে ইংরেজি, বিজ্ঞান, অঙ্ক, কম্পিউটার টিচার ও হস্টেল সুপার নেওয়া হবে। মাসিক সাম্মানিক আলোচনাসাপেক্ষে। Ph : 9775929069. (C/124517)

অনেক গার্ডের (Security Guard) প্রয়োজন। জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ঘোষপুকুর। বেতন-12,000 থেকে 14,500. Ph-9239083854. (K/D/R)

Revel Agro Solution Pvt. Ltd. Hiring Receptionist, Back Office Staff (With best knowledge in Computer) & Cottage Selling Sales Persons (M/F). Interview Date-29/11/2026, Time-11 am. Paharipara, Jalpaiguri. Interested candidate send your C.V. Contact-7586025290. (Salary Negotiable). (C/124068)

প্রসিদ্ধ সিগারেট কোম্পানিতে দিনহাটা এবং মাথাভাঙ্গার জন্য মার্কেট সুপারভাইজারের প্রয়োজন। FMCG কনজিউমার সামগ্রী সেলসের অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন এবং অন্যান্যরাও যোগাযোগ করতে পারেন। বয়স 21-35 বছরের মধ্যে হতে হবে এবং মোটর সাইকেল এবং স্মার্ট ফোন থাকা আবশ্যক। চাকরিপ্রার্থীকে অবশ্যই লোকাল অঞ্চলের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে। দিনহাটা অঞ্চলের চাকরিপ্রার্থীরা যোগাযোগ করুন-9073307301 ও মাথাভাঙ্গা অঞ্চলের চাকরিপ্রার্থীরা যোগাযোগ করুন-9836667707 (C/A)

বিক্রয়

দেড় কাঠার উপর বাড়ি বিক্রি-খোলাচাঁদ ফাপড়ি, ইস্টার্ন বাইপাস, মূল্য-1600000/-, শিলিগুড়ি। (M) 9832096748. (C/124516)

কিডনি চাই

মানবিক আবেদন, দলগাঁও বীরপাড়া বাসিন্দা-এর কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য জরুরিভিত্তিতে A+ গ্রুপের কিডনি ডোনার প্রয়োজন। সম্পূর্ণ আইনসম্মত ও মানবিক কারণে আগ্রহী সহৃদয় ব্যক্তি যোগাযোগ করুন। (M) : 9735555069. (B/S)

অ্যাফিডেভিট

আমি Zisan SK, S/o-Abdul Hakim, Vill+P.O. Haruchak, P.S. Kaliachak, Dist-Malda. আমার Indusind Bank পাশ বই A/c No-201004133309. আমার নাম ভুল থাকায় গত 15/10/26-এ প্রথম শ্রেণি J.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে Jisan Sekh থেকে Zisan SK করা হল যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/124710)

আমি Jyotsna Ghosh (নতুন নাম) ঘোষণা করছি যে, আমার নাম আমার পুত্রের Passport (P6755781) এ ভুলবশত Joshna Ghosh (পুরাতন নাম) নথিভুক্ত আছে। আমি ঘোষপাড়া মোড়, ওয়ার্ড নং-12 বৈরাতিগুড়ি, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি, পিন-735210 নিবাসী। জলপাইগুড়ি নোটারি পাবলিকের সপক্ষে 12/10/2026 তারিখের অনুযায়ী আমি ঘোষণা করছি যে, Jyotsna Ghosh (নতুন নাম) ও Joshna Ghosh (পুরাতন নাম) উভয়ই একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল। (A/B)

হারানো প্রাপ্তি

গত 08-10-2026 ইং তারিখে বাড়ি হইতে দিনহাটা আসিবার পথে আমার S.C. Certificate, যার নং WB0302 SC 201601399, তাং 31-05-2016 হারিয়ে যায়। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি সার্টিফিকেটটি পেয়ে থাকলে যোগাযোগ করুন এই ঠিকানায়-Rimpi Barman, পিতা-কার্তিক বর্মন, গ্রামঃ কালমাটি, পোঃ কালমাটি, থানা-সাহেবগঞ্জ, জেলা ঃ কোচবিহার। (M) 7501161180. (C/123781)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED e-NIT
e-N.I.T. No. WBIW/EE/MLCD/NIT04(e)/2026-27 (2nd Call)
e-Tender for 40(Forty) Nos. work during the year 2026-27 invited by the undersigned. Details may be seen in the website iwd.wb.gov.in & wbtenders.gov.in and also from the office of the undersigned during office hours on any working day. Bid submission start date: 23.11.2026 and Bid submission end date: 30.11.2026 upto 10.00 Hours. Sd/- Executive Engineer, Mahananda Link Canal Division, 2nd. Mile, Sevoke Road, Siliguri
ICA-T20131(3)/2026

BINA MOHIT MEMORIAL SCHOOL
Mahish Bathan, Coochbehar
RECRUITMENT
Posts & Eligibility:
PGT : 1. English : MA. in English with B.Ed. 2. Computer : M.Sc./M.C.A./B.Tech or any other relevant degree as per CBSE Norms.
TGT : 3. Political Science : M.A./B.A. in Pol. Sc. with B.Ed. 4. Mathematics : M.Sc./B.Sc. in Mathematics with B.Ed. 5. English : M.A./B.A. in English with B.Ed.
Pre-Primary Teacher
Note : 1. Candidates must have proficiency in English Speaking. 2. Candidates applying for PGT/TGT must have teaching experience of atleast 2 years.
Please send your resume at the latest by 7th December, 2026
Email ID : binamohitmemorialschool@rediffmail.com

আজ টিভিতে



আদরের নৌকো রাত ৮.৩০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৮.০০ ফাটাফাটি, ১০.৪৫ মেজদিদি, দুপুর ১.৪৫ স্বামীর ঘর, বিকেল ৫.০০ সেন্টিমেন্টাল, রাত ৯.৩০ বাঘ বন্দি খেলা
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ বড় বউ, দুপুর ১.০০ জীবন নিয়ে খেলা, বিকেল ৪.০০ চন্দ্রমল্লিকা, সন্ধে ৭.৩০ মানিক, রাত ১১.০০ চালবাজ
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ ওস্তাদ, দুপুর ১২.০০ জীবন যুদ্ধ, ২.০০ মামা ভাগ্নে, বিকেল ৫.০০ শত্রু মিত্র, রাত ৮.০০ সত্য মিথ্যা, ১১.০০ দামু
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ রৌদ্র ছায়া
কালার্স বাংলা : দুপুর ১২.৩০ জ্যাকপট
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মন্দিরা
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : বেলা ১১.৫৫ দিল হ্যায় তুমহারা, বিকেল ৩.৫০ আন্টি নাম্বার ওয়ান, সন্ধে ৬.৫০ রাজা হিন্দুস্তানি, রাত ১০.৪৩ জমিন
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২২ ইন্টারন্যাশনাল রাউডি, দুপুর ১.৫২ কেথ্রি, বিকেল ৪.৩১ দিল মদ্রাসি, সন্ধে ৭.২৯ স্যামি-টু, রাত ৯.৫৯ কোয়লা
স্টার গোল্ড : সকাল ১০.৩০ ভোলা শংকর, দুপুর ১.০৪ ভাগম ভাগ, বিকেল ৪.২৩ টাইগার জিন্দা হ্যায়, সন্ধে ৭.৫০



ভূত গিন্নি জিলিপিলতা
সন্ধে ৬.৩০ **সোনি আট**



রৌদ্র ছায়া দুপুর ২.৩০ **ডিডি বাংলা**

ডেকয়েট : এক প্রেম কথা, রাত ১০.৫৮ পঠান
জি সিনেমা : দুপুর ২.০৮ রিয়েল টেভর, বিকেল ৫.০৫ সুরয়া-এসথ্রি, সন্ধে ৭.৫৬ হিম্মতওর, রাত ১০.৪৯ হিট লিস্ট



টাইগার জিন্দা হ্যায় বিকেল ৪.২৩ **স্টার গোল্ড**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্রে কোনও জটিল কাজের সমাধান করতে পেরে প্রশংসিত হবেন। পারিবারিক অনুষ্ঠানে প্রেমের সম্পর্কে বাঁধা পড়বেন। বৃষ : ব্যক্তিগত কাজের জন্য বন্ধু এবং আত্মীয়স্বজনের পূর্ণ সমর্থন পাবেন। অর্থনৈতিক সমস্যা কাটবে। মিথুন : বাড়িতে শান্তির পরিবেশ বজায় থাকবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা মিলবে। কর্কট : বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া কোনও জিনিস খুঁজে পেতে পারেন। সরকারি চাকরিজীবীদের বদলি ও পদোন্নতির খবর পাওয়ার সম্ভাবনা। সিংহ : অপ্রত্যাশিত যোগাযোগে লাভবান হবেন। দীর্ঘমেয়াদি কোনও প্রকল্পে হাত দিলে সাফল্য মিলবে। কন্যা : বন্ধুমহলে তর্কবিতর্কে জড়িয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। বিষয়সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা মিটবে। তুলা : অলসতার কারণে কোনও কাজ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। আর্থিক সঞ্চয়ে আগ্রহ বাড়বে। বৃশ্চিক : আবেগের বশে কাউকে আর্থিক সাহায্য করে অনুশোচনা হতে পারে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। ধনু : নিজের বুদ্ধি এবং বিশ্বাসের বলে বিরাট সাফল্য পেতে চলেছেন। দাম্পত্যে সমস্যা মিটে যাবে। মকর : প্রিয়জনদের সঙ্গে বেশি করে সময় কাটান। ব্যবসায় সামান্য মন্দা নামতে পারে। কুম্ভ : প্রেমের সম্পর্ক আরও গভীর হবে। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য পাবেন। কর্মপ্রার্থীরা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। মীন : আধ্যাত্মিক চর্চায় আগ্রহ বাড়বে। নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রী মদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৬ অগ্রহায়ণ, ১৪৩৩, ভাঃ ২ অগ্রহায়ণ, ২৩ নভেম্বর, ২০২৬, ৬ অঘোন, সংবৎ ১৪ কার্তিক সুদি, ১২ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।১, অঃ ৪।৪৭। সোমবার, চতুর্দশী রাত্রি ১০।৫২। ভরণীনক্ষত্র রাত্রি ২।১৫। বরীয়ানযোগ রাত্রি ৮।৩৫। গরকরণ দিবা ১১।৩৮ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১০।৫২ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে-মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ২।১৫ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা। মৃতে-দোষ নাই, রাত্রি ২।১৫ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী-পশ্চিমে, রাত্রি ১০।৫২ গতে বায়ুকোণে। কালবেলাদি ৭।২১ গতে ৮।৪২ মধ্যে ও ২।৬ গতে ৩।২৬ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।৪৫ গতে ১১।২৪ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম-নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ১০।৫২ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। প্রদোষে সন্ধ্যা ৪।৪৭ গতে রাত্রি ৬।২৩ মধ্যে বৈকুণ্ঠচতুর্দশীব্রত ও শ্রীশ্রীহরিপুজো এবং পাষাণচতুর্দশীব্রত। স্মার্তমতে রাত্রি ১০।৫২ গতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা। অখণ্ডমণ্ডল ও রাকাপূর্ণিমানুরোধে গোস্বামীমতে পরাহে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা, পূর্ণিমার নিশিপালন। বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর তিরোধান দিবস ও প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুরের) প্রয়াণ দিবস ও শহিদ সত্যেন্দ্রকুমার বসুর আত্মবলিদান দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩৮ মধ্যে ও ৯।৬ গতে ১১।১২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৫ গতে ১১।৭ মধ্যে ও ২।৪২ গতে ৩।৩৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ক্রিসমাস ইভে করিমুলের বায়োপিক

শুভদীপ শর্মা ও কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ২২ নভেম্বর : একটা মোটরবাইক, আর তাতে ভর করে অসহায় মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার অদম্য জেদ। কখনও রাতের অন্ধকারে, কখনও দুর্গম পথ পেরিয়ে অসুস্থকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছেন তিনি। নিজের মাকে সময়মতো হাসপাতালে নিয়ে যেতে না পারার যন্ত্রণা থেকে শুরু হয়েছিল সেই লড়াই। সেই লড়াইয়ের নাম করিমুল হক। এবার তাঁর জীবনসংগ্রাম দেখা যাবে রুপোলি পর্দায়। পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপক করিমুলের জীবনকাহিনী নিয়ে তৈরি বাংলা সিনেমা 'বাইক অ্যাম্বুল্যান্স দাদা' মুক্তি পেতে চলেছে আগামী ২৪ ডিসেম্বর। আর এই সিনেমার গল্পে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে ডুয়ার্স। মালবাজার, মেটেলি, চালসার মতো উত্তরবঙ্গের একাধিক এলাকায় হয়েছে শুটিং। ছবিতে করিমুল হকের চরিত্রে অভিনয় করেছেন টলিউড অভিনেতা দেব। তাঁর বিপরীতে রয়েছেন রুক্মিণী মৈত্র। করিমুলের স্ত্রী আনজুয়ারা বেগমের ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন বিনয় মুদগিল। প্রযোজনায় দেব এন্টারটেইনমেন্ট ভেঞ্চার্স ও নন্দী মুভিজ।

করিমুলের জীবনসংগ্রামের পিছনে রয়েছে এক গভীর ক্ষত। অ্যাম্বুল্যান্সের অভাবে অসুস্থ মাকে সময়মতো হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারেননি তিনি। মাকে হারানোর সেই যন্ত্রণা থেকেই সিদ্ধান্ত নেন, তাঁর মতো অসহায় পরিস্থিতিতে আর কাউকে পড়তে দেবেন না। এরপর নিজের মোটরবাইককেই অ্যাম্বুল্যান্সে পরিণত করে বিনামূল্যে রোগীদের হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু করেন। বছরের পর বছর ধরে এই কাজের মধ্য দিয়ে মানুষের ভরসার নাম হয়ে ওঠেন করিমুল। তাঁর এই মানবিক কাজকর্মের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৭ সালে তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করে ভারত সরকার। নিজের জীবন নিয়ে সিনেমা তৈরি হওয়ায় খুশি করিমুল। তিনি বলেছেন, 'সিনেমা থেকে যে অর্থ আসবে, তা সামাজিক কাজে ব্যয় করা হবে।' মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের পুরোনো ভবন, চা বাগান এবং আশপাশের এলাকায় শুটিং হয়েছে। শুটিংয়ের সময় দেখতে একঝলক দেখতে ভিড় জমিয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এখন করিমুলের জীবনসংগ্রামের পাশাপাশি বড় পর্দায় চেনা প্রকৃতি, জনপদ দেখার অপেক্ষায় তাঁরা।



বাইক অ্যাম্বুল্যান্সে দেব। ফেসবুকে সিনেমার পোস্টার শেয়ার করেছেন তিনি।



হস্তশিল্পী সুবল সূত্রধরের নেতৃত্বে চলছে রাসচক্রের রেপ্লিকা তৈরির কাজ। কোচবিহারের ১ নম্বর কালীঘাট রোডে। রবিবার। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ

ওষুধের স্ট্রিপ খুঁজতে হন্যে পুলিশ

ডাবগ্রামে তরুণী মৃত্যুর ঘটনায় রহস্য

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : যতই সময় গড়াচ্ছে তানিশা ঘোষের মৃত্যুর ঘটনায় রহস্য ক্রমেই জট পাকছে। স্বামীর সোনার গয়না বন্ধু পলাশি দাসের কাছে বন্ধক দেওয়ার কথা প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই তানিশার মা দীপশিখা ঘোষ পারিবারিক চাপে ছিলেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে বিষয়টি জানাজানি হতেই বাড়িতে অশান্তি শুরু হয়। স্বামী ও ছেলের সঙ্গে তাঁর বচসায় প্রতিবেশীদের কান ঝালাপালা হয়ে উঠেছিল বলে স্থানীয় সূত্রের খবর। এই পরিস্থিতিতে ফের নতুন ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা করতেই পলাশি সেদিন দীপশিখার বাড়িতে এসেছিলেন, তা নিয়ে তদন্তে নতুন সূত্র মিলেছে। স্থানীয়দের দাবি, প্রতিবার নতুন ঋণ নেওয়ার সময় পলাশি দীপশিখার বাড়িতে আসতেন।

সব ঠিক থাকলে সোমবার পুলিশের হাতে ময়নাতদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্ট আসার কথা। পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার পলাশি ও দীপশিখাকে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও দীপশিখা কোনও প্রশ্নের উত্তর দেননি। তদন্তকারীরা তাই তদন্তের পদ্ধতিতে কিছুটা বদল আনতে চাইছেন। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে নিয়েই পুলিশের সোমবার তাঁকে ফের জিজ্ঞাসাবাদ করার পরিকল্পনা রয়েছে। কারণ, অতিরিক্ত ওষুধ খাওয়ার কারণেই তানিশার মৃত্যু হয়ে থাকলে সেই ওষুধের স্ট্রিপ কোথায়, পুলিশ সেই উত্তর খুঁজছে। প্রাথমিক তদন্তে দীপশিখার দাবি অনুযায়ী ওই ধরনের কোনও ওষুধের স্ট্রিপ মেলেনি। তা হলে কি দীপশিখাই সেটি সরিয়েছেন? তদন্তকারীরা সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন।

রবিবার দুপুরে ডাবগ্রামে জনাকয়েক বাসিন্দার সঙ্গে আড্ডায় উঠে আসে বেশ কিছু



- স্থানীয়দের দাবি, নতুন ঋণের নথি সংগ্রহে পলাশি দাস বারবার তানিশা ঘোষদের বাড়িতে যেতেন
- বকেয়া টাকা নিয়ে পলাশির সঙ্গে তানিশার দীর্ঘদিন ধরেই বিরোধ চলছিল
- সোমবার দীপশিখাকে ফের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে

নতুন তথ্য। তাঁদের কথার সঙ্গে পুলিশের তদন্তে পাওয়া কয়েকটি তথ্যেরও মিল রয়েছে। স্থানীয় সূত্রের খবর, দীপশিখার স্বামী ও ছেলে বাড়িতে বেশির ভাগ সময়ই থাকতেন না। ঝামেলা এড়াতে সেই সময় ঋণের জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিতে পলাশি দীপশিখার বাড়িতে আসতেন। স্বামী ও ছেলের অনুপস্থিতিতে এই যাতায়াত চলত বলে স্থানীয়দের দাবি।

অন্যদিকে, পলাশির সঙ্গে তানিশার সম্পর্কও বেশ কিছুদিন ধরেই ভালো যাচ্ছিল না। পড়াশোনার সময় জমানো টাকা ও সেলাইয়ের কাজের বকেয়া পারিশ্রমিক নিয়ে তাঁদের মধ্যে বিরোধ তৈরি হয়। একাধিকবার বকেয়া টাকা ফেরত চেয়েও সুরাহা না মেলায় দূরত্ব আরও বাড়ে। এই পরিস্থিতিতেই দীপশিখা স্বামীর সোনার চেন ও আংটি পলাশির কাছে বন্ধক রাখার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তিনি মেয়েকে সেই কথা জানাননি। বৃহস্পতিবার বিকেলে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর তানিশাও রীতিমতো আকাশ থেকে পড়েছিলেন বলে পরিবার সূত্রে খবর।

নতুন করে ঋণ নেওয়ার প্রসঙ্গ সামনে আসতেই দীপশিখা, পলাশি ও তানিশার মধ্যে বিরোধের বিষয়টি তদন্তকারীদের কাছেও আরও স্পষ্ট হয়েছে। দীপশিখার শারীরিক ভঙ্গিও তদন্তকারীদের সন্দেহ আরও বাড়াচ্ছে। তবে তানিশাকে দীপশিখা নিজে মারধর করেছিলেন নাকি তাঁর দাবি অনুযায়ী শারীরিক অসুস্থতার কারণে অতিরিক্ত ওষুধ খেয়ে ফেলেছিলেন তানিশা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। দীপশিখা মুখ খুললেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে বলে পুলিশ মনে করছে। শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত থেকে ফেরার পর তাঁর প্রাথমিক দাবির ভিত্তিতে একের পর এক প্রশ্ন করা হয়। তারপর থেকেই দীপশিখা নীরব রয়েছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, মুখে কুলুপ আঁটলেও তাঁর খাওয়াদাওয়া ও বিশ্রামের রুটিনে কোনও পরিবর্তন হয়নি।

নতুন রুটে চলবে অটো, ম্যাজিক

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : শহরাঞ্চলের পাশাপাশি প্রান্তিক এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে চলেছে রাজ্যের পরিবহণ দপ্তর। সেক্ষেত্রে পার্বত্য এলাকা বাদে দার্জিলিং জেলার সমতলভাগের পৃথক তিনটি বিধানসভা এলাকায় নতুন করে অটো ও চার চাকার (ম্যাজিক ভ্যান) রুট পারমিট দেওয়া হবে বলে খবর। রাজ্য পরিবহণ দপ্তরের নির্দেশ প্রকাশ্যে আসতেই আঞ্চলিক পরিবহণ অধিকর্তার তত্ত্বাবধানে রুট চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে। এবিষয়ে পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলেন, 'নতুন কোন কোন পথে অটো কিংবা ম্যাজিক ভ্যান চালানো সম্ভব হবে, তার জন্য রুট তৈরির কাজ চলছে। আঞ্চলিক পরিবহণ অধিকর্তার তরফে রুটম্যাপ তৈরি করে প্রস্তাব আকারে দপ্তরের পাঠানো হলেই তা বিচারবিবেচনা করে অনুমোদন দেওয়া হবে। নতুন রুটগুলি চালু হলে সামগ্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেকটা উন্নত হবে।'

শিলিগুড়ির পাশাপাশি মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা এলাকায় বিভিন্ন রুটে অটো কিংবা চার চাকার ছোট যাত্রীবাহী গাড়ি নিত্যদিনই চলাচল করে। তবে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে এবার পরিবহণ দপ্তর নতুন রুট বাড়াতে চলেছে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, রাজ্য পরিবহণ দপ্তর প্রতিটি বিধানসভা পিছু ১০০টি অটো ও ১০০টি ম্যাজিক ভ্যানের জন্য নতুন রুটের অনুমোদন দিতে চলেছে। সেই হিসেবে শিলিগুড়ি সহ মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা এলাকাজুড়ে মোট ৬০০টি নতুন পারমিট দেওয়া হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে নতুন রুট চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, নতুন বছরের শুরুতেই পরিবহণ দপ্তরের তরফে শতাধিক রুটে নতুন করে পারমিট দেওয়ার কাজ শুরু হবে।

পরিবহণ দপ্তরের তরফে নতুন করে শতাধিক রুট পারমিট দেওয়া হলে কর্মসংস্থানের পথও অনেকটা প্রসারিত হবে। তবে নতুন রুটে চলাচলকারী গাড়িগুলি কেনার ক্ষেত্রে সরকারিভাবে দপ্তরের তরফে কোনও ভরতুকি দেওয়া হবে কি না, তা অবশ্য স্পষ্ট নয়। নতুন রুট পারমিট দেওয়া হলে শহর কিংবা গ্রামাঞ্চলের কোনও পথে যাতে যানজট না হয়, সেক্ষেত্রেও নজর রাখা হচ্ছে বলে মন্ত্রী দাবি করেছেন।

তথ্য ফাঁসের হুঁশিয়ারি নমন রাইয়ের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : কোন নেতা-নেত্রী কোন ঠিকাদারের সঙ্গে মেলামেশা করেন, কার সঙ্গে কী সম্পর্ক, তা প্রকাশ্যে নিয়ে আসার হুঁশিয়ারি দিলেন দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নমন রাই। আর্থিক প্রতারণা মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া রিভা লামার সঙ্গে তাঁর নাম জড়ানোয় বিব্রত নমন। রবিবার সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিও পোস্ট করে নমন ওই ঘটনায় তাঁকে যেভাবে জড়ানো হচ্ছে, তার নিন্দা করেছেন। রিভাকে বাল্যকালের বন্ধু ও সহপাঠী হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, 'কার কোথায় ব্যবসায়িক যোগসূত্র রয়েছে, সেটা আমার জানার কথা নয়। আমি অনেক ছোট থেকে রিভার সঙ্গে মেলামেশা করি।' তাঁর যুক্তি, একজন বিধায়ককে প্রচুর মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হয়, মানুষের সঙ্গে বসতে হয়। নমন এদিন কার্যত হুঁশিয়ারির সুরে বলেছেন, 'যেভাবে আমার নাম নিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে, আমিও আগামীতে কোন কোন নেতার কোথায় কার সঙ্গে ওঠাবসা রয়েছে, সেসব প্রকাশ্যে নিয়ে আসব।' এদিকে রিভাকে রবিবার আদালতে তুলে শিলিগুড়ি থানা পাঁচদিনের রিমান্ডে নিয়েছে।

শনিবার মাটিগাড়া উপনগরীর শপিং মলে নমনের সঙ্গে কফি শপে বসেছিলেন রিভা। পুলিশ সেখানে পৌঁছে রিভাকে গ্রেপ্তার করে। নমন বিধায়ক হিসেবে নিজের পরিচয় দিয়ে প্রথমে পুলিশকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা দেখাতে বলেন। পুলিশ তাঁকে মামলার নথি দেখায়। এরপরে নিজের গাড়িতে করে রিভাকে নিয়ে শিলিগুড়ি থানায় ছেড়ে আসেন। নমনের যুক্তি, 'এতে অন্যায়ের কী রয়েছে? আমি একজন বিধায়ক হিসেবে আমার বাল্যকালের বন্ধুর হয়ে এটুকু করতেই পারি। কেননা আমি ওঁর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগের কথা আগে শুনিনি। বিজেপি নেতা মানিক আরোরার পরিবারের সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেনের বিষয় নিয়ে অভিযোগ হয়েছিল বলে পরে জেনেছি।' নমন নিজে বিজেপি বিধায়ক হয়েও অপর বিজেপি নেতা মানিকের নাম নেওয়ায় দলের অন্দরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। নমনের বক্তব্য, 'মানিক এই ঘটনা নিয়ে আমার নামে রাজনীতির রং লাগিয়েছেন।' যদিও মানিকের বক্তব্য, 'আমি কোথাও নমন রাইয়ের নাম নিয়ে কোনও অভিযোগ করিনি। বরং আমি বলেছি, একজন বিধায়ক কারও সঙ্গে চা-কফি খেতেই পারেন। এতে দোষের কী আছে?'

নমনের বক্তব্য, 'আমি রিভার সঙ্গে কফি পান করছিলাম বলে আমার নামেও বদনাম করা হচ্ছে। আমার কাছেও কে কোথায় কার



আদালতের পথে রিভা লামা।

সঙ্গে ঘুরছেন, কী করছেন, সেসব তথ্য আছে। সময়মতো সবকিছু সামনে নিয়ে আসব।' নমনের এই বক্তব্যেও পাহাড়-সমতলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। বিমল গুরুংয়ের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার যুব নেতা নমনকে গত বিধানসভা ভোটে বিজেপি দার্জিলিং আসনে প্রার্থী করেছিল। নমন জেতার পর থেকেই বিমল গুরুং পাহাড়ে রাজনৈতিক মাটি ফিরে পেতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তিনি কখনও পাহাড়ে ঘুরে আন্দোলনের কথা বলছেন, কখনও কলকাতায় গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করছেন। দলের একাংশ রিভার সঙ্গে নমনের নাম জড়িয়ে আখেরে বিমলকে কিছুটা হলেও নিরস্ত্র করার চেষ্টা করছেন কি না, সেই প্রশ্ন উঠছে।

জমি বিবাদ

চোপড়া, ২২ নভেম্বর : বিতর্কিত জমির দখলকে কেন্দ্র করে রবিবার উত্তেজনা ছড়াল মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধোভিটা এলাকায়। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জানা গিয়েছে, এলাকার বাসিন্দা মহম্মদ কলিমুদ্দিন ও মহম্মদ বশিরুদ্দিনের পরিবারের মধ্যে প্রায় আড়াই বিঘা জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছে। জমির মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়টি বর্তমানে বিচারাধীন। এদিন কলিমুদ্দিনের পরিবারের দখলে থাকা বিতর্কিত ওই জমিতে বিরোধী পক্ষ দখল নিতে যায় বলে অভিযোগ। এরপর দুই পক্ষের বিবাদে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

দম্পতিকে মারধরে নাম পদ্ম নেতার ছেলের

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : মাঝ রাস্তায় দম্পতিকে মারধরের ঘটনায় বিজেপি নেতা কমল বর্মনের ছেলের নাম জড়াল। ঘটনায় ইতিমধ্যে এনজেপি থানায় ওই বিজেপি নেতার ছেলে বিজয় বর্মনের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

ঘটনায় খানিকটা হলেও বিপাকে পড়েছে পদ্ম শিবির। যদিও পদ্ম নেতারা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় বলছেন, 'এমন ঘটনা কাম্য নয়। খুবই নিন্দনীয়। যে দলেরই হোক কোনও ব্যাপার নয়। যিনি অন্যায় করেছেন, তাঁর কোনও ক্ষমা নেই। সরকারের কড়া নির্দেশ রয়েছে দুর্ব্যবহার, অন্যায় করা যাবে না। এক্ষেত্রে অবশ্যই উপযুক্ত ব্যবস্থা হবে।' এনজেপি থানা সূত্রে খবর, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

অভিযোগকারী তানিয়া দত্ত ভালোবাসা মোড় এলাকার বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, অফিস শেষে শনিবার রাত ৮টা নাগাদ তানিয়া তাঁর স্বামীর বাইকে চড়ে অম্বিকানগর বাজার হয়ে বাড়ির পথে রওনা হয়েছিলেন। সেসময় পিছন দিক থেকে আসা টোটো থেকে তাঁদের উদ্দেশ্য করে কটূক্তি করা হয়েছিল। ওই টোটোতে চালকের সিটে ছিলেন কমল বর্মনের ছেলে বিজয় ও তাঁর এক বন্ধু। অভিযোগ, বাইক থামিয়ে কটূক্তির প্রতিবাদ করতেই বিজয় তানিয়ার স্বামী শুভঙ্কর ঘোষকে মারধর শুরু করেন। ঘটনায় তাঁর কপালে আঘাত লাগে। সেসময় স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে তানিয়াও আক্রান্ত হন। অভিযোগ, চুল টেনে ধরে তাঁর মুখে ঘুসি মারা হয়। তার জেরে নাক ফেটে গিয়েছে।

তিনি বলেন, 'বাজার সেরে আমরা বাড়ির পথে রওনা হয়েছিলাম। সেসময় কটূক্তির প্রতিবাদ করতেই আমার স্বামীকে মারধর করা হয়। স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে আমিও আক্রান্ত হই। ঘটনার সময় কমল বর্মনও ঘটনাস্থলে ছিলেন। তিনি তাঁর ছেলেকে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন। আমি চাই এই ঘটনায় যেন কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়।'

কমল বর্মন একসময় বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন। বর্তমানে ফুলবাড়ি-১ নম্বর মণ্ডলের অফিস সম্পাদক পদে রয়েছেন। তবে তিনি বলেন, 'ঘটনার সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম না। শুনেছি, দুই তরফেই দোষ ছিল। তর্কাতর্কি চালাকালীন ওই মহিলা আমার ছেলের কলার ধরেছিলেন। তার জেরেই সেসময় ছেলে হাত ঝটকা দেয়। তাতেই চোট লেগেছে। মারধরের কোনও ঘটনা ঘটেনি। এনিয়ে পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ যা পদক্ষেপ করবে, তাই হবে।'

ধৃত প্রতারক

মাদারিহাট, ২২ নভেম্বর : দেড় লাখ টাকা প্রতারণার অভিযোগে হরিয়ানার পুলিশ মাদারিহাট থেকে গ্রেপ্তার করল এক তরুণকে। ধৃত শিবা দেবনাথের বাড়ি শিলিগুড়ির ঘোগোমালির নেতাজি কলোনিতে। মাদারিহাটের একটি লজে বান্ধবীকে নিয়ে উঠেছিলেন। মাদারিহাট থানার ওসি জগদীশ রায় জানান, হরিয়ানার রোহতক থানার পুলিশ তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। এরপর রবিবার সকালে মাদারিহাটে কার সাফারি করতে গেলে হাতেনাতে ধরা পড়েন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শিবা হরিয়ানার এক ব্যক্তির অ্যাকাউন্ট থেকে দেড় লাখ টাকা হাতিয়ে নেন। হরিয়ানার রোহতক থানায় এই বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করেন প্রতারিত। এদিকে, বান্ধবীকে নিয়ে নতুন বাইকে করে শনিবার মাদারিহাটের একটি লজে ওঠেন শিবা। তাঁর মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে মাদারিহাটে থাকার হদিস পায় পুলিশ। রবিবার সকালে সাফারি করবেন বলে বান্ধবীকে নিয়ে সাফারির টিকিট বুকিং কাউন্টারের সামনে আসতেই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যান শিবা।

রাস্তা নিয়ে শিখার সামনেই ক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : রাস্তাটি বরাদ্দ হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস আমলে। ১৫০ মিটার দৈর্ঘ্য। বরাদ্দ ১৯ লক্ষ টাকা। রবিবার সেই রাস্তার শিলান্যাস করতে এসেছিলেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সামনেই ক্ষোভ উগরে দিলেন বিজেপি কর্মীরা। বিক্ষোভকারীদের দাবি, প্রকল্পের বরাদ্দে কাজ করতে হবে অন্যত্র। কারণ, ওই এলাকায় এর চাইতে বেশি খারাপ রাস্তা রয়েছে।

দলের কর্মীদের কথা অবশ্য রাখেননি শিখা। গ্রামের নিধারিত অংশে শিলান্যাস করে শিখার বক্তব্য, 'মানুষের রাগ-অভিমান রয়েছে। তৃণমূলের উন্নয়ন থেকে বহু মানুষ বঞ্চিত। ফলে, কাজের চাহিদা অনেক। সেজন্য কয়েকজন এদিন রাস্তার কাজ অন্য জায়গায় সরানোর দাবি তুলেছিলেন।' ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভালোবাসা মোড়ের ঘটনা।

এদিন 'আদিত্যরঞ্জনের বাড়ি থেকে দান্তেকাইরির বাড়ি' পর্যন্ত দেড়শো মিটারের রাস্তার শিলান্যাস হয়েছে। রীতি মেনে কলা গাছ পোঁতা হয়েছিল। অভিযোগ, বিজেপিরই জনাকয়েক কর্মী অনুষ্ঠান বন্ধ করতে কলার গাছ অন্যত্র সরিয়ে ফেলেন। পরে বিধায়ক এলাকায় গেলে বাদানুবাদ শুরু হয়। শিখা সকলের প্রয়োজনে আরও রাস্তা হবে বলে জানিয়েছেন। শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের টাকায় কাজটি হবে। যে রাস্তার শিলান্যাস হল, সেদিকে দুটো বাড়ি রয়েছে। তার মধ্যে একটি বিতর্কিত নেতা গৌতম গোস্বামীর। দল ক্ষমতায় থাকাকালীন তাঁকে বরখাস্ত করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। এখানেই জোর আপত্তি উঠছে। তাঁদের প্রশ্ন, আরও বেহাল রাস্তা থাকা সত্ত্বেও কেন সরকারি অর্থে এমন একজনের বাড়িতে ঢোকার রাস্তা তৈরি হবে?

গৌতম গোস্বামীর দাবি, 'কখন এই অর্থবরাদ্দ হয়েছিল, মনে নেই। তবে, এটা বর্তমান সরকারের উদারতার দৃষ্টান্ত যে, আপত্তি ওঠা সত্ত্বেও কাজটি হচ্ছে।'

ক্ষোভ প্রকাশ করে শাসকদলের ওই এলাকার প্রাক্তন বুথ সভাপতি গৌতম রায়ের প্রশ্ন, 'তৃণমূল যে বেনিয়ম করে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে চেয়েছিল, সেটাতে কেন বিজেপি সায় দেবে?' তিনি বলেন, 'যে কাজের শিলান্যাস হয়েছে, সেটি তৃণমূলের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতার বাড়ি ঢোকার গলি। যদি আগে বরাদ্দ হয়ে থাকে, তবে শুধরে নেওয়ার দায়িত্ব বিজেপির। সে কারণেই মানুষ আমাদের ভোট দিয়েছিলেন। আমরা যদি পুরোনো সলতে পাকাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তাহলে মানুষের দৃষ্টিতে আর পার্থক্য থাকবে না।'

তবে শিখার দাবি, ওই রাস্তা দিয়ে তো আর শুধুমাত্র তৃণমূল নেতারা হাঁটবেন না, সাধারণ মানুষও ব্যবহার করবেন। সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিজেপির দয়াল রায়ের বক্তব্য, 'তৃণমূলের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ রয়েছে। তাই বলে উন্নয়নকে বাধা দেওয়া উচিত নয়।' ফুলবাড়িতে পদ্ম শিবিরের অন্দরে কান পাতলে শোনা যায়, গৌতম রায়ের মতো আরও অনেক পুরোনো কর্মী দলে গুরুত্ব পাচ্ছেন না। সেই ক্ষোভের আঁচ এদিন কিছুটা পেয়েছেন বিধায়ক শিখা।



ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়কের সামনে বিজেপি কর্মীদের ক্ষোভ প্রকাশ।

শিলিগুড়ি থেকে এবার বাসেই মায়াপুর

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : এবার এক বাসেই শিলিগুড়িবাসী পৌঁছে যেতে পারবেন মায়াপুর। রবিবার ইসকন মন্দিরের সামনে থেকে শিলিগুড়ি-মায়াপুরগামী বাসের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন। তার সঙ্গে তৃণমূল আমলে বন্ধ হয়ে যাওয়া বিভিন্ন বাস রুট প্রয়োজনের ভিত্তিতে ফের ধীরে ধীরে খোলার ব্যাপারেও এদিন সদর্থক বার্তা দিলেন তিনি। এদিন বাসের উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক নামকৃষ্ণ দাস বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই আমাদের শিলিগুড়ি থেকে সরাসরি মায়াপুর পর্যন্ত বাস চালানোর একটা দাবি ছিল। নতুন সরকার এই দাবি পূর্ণ করল।' এই রুটের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমাদের এখানেও দেশ-বিদেশ থেকে প্রচুর ভক্ত আসেন। তাঁরাও এবার থেকে এই বাসে সরাসরি মায়াপুর যেতে পারবেন। তাছাড়া এই রুটকে কেন্দ্র করে অনেকের কর্মসংস্থানও বাড়বে।' এদিকে নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার থেকে এই রুটের বাস শিলিগুড়ি থেকে চলবে। এছাড়া বালুরঘাট থেকেও ছাড়বে। শিলিগুড়ি থেকে প্রতিদিন ভোর ছ'টার সময় এই বাস তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস থেকে ছাড়বে। সেদিন বিকেল চারটের সময় মায়াপুর পৌঁছে যাবে। অন্যদিকে, মায়াপুর থেকেও ভোর ছ'টায় শিলিগুড়ির উদ্দেশে বাস ছাড়বে। আপাতত, বালুরঘাট-মায়াপুর, শিলিগুড়ি-মায়াপুর রুটে আপ-ডাউন দুই দিক থেকেই একটি করে বাস ছাড়া হবে। বাসে সিটের সংখ্যা হবে ৫৫। এদিন আনন্দময় বলেন, 'বাসের টিকিটের দাম যতটা সম্ভব কম রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। মাত্র ৩৭৮ টাকায় মানুষ বাসে মায়াপুর পৌঁছোবেন। আমার সোমবার কলকাতায় বৈঠক রয়েছে। সেকারণে এদিন আমরা ইসকনের সামনে থেকে বাসটির উদ্বোধন অনুষ্ঠান করলাম। তবে যাত্রী চলাচল শুরু হবে সোমবার থেকে।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের কাছে মায়াপুরের এই রুটের প্রস্তাব এসেছিল। এর বাইরেও কোনও দ্রষ্টব্য স্থানকে যদি সরাসরি বাসের মাধ্যমে যুক্ত করার প্রস্তাব আসে, তাহলে আমরা তা গুরুত্ব সহকারে দেখব।'

সিটিবাস নিয়ে আশ্বাস মন্ত্রীর



শিলিগুড়ি ইসকন মন্দিরের সামনে বাস উদ্বোধনে আনন্দময় বর্মন।

তিনি জানান, 'শিলিগুড়ি শহরের মধ্যে চলা সিটিবাস পরিষেবা সহ বেশ কিছু রুটে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই নতুন বাস আসতে শুরু করবে। এরপরই ধাপে ধাপে বন্ধ হয়ে যাওয়া রুটগুলিতে প্রয়োজনের ভিত্তিতে ধীরে ধীরে বাস চালু করা হবে।' ফলে শহরের সিটিবাস পরিষেবা নতুন করে চালু করার ব্যাপারেও যে উদ্যোগ নেওয়া হবে, তা এদিন আনন্দময়ের বক্তব্যে কার্যত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। শিলিগুড়িবাসীর এই দাবিও দীর্ঘদিনের। এদিনের পর নতুন করে সেই দাবিপূরণ হওয়ার আশায় বুক বাঁধছেন শহরবাসী।



উড়ালপুলের নীচে হবে পার্ক, অনুষ্ঠানস্থল

বাগডোগরা, ২২ নভেম্বর : বাগডোগরায় এশিয়ান হাইওয়ে টু-র উড়ালপুলের নীচে সৌন্দর্যায়ন করা হবে। শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) অথবা বিধায়কের এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে এখানে পার্ক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চ করা হবে। রবিবার ওয়াকার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাগডোগরা আয়োজিত 'রক্তদান উৎসব'-এ এসে একথা বলেন রাজ্যের অর্থ ও পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন।

এদিন অ্যাসোসিয়েশনের তরফে বাগডোগরার লাইফলাইন মোড়ে এশিয়ান হাইওয়ে টু-র উড়ালপুলের নীচে বড় আকারে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন মোট ১৮৬ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়। সংগ্রহ করা রক্ত উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং শিলিগুড়ি টেরাই লায়ন্স ব্লাড ব্যাংকে দেওয়া হয়। মন্ত্রী বলেন, 'প্রতি বছর এই অ্যাসোসিয়েশন রক্তদানকে উৎসব হিসাবে পালন করে। শুধু রক্তদানই নয়, সারাবছর নানা সামাজিক কাজ করে। আমিও এই সংস্থার আজীবন সদস্য। তারা এখানে নানা ধরনের অনুষ্ঠান করে। কিন্তু স্থায়ী কোনও জায়গা নেই। দীর্ঘদিন থেকে আমাকে বলছে। এসজেডিএ-কে আবেদন করা হয়েছে। আমিও এখানে যাতে বসার জায়গা, পার্ক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চ করা যায়, সেই চেষ্টা করছি।'

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব, বাগডোগরা থানার ওসি কল্যাণ সাহা প্রমুখ। এদিন জেলা কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি অমিতাভ সরকার, মহিলা কংগ্রেসের জেলা সম্পাদক সুজাতা সরকারও রক্ত দেন। অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক রতনকুমার ঘোষ বলেন, 'প্রতিটি ব্লাড ব্যাংক রক্তশূন্য হয়ে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রক্ত পাঠানো খুবই দরকার ছিল। আমাদের প্রতিটি সদস্য সাধারণ মানুষকে রক্ত দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। তবে আমরা আশা করেছিলাম, আরও বেশি মানুষ রক্ত দেবেন।'

নির্মীয়মাণ সেতু ভেঙে জখম ৫

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২২ নভেম্বর : শনিবার রাত ১২টা বাজতে তখন খানিকক্ষণ বাকি। ঘরঘরিয়া নদীর উপর নির্মীয়মাণ সেতুতে ঢালাইয়ের কাজ প্রায় শেষের পথে। আচমকাই সেতুটির একটি অংশ ভেঙে পড়ে। ওপরে কাজ করা শ্রমিকরা নীচে পড়ে যান। ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দা ও অন্য শ্রমিকরা উদ্ধারকাজে হাত লাগান। খবর পেয়ে পুলিশ পৌঁছায়। এরপর দমকল ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা পৌঁছান। সেতুর বিভিন্ন জায়গায় আলো লাগিয়ে উদ্ধারকাজ শুরু হয়। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পাঁচ আহত শ্রমিককে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। বড় বিপদ এড়ানো গেলেও এই দুর্ঘটনাকে ঘিরে রবিবার আলিপুরদুয়ারে দিনভর চর্চা ছিল।

আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের ঘরঘরিয়ায় সলসলাবাড়ি-ফালাকাটা চার লেনের মহাসড়কের কাজ জোরকদমে চলছে। রাস্তার কাজ অনেকটাই এগোনোর পর সেতু ও কালভার্ট নির্মাণে জোর দেওয়া হয়েছে। ঘরঘরিয়া নদীর ওপর পাশাপাশি দুটি সেতুর কাজ একসঙ্গে চলছে। প্রথম সেতুর পিলার তৈরি হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় সেতুর পিলার তৈরির কাজ চলছে। শনিবার বিকেল থেকে প্রথম সেতুর স্ল্যাব ঢালাই শুরু হয়েছিল। রাতের দিকে ঢালাই প্রায় শেষ হওয়ার মুখে সেতুর একটি অংশ ভেঙে পড়ে। অন্য অংশটি অক্ষত রয়েছে। ভেঙে পড়া অংশটি পুরোপুরি নতুন করে তৈরি করতে হবে। নির্মাণের নিরাপত্তা ও কাজের পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের (এনএইচএআই) শীর্ষ আধিকারিক ও জেলা প্রশাসনের কর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। জেলা পুলিশের কর্তারা রাতভর ঘটনাস্থলে ছিলেন। জেলা প্রশাসনের এক কর্তার কথায়, 'ওটা এনএইচএআইয়ের কাজ। কেন সমস্যা হল সেটা নিয়ে আলোচনা করা হবে।' এনএইচএআইয়ের আরেক শীর্ষকর্তা জানান, ইঞ্জিনিয়ারদের পাঠিয়ে ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কী কী কারণে সেতুর ওই অংশ ভেঙে পড়ল, তা খতিয়ে দেখা হবে।

দুর্ঘটনার সময় সেতুর ওপরে প্রায় ন'জন শ্রমিক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন আহত হন। চারজনকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। একজনকে কোচবিহারের একটি বেসরকারি



সেতু ভেঙে পড়ার পর বিভিন্ন সামগ্রী সরানো হচ্ছে আর্থমুভার দিয়ে।

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আহতরা সকলেই আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা। কোচবিহারে চিকিৎসাধীন শ্রমিক সঞ্জয় পাইকের দাদা বিষ্ণু পাইক বলেন, 'ভাই ভাইব্রেটর চালাচ্ছিল। হঠাৎ সেতু ভেঙে যায় বলে জানায়। ওর পায়ে ও হাতে চোট লেগেছে।'

কীভাবে ভাঙল সেতু? প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, সেতুর ঢালাইয়ের জন্য শাটারিং করা হয়েছিল। সেটিকে লোহার রড দিয়ে সাপোর্ট দেওয়া হয়। সেই সাপোর্টের কোনও অংশে সমস্যা থেকেই বিপত্তি ঘটে থাকতে পারে। তবে দুর্ঘটনার কারণ এখনও নিশ্চিত নয়। সেতুর দায়িত্বে থাকা ঠিকাদারি সংস্থার ইনচার্জ সুরজ কুমার বলেন, 'নদীর ওপর কাজ হচ্ছিল। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হওয়ায় নদীর বাঁধ ভেঙে সেতুর নীচে জল চলে আসে। আর তাতেই সাপোর্ট দুর্বল হয়ে যায় এবং ভেঙে পড়ে।' তবে ঠিকাদারের এই বক্তব্য নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। নির্মাণকাজের গুণমান ও সেতুর নীচের সাপোর্ট ব্যবস্থার ভূমিকা খতিয়ে দেখা জরুরি হয়ে উঠেছে।

দুর্ঘটনার পর থেকেই ভেঙে পড়া অংশ সরানোর কাজ শুরু হয়। রবিবারও সেই কাজ চলে। আর্থমুভার ও ক্রেন দিয়ে সেতুর নীচে থাকা সামগ্রী সরানো হয়। কাজ নির্বিঘ্নে চালাতে এলাকায় প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়। ঘরঘরিয়ার পুরোনো সেতুতে যাতে যানজট না হয়, পুলিশ সেদিকেও নজর রাখে। স্থানীয় বিজেপি ও আরএসএস কর্মীদেরও ঘটনাস্থলে দেখা যায়। তবে উদ্ধারকাজের গতি নিয়ে কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা অভিযোগ তোলেন। তাঁদেরই একজন, স্থানীয় তরুণ সঞ্জয় মোদক বলেন, 'বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। যদি বেশি লোক সেতুর নীচে পড়ে যেতেন তাহলে খুবই সমস্যা হত।' বিভিন্ন দপ্তর অনেক দেরি করে এলাকায় পৌঁছেছে বলে অভিযোগ।

আইসিসি'র পৃষ্ঠপোষক শংকর

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের (আইসিসি) উত্তরবঙ্গ জোনের নতুন চেয়ারম্যান মনোনীত হলেন গোপাল ডালমিয়া। ভাইস চেয়ারম্যান হয়েছেন বিমল আগরওয়াল। রবিবার শিলিগুড়িতে সংগঠনের বার্ষিক অনুষ্ঠানে নতুন কমিটি গঠিত হয়। পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ কমিটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে মনোনীত হয়েছেন। অনুষ্ঠানে পর্যটনমন্ত্রী উত্তরবঙ্গে পর্যটনের উন্নয়নে 'লুক ইস্ট নীতির' গুরুত্ব তুলে ধরেন। পাশাপাশি নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্ত পর্যটনের প্রসারে জোর দেন তিনি। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইসিসি-র চেয়ারম্যান পার্থিব নেওটিয়া ও অন্য আধিকারিকরা।

ভস্মীভূত দুটি দোকান, ঘর

বাগডোগরা, ২২ নভেম্বর : বিয়ের মরশুমের জন্য দশকর্মা ভাণ্ডারে সামগ্রী মজুত করেছিলেন। রবিবার সকালে আগুনে দোকানের সে সব সামগ্রী ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। ফলে মাথায় হাত পড়েছে দোকান মালিক দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় এবং ভারতী মুখোপাধ্যায়ের। এই দোকান ছাড়াও পাশের একটি ওষুধের দোকান এবং দোকান লাগোয়া একটি ঘরের সবকিছু পুড়ে গিয়েছে। মাটিগাড়া থেকে দমকলের ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে বরাতজোরে প্রাণে বেঁচে গিয়েছে ওই ঘরে ঘুমিয়ে থাকা একটি পরিবার। রবিবার সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে মাটিগাড়া ব্লকের আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের দেওনিয়া মোড়ে।

দেওনিয়া মোড়ে দীনবন্ধু এবং ভারতীর দশকর্মা ভাণ্ডার রয়েছে। তাঁরা জানাচ্ছেন, বিয়ের মরশুম শুরু হয়েছে বলে অনেক সামগ্রী মজুত করে রেখেছিলেন। কোনওকিছুই বের করতে পারেননি। দোকানের শাটার বন্ধ করে রাতে বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন। রবিবার সকালে প্রতিবেশীরা ফোন করে আগুনের খবর দেন। দীনবন্ধু বলেন, 'আমরা এসে দেখি, সবকিছুই পুড়ে গিয়েছে।'

দোকান লাগোয়া বাড়ির মালিক সুরেশপ্রসাদ সিংহ বলেন, 'যখন আগুন লাগে, সেসময়ে আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম। আগুনের আঁচ পেয়ে ঘরের বাইরে বের হতে পেরেছি বলেই প্রাণে বেঁচে গিয়েছি। তবে ঘরের কোনও আসবাবপত্রই বের করার সুযোগ পাইনি। পাশের ওষুধের দোকানও আংশিক পুড়ে গিয়েছে।' এলাকায় যান বিজেপির আঠারোখাই মণ্ডল সভাপতি সুভাষ ঘোষ এবং রাজ্যের মন্ত্রী আনন্দময় বর্মন। আনন্দময় সরকারিভাবে সাহায্য দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। মাটিগাড়ার বিডিও অফিসের প্রতিনিধিদল ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছে।



জলপাইগুড়ির ভাটাখানায় পাখির ঝাঁক। রবিবার। ছবি : বুম্বা কর

পিএম কিষানে নাম নেই ৬০ শতাংশের

কড়াকড়িতে বিপাকে ভাগচাষিরা

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পর পূর্বতন আমলের 'কৃষকবন্ধু' প্রকল্প থেকে উপভোক্তাদের কেন্দ্রীয় প্রকল্প 'পিএম কিষান সম্মান নিধি'-তে যুক্ত করছে। সেই প্রক্রিয়ায় বড়সড়ো ধাক্কা খেলেন শিলিগুড়ি মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের চাষিরা। কৃষি দপ্তর সূত্রে খবর, এখানকার তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের প্রকল্পের প্রায় ৬০ শতাংশ উপভোক্তাই নতুন সরকারের তালিকায় জায়গা পাননি। কেবল শিলিগুড়ি নয়, রাজ্যের প্রায় সব জেলাতেই কমবেশি এমন ছবি ধরা পড়ছে। নতুন নিয়মের কড়াকড়িতে একদিকে যেমন প্রকৃত ভাগচাষি এবং প্রান্তিক কৃষকরা সরকারি সহায়তা থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় ভুগছেন, অন্যদিকে 'কৃষকবন্ধু'-তে ভুয়ো উপভোক্তাদের ভিড় জমেছিল বলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

বিজেপির কিষান মোর্চার অভিযোগ, তৃণমূল কেন্দ্রীয় প্রকল্প পিএম কিষান চালু করতে দেয়নি। পালাবদলের পরে তা চালু হয়েছে। তাতে বহু ভুয়ো উপভোক্তা ধরা পড়েছেন। মোর্চার শিলিগুড়ির নেতা সোরেন রায় বলেছেন, 'প্রকৃত কৃষকরা যাতে বাদ না পড়েন, আমরা সেই দাবি অবশ্যই জানাব। তবে, ভুয়ো কৃষক সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়া স্বাভাবিক।'

কৃষি দপ্তরের পরিসংখ্যান বলছে, কৃষকবন্ধু প্রকল্প চালু থাকাকালীন শিলিগুড়ি মহকুমায় প্রায় ১৩ হাজার জন সরকারি অনুদান পেতেন। কিন্তু নাম স্থানান্তরের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পিএম কিষান-এ এখনও পর্যন্ত মাত্র ৫ হাজার ৮০০ জনের নাম নথিভুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ, প্রায় ৭ হাজার ২০০ জনের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। শিলিগুড়ি মহকুমা কৃষি অধিকর্তা রাজা চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'প্রক্রিয়া চালু রয়েছে। নিয়মের মধ্যেই কাজ হচ্ছে।'

এর নেপথ্যে কি কড়া নিয়ম আর ভুয়ো উপভোক্তার অভিযোগ?

তৃণমূলের সময় বহুক্ষেত্রে এমনও হয়েছে যে, নিজস্ব জমির



- শিলিগুড়ি মহকুমায় আগের ১৩ হাজার উপভোক্তার মধ্যে নতুন তালিকায় মাত্র ৫,৮০০
- জমির পর্চা বা মিউটেশন বাধ্যতামূলক, শিথিলতার সুযোগ বন্ধ
- ভুয়ো উপভোক্তা চিহ্নিত করার দাবি কিষান মোর্চার

দলিল বা পর্চা না থাকলেও শুধুমাত্র পঞ্চায়েত স্তরের শংসাপত্র দেখিয়ে অনেকেই প্রকল্পের সুবিধা পেতেন। অভিযোগ, সেই শিথিলতার সুযোগ নিয়ে প্রচুর ভুয়ো উপভোক্তা সরকারি কোষাগার থেকে টাকা তুলেছেন। কিন্তু পিএম কিষান প্রকল্পে সেই সুযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ। কৃষি আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এবার সুবিধা পেতে গেলে আবেদনকারীর নিজের নামে চাষযোগ্য জমি (পর্চা বা মিউটেশন) থাকা বাধ্যতামূলক। পারিবারিক জমির ক্ষেত্রে নিজের নামে রেকর্ড না থাকলে আবেদন গ্রাহ্য হবে না। স্বামী, স্ত্রী ও নাবালক সন্তানকে নিয়ে গঠিত একটি কৃষক পরিবারের কেবলমাত্র একজনই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। আবেদনকারী বা তাঁর পরিবারের কেউ আয়করদাতা হলে বা সরকারি উচ্চপদে কর্মরত থাকলে কিংবা মাসে ১০ হাজার টাকা বা তার বেশি পেনশন পেলে প্রকল্পের আওতায় আসবেন না।

কৃষি দপ্তরের আধিকারিকদের দাবি, যাঁরা বাদ পড়েছেন, তাঁদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নথি চেয়ে পিএম কিষানে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য বারবার প্রচার চালানো হচ্ছে। শিবিরও হচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে, পূর্বের তালিকাভুক্ত বহু উপভোক্তারই এখন আর কোনও হদিস মিলছে না।

জল্পনা ছড়িয়েছে যে, তবে কি এই 'নিখোঁজ'দের বড় অংশই হয় ভুয়ো ছিলেন নয়তো কাজের সন্ধানে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিয়েছেন। এদিকে, কড়াকড়ির জাঁতাকলে পড়ে বিপাকে প্রকৃত ভূমিহীন ও ভাগচাষিরা। শিলিগুড়ির ফাঁসিদেওয়া, নকশালবাড়ি ও খড়িবাড়ি ব্লকের বহু কৃষকের অভিযোগ, বংশপরম্পরায় চাষাবাদ করলেও অনেকের জমির রেকর্ড বা পর্চা নিজের নামে নেই। পঞ্চায়েতের শংসাপত্র গ্রাহ্য না হওয়ায় চাষের মরশুমে সরকারি আর্থিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তাঁরা।

সরকারি প্রকল্পে স্বচ্ছতা আনতে গিয়ে যেন যোগ্য দাবিদাররা বঞ্চিত না হন, এখন সেটাই প্রশাসনের কাছে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ।

মেচিঘাটে বালি মাফিয়াদের হুঁশিয়ারি আনন্দর

ক্র্যাশার নিয়ে তদন্তের নির্দেশ

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২২ নভেম্বর : অনুমতি ও নথিপত্র রয়েছে, দাবি ভূমি সংস্কার আধিকারিকের। তবুও ক্র্যাশার ও নদীঘাট থেকে বালি-পাথর তোলা নিয়ে সেইসব নথি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিলেন রাজ্যের অর্থ ও পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন। মেচি থেকে অবৈধভাবে বালি-পাথর তোলা নিয়ে মাফিয়াদের হুঁশিয়ারিও দিলেন তিনি। সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মধ্যে কীভাবে একের পর এক ক্র্যাশার গজিয়ে উঠছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মন্ত্রী। রবিবার নকশালবাড়ি ব্লকের রকমজোত এলাকায় মেচি নদীর তীরে বাঁধ নির্মাণের কাজের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে এসে মন্ত্রী বলেন, 'প্রতি বছর মেচি থেকে কোটি কোটি টাকার বালি-পাথর পাচার হয়।' কীভাবে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের পাশে এসব হয়, তা প্রশাসনকে খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন আনন্দময়। বিডিও, বিএলএলআরও, পুলিশ প্রশাসনকে তদন্তের নির্দেশ দেন।

> **বিগত সরকারের আমলে অবৈধভাবে মেচি নদী থেকে প্রচুর বালি,পাথর পাচার করা হত। রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে এসব কারবার চলত। আমাদের সরকার এই সবকিছুই কঠোরভাবে দেখবে।**
>
> **আনন্দময় বর্মন**
> *প্রতিমন্ত্রী, অর্থ ও পরিবহণ দপ্তর*

তাঁর কথায়, 'বিগত সরকারের আমলে অবৈধভাবে মেচি নদী থেকে প্রচুর বালি-পাথর পাচার করা হত। রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে এসব কারবার চলত। এসব নিয়ে প্রচুর অভিযোগ আমরা পেয়েছি। বন, নদীর মতো প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সবার। কোনওরকম অবৈধ কাজ বরদাস্ত করা হবে না। আমাদের সরকার এই সবকিছুই কঠোরভাবে দেখবে।'

যদিও নকশালবাড়ির বিএলএলআরও দীপাঞ্জন মজুমদার বলেন, 'মেচি নদীর ঘাট লিজে রয়েছে। ক্র্যাশারের নথিপত্রও রয়েছে। মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। সব নথিপত্রই পাঠানো হয়েছে।'

তবে প্রতিমন্ত্রী বলছেন, 'ভূমি দপ্তরের আধিকারিক যেসব নথিপত্র পাঠিয়েছেন, তা খতিয়ে দেখা হবে। অনেক ক্ষেত্রে ভুয়ো নথিপত্র দেখিয়ে এই কারবার চলে। সেটা আর হবে না।' এদিকে, শিলিগুড়ি সেচ দপ্তরের উদ্যোগে প্রায় ১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মেচি নদীর পাড়ে সাড়ে আটশো মিটার দীর্ঘ বাঁধটি নির্মাণ করা হবে। গত বছর বর্ষার সময় মেচির জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় বাঁধের বেশ কিছু অংশ ভেঙে গিয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবিকে মান্যতা দিয়ে অবশেষে সেচ দপ্তরের পক্ষ থেকে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এদিন কলাবাড়ি বনাঞ্চল লাগোয়া বাঁধের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে আনন্দময় কাজের গুণমান বজায় রাখার ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, বাঁধ নির্মাণের কাজ যাতে সঠিক নিয়ম মেনে এবং উন্নত মানের সামগ্রী দিয়ে করা হয়, সেদিকে আপনারা নিজেরাও নজর রাখবেন।

এই বাঁধ হলে আগামী বর্ষায় এলাকার মানুষ নদীভাঙনের হাত থেকে অনেকটাই স্বস্তি পাবেন বলে আশা প্রকাশ করেছে প্রশাসন ও স্থানীয় বাসিন্দারা।



মেচিঘাট পরিদর্শনে প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন। রবিবার নকশালবাড়িতে।



দুই বন্ধু।। শিলিগুড়ির অরবিন্দপল্লিতে ছবিটি তুলেছেন সুবীর বর্মন।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

শিলান্যাস

খড়িবাড়ি, ২২ নভেম্বর : দীর্ঘদিনের দাবি মেনে খড়িবাড়ি এলাকায় তিনটি রাস্তা সংস্কারের কাজের শিলান্যাস হয়েছে। রবিবার খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা নান্টু মণ্ডল নির্মাণকাজের সূচনা করেন। প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, খড়িবাড়ি বিডিও অফিসের তত্ত্বাবধানে বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিলের আর্থিক আনুকূল্যে মোট ১৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনটি গ্রামীণ রাস্তা সংস্কার করা হবে। প্রথম রাস্তাটি পিডব্লিউডি মোড় থেকে চেকরমারি রেলগেট পর্যন্ত। দ্বিতীয়টি মঞ্জয়জোত এলাকায় বিশু সুব্বার বাড়ি থেকে ধনবাহাদুর তামাংয়ের বাড়ি পর্যন্ত।

দুই সন্তানের সামনে 'ফাঁস'

> ঘরের মধ্যে ওই দৃশ্য দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি। আশপাশের লোকদের ডাকি। **মিনা বর্মন, প্রত্যক্ষদর্শী তরুণী**

দেবীডাঙ্গায় চাঞ্চল্য

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : বারবার সিলিং ফ্যানের দিকে ইশারা করে দেখাচ্ছিল পাঁচ এবং সাত বছরের অসহায় দুই শিশু। আর তাদের দেখে তদন্ত করতে ঘটনাস্থলে আসা পুলিশকর্মীরাও রীতিমতো অপ্রস্তুত! কী বলবেন দুই শিশুকে, বুঝে উঠতে পারছিলেন না তাঁরা। সেই ঘরেই ফ্যান থেকে ঝুলন্ত ওই দুই শিশুর মা। রবিবার প্রধাননগর থানা এলাকার দেবীডাঙ্গার এমনই ঘটনা অবাক করল গোটা শহরকে। এক পুলিশকর্তার কথায়, 'আমরা ওই দুই শিশুর কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করব। ওদের বাবা এখন নেপালে আছেন। তাঁর সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ করার চেষ্টা চলছে।'

বাকরুদ্ধ করা ঘটনায় মৃতার নাম ঝারি বর্মন (৪০)। স্বামী হারাধন বর্মনের সঙ্গে কয়েক বছর ধরে দেবীডাঙ্গা এলাকায় থাকছিলেন তিনি। দুই সন্তান নিয়ে হাসিখুশি পরিবার। সেই বাড়িতে রবিবারের সকালে এমন কাণ্ডে অবাক স্থানীয়রা। এলাকার বাসিন্দা অজয় বর্মন বলছিলেন, 'অন্য দিন সকাল সকাল ওঁরা উঠে পড়েন। এদিন দেখি দরজা বন্ধ। ভেবেছিলাম, ভোরবেলা সপরিবার নেপাল গিয়েছেন। কারণ এদিন ভোরে চোখের চিকিৎসা করাতে নেপালে যাওয়ার কথা ছিল হারাধনের। এর মধ্যে বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এক তরুণী চিৎকার করে ডাকি। এরপর স্থানীয়রা প্রধাননগর থানায় খবর দেন। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকতেই মাকে বাঁচানোর কথা বলে ছুটে আসে ওই দুই শিশু। তড়িঘড়ি মহিলাকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক।'

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, সমস্ত দরজা, জানলা বন্ধ করে নিজের গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন ওই মহিলা। যদিও ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের পেছনের আসল কারণ কী, সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা নেই স্থানীয় বাসিন্দাদের। পুলিশকর্মীদের মধ্যেও রয়েছে ধোঁয়াশা। স্থানীয় বাসিন্দা অরুণ বর্মনের কথায়, 'হারাধন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। ওঁদের মধ্যে কোনওদিন অশান্তির কথা শুনিনি। হঠাৎ কী হল, বুঝলাম না!' ভোরে হারাধনের বেরিয়ে যাওয়া। তারপর বাড়ির ভেতর থেকে ঝারির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনা ভাবাচ্ছে পুলিশকর্মীদের। হারাধনকে জিজ্ঞাসাবাদের পর বিষয়টা অনেকাংশে পরিষ্কার হবে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। সোমবার মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হবে।

বৌকে এড়াতে নিজেকে মৃত প্রমাণের চেষ্টা

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২২ নভেম্বর : এতদিন স্ত্রী জানতেন, স্বামী নিরুদ্দেশ। এভাবেই দু'মাস কাটানোর পর খবর এল, স্বামী আর বেঁচে নেই! বেঙ্গালুরুর মর্গে পড়ে রয়েছে তাঁর দেহ। সঙ্গে পড়ে রয়েছে আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র। স্ত্রী যেন দ্রুত গিয়ে সেগুলি নিয়ে আসেন। এমন মেসেজ পেয়ে শোকে ভেঙে পড়েছিল পরিবার। কিন্তু পুরো ঘটনাটাই যে সাজানো, তা তখনও জানতেন না কেউ। আসলে স্ত্রীর কাছ থেকে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক আড়াল করে দ্বিতীয় বিয়ে করে অন্যত্র সংসার পাততে চেয়েছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুরের রেলকর্মী অজিতকুমার সিং। নিজের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে স্ত্রীকে কার্যত বিশ্বাসও করিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু সেই অভিনব কৌশলে শেষরক্ষা হল না। পুলিশের তদন্তে ধরা পড়ল পরিকল্পনার দুই সহযোগী। যদিও পুলিশের নাগাল পাওয়ার আগেই কলকাতা থেকে ফের উধাও অজিত।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার কুমেদপুরস্টেশনে কর্মরত ছিলেন অজিত। ধনীপাড়ায় স্ত্রী ও এক শিশুসন্তানকে নিয়ে থাকতেন তিনি। প্রায় দু'মাস আগে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান অজিত। হরিশ্চন্দ্রপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় খোঁজ করেও তাঁর সন্ধান মেলেনি। থানায় নিখোঁজ ডায়েরিও করেছিলেন পরিবারের সদস্যরা।

এরপর গত সপ্তাহে আচমকাই অজিতের স্ত্রীর মোবাইলে অচেনা নম্বর থেকে মেসেজ আসে। তাতে বলা হয়, বেঙ্গালুরুর একটি মর্গে তাঁর স্বামীর দেহ রাখা রয়েছে। সঙ্গে থাকা জিনিসপত্রও সেখানেই আছে। দ্রুত গিয়ে সেগুলি নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এমনকি যে নম্বর থেকে মেসেজটি এসেছে, তাতে আর ফোন না করার কথাও বলা হয়। স্বামীর মৃত্যুর খবর পেয়ে আতঙ্কিত পরিবার বিষয়টি হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় জানায়।



পুলিশের জালে অজিতকুমারের দুই সহযোগী।

এরপরই তদন্তে নামে পুলিশ। ওই মোবাইল নম্বর ট্র্যাক করে জানা যায়, কলকাতার রিজেন্ট পার্ক থানা এলাকা থেকে মেসেজটি পাঠানো হয়েছিল। হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশের একটি দল কলকাতায় পৌঁছে স্থানীয় পুলিশের সাহায্য নেয়। যৌথ অভিযানে আটক করা হয় ধীরেন্দ্র সিং (৪৬) এবং রোহিতকুমার যাদবকে (১৯)। ধীরেন্দ্রর বাড়ি রিজেন্ট পার্ক এলাকায়। রোহিত বিহারের সিমরাহী এলাকার বাসিন্দা হলেও কলকাতায় থাকতেন।

জেরায় দুজন জানিয়েছেন, ব্যবসার কাজে অজিত তাঁদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এলাকার এক মহিলার সঙ্গে তিনি থাকতেন বলেও জানান তাঁরা। পুলিশের অনুমান, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক এবং দ্বিতীয় সংসারের কথা স্ত্রীর কাছ থেকে গোপন রাখতেই নিজের নিরুদ্দেশ হওয়া ও মৃত্যুর নাটক সাজিয়েছিলেন অজিত।

তদন্তের পর ধৃত দুজনের মাধ্যমে অজিতের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে থানায় আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়। অজিত পুলিশকে জানিয়েছেন, তিনি আত্মসমর্পণ করবেন। কিন্তু বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে আসার আশঙ্কা তৈরি হতেই ফের বেপাত্তা হয়ে যান। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধীরেন্দ্র ও রোহিতকে গ্রেপ্তার করে হরিশ্চন্দ্রপুরে নিয়ে আসা হয়েছে। তাঁদের ছ'দিনের পুলিশি হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। এর পিছনে আরও কোনও ঘটনা রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।



টুলুর দাবি

তদন্ত প্রক্রিয়ায় পুলিশকে সাহায্য করেও হেনস্তার শিকার হচ্ছেন বলে দাবি করলেন বাঁকুড়ার 'পাথর সম্রাট' টুলু মণ্ডল। তাঁর কথায়, 'বছরে ৪০ থেকে ৫০ কোটি টাকা ট্যাক্স দেওয়া সত্ত্বেও ব্যবসায় ২০০ কোটি টাকার ক্ষতি করে দেওয়া হয়েছে।'



সাফল্য

বিশ্বমঞ্চে ফের বড় সাফল্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের। চলতি বছরে গুগলের পিএইচডি ফেলোশিপ প্রোগ্রামে সুযোগ পেলেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গবেষক অভিরূপ চট্টোপাধ্যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসেও এই কৃতিত্ব প্রথম।



জেরার আবেদন

ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির নতুন তথ্য হাতে পেয়েছে পুলিশ। তাই হেপাজতে গিয়ে তাঁকে জেরার আবেদন করল পুলিশ। মাস আর্টের দুর্নীতিতে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ইন্দ্রনীলের জেল হেপাজতের মেয়াদও বাড়িয়েছে নিম্ন আদালত।



খুন

নৈহাটিতে পারিবারিক অশান্তির জেরে স্বামীকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগে স্ত্রীর বিরুদ্ধে। রবিবার গুরুতর জখম অবস্থায় কল্যাণী এইমসে মৃত্যু হয় ৭৮ বছরের প্রভাত বিশ্বাসের। ঘটনায় তাঁর স্ত্রী লেখা বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।



বিদায়বেলায়।। বিসর্জনের পথে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী প্রতিমা। রবিবার দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়ের তোলা ছবি।

সুকান্তর মন্তব্যে শোরগোল

বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ ব্রাত্যর

কলকাতা, ২২ নভেম্বর : প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা অব্যাহত। শনিবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানিয়েছিলেন, তিনি কোন তৃণমূলে আছেন তা জানেন না। কারণ, তাঁর দলটা এখন তিনভাগে বিভক্ত। এমনকি নতুন বিজেপি সরকার বা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়েও কোনও বিরূপ মন্তব্য করেননি ব্রাত্য। এই অবস্থায় রবিবার তাঁকে নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, 'আমার কাছে খবর আছে, যৌন হেনস্তার অভিযোগ ওঠার পর থেকে বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন ব্রাত্য বসু। এতদিন যোগাযোগ করেননি। হয় ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। না হলে পুরা ডাল হি কালা হ্যায়।' বিজেপি নেতার খোঁচা, 'ওঁর বিরুদ্ধে যদি মামলা হয়, পুলিশের মাধ্যমে কোর্টের কাছে যাবেন। আমি ওঁকে বলব, আপনি নাটকটাই করুন। সেটা ভালো পারেন।' বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতির এহেন মন্তব্যের পরেই ব্রাত্যর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে।

> **আমার কাছে খবর আছে, যৌন হেনস্তার অভিযোগ ওঠার পর থেকে বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন ব্রাত্য বসু। এতদিন যোগাযোগ করেননি। হয় ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। না হলে পুরা ডাল হি কালা হ্যায়।**
>
> **সুকান্ত মজুমদার**

রাজ্যে পালাবদলের পর প্রায় ৬ মাস অন্তরালে ছিলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। কিন্তু ধর্ষণ সহ একাধিক অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে জিরো এফআইআর দায়ের হতেই শনিবার প্রকাশ্যে আসেন ব্রাত্য। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করে যথার্থ তদন্তের আর্জি জানিয়েছিলেন তিনি। দলবদলের জল্পনা উসকে উঠেছিল ব্রাত্যরই বক্তব্যে। সক্রিয় রাজনীতিতে ফেরার কথা তিনি যেমন নস্যাৎও করেননি তেমনই তৃণমূলেই যে ফিরবেন তেমনটাও স্পষ্ট করেননি। এই প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্য জল্পনা আরও উসকে দিয়েছে। মমতা-তৃণমূলের নেতা বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠলে বিজেপি বাঁচায় নাকি?' বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, 'বাঁচার জন্য এখন অনেকে বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। এঁরা আসলে জঞ্জাল। যত জঞ্জাল সব বিজেপিতে মিশবে।'

সংবিধান দিবস পালনের নির্দেশ

কলকাতা, ২২ নভেম্বর : ২৬ নভেম্বর সংবিধান দিবসকে সামনে রেখে রাজ্যের সব স্কুলে বিশেষ কর্মসূচি পালনের নির্দেশিকা জারি করল স্কুলশিক্ষা দপ্তরের অধীন পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন। ইতিমধ্যেই রাজ্যের প্রতিটি জেলার জেলা শিক্ষা আধিকারিকদের কাছে এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছে। নির্দেশিকা অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার প্রার্থনাসভায় পড়ুয়াদের ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করাতে হবে। পাশাপাশি সংবিধান প্রণয়নে নিজের জেলা বা রাজ্য থেকে গণ-পরিষদে প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যদের ভূমিকা নিয়ে গবেষণা ও সেই সংক্রান্ত বক্তব্য রাখতে পড়ুয়াদের উৎসাহিত করার কথা বলা হয়েছে।

ফের রাজ্যে তসলিমা

কলকাতা, ২২ নভেম্বর : ডিসেম্বরে ফের রাজ্যে আসছেন সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন। এবারের গন্তব্য বীরভূমের সিউড়ি। মাত্র একদিন কলকাতায় থেকেই সেখানে চলে যাবেন তিনি। ১৯ ডিসেম্বর সিউড়িতে একটি বাচিক সংস্থার বার্ষিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেবেন তসলিমা। সেখানে রবীন্দ্র ভবনে নিজের কবিতাও পাঠ করবেন। জানুয়ারি মাসে বইমেলা উপলক্ষ্যে আবার কলকাতায় আসার কথা তাঁর।

জোট জল্পনায় জল ঢাললেন এমএ বেবি

রিমি শীল

কলকাতা, ২২ নভেম্বর : এসআইআরের মাধ্যমে ভোটাধিকার হরণ, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ, নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস সহ বিজেপি বিরোধী একাধিক ইস্যুতে দিল্লিতে একজোট হতে দেখা গিয়েছে বিরোধী জোট ইন্ডিয়াকে। এই রাজ্যেও সমস্ত বিরোধীকে এক হওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছেন মমতা-তৃণমূলের নেতা কুণাল ঘোষ, লিবারেশনের দীপঙ্কর ভট্টাচার্যরা। কিন্তু দিল্লির সেই ছবি বাংলায় দেখা যাবে কি না, তা নিয়েই জল্পনা ছিল। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে জোট জল্পনায় কার্যত জল ঢাললেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি। রবিবার সীতারাম ইয়েচুরি ফাউন্ডেশন আয়োজিত 'সাম্রাজ্যবাদ এবং গণতন্ত্র' নামক আলোচনা সভায় অংশ নেন তিনি। তখনই বঙ্গে সিপিএমের সঙ্গে মমতা-তৃণমূল, কংগ্রেস একজোট প্রসঙ্গে বেবি বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তন হয়েছে। কীভাবে মোকাবিলা করা হবে তা রাজ্যস্তরে আলোচনা করতে হবে।' দিল্লিতে একইমঞ্চে এমএ বেবি ও মমতাকে দেখা গেলেও এই রাজ্যে সেই সম্ভাবনা নেই বলেই ইঙ্গিত দিয়েছেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক।

তবে বিরোধীদের একজোট হওয়ার প্রয়োজন বলে ফের মনে করিয়েছে মমতা-তৃণমূল। তাদের মুখপাত্র বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বিজেপিকে সত্যিই প্রতিরোধ করতে হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম মুখ। তাঁকে ছাড়া সেই আন্দোলন হয় না। সিপিএম, কংগ্রেস যদি লড়াইটা আলাদা ভাবে তাহলে ভোট ভাগ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেটা ভাবতে হবে।' কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, 'জোটের বিষয় নিয়ে এখনও আমাদের দলে কোনও আলোচনা হয়নি। তাই এই নিয়ে এখনই কোনও মন্তব্য করব না।'

এদিন কলকাতার রাস্তার নাম বদল নিয়েও বিজেপিকে আক্রমণ করেন এমএ বেবি। তিনি বলেন,' কলকাতায় লেনিন সরণি সহ বিভিন্ন অ্যাভিনিউ রয়েছে, আমাদের আশঙ্কা, এই নাম পরিবর্তনের জন্য কোনও না কোনও যুক্তি ঠিক খুঁজে বের করবে।'

কুশপুতুল পুড়িয়ে শেষকৃত্য

সামশেরগঞ্জ, ২২ নভেম্বর : কুশপুতুল পুড়িয়েই শেষকৃত্য সম্পন্ন হল সামশেরগঞ্জের বিজেপি কর্মী সুজিত মণ্ডলের। সম্প্রতি ওই বিজেপি কর্মী খুনে অভিযুক্তদের একজন 'পুলিশি এনকাউন্টার'-এ নিহত হয়েছে। ২৮ অগাস্ট নিখোঁজ হন ধুলিয়ানের বাসিন্দা সুজিত। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তদন্তভার হাতে নেয় সিআইডি। ধৃতদের জেরা করে পুলিশ জানতে পারে, বিজেপি কর্মীকে খুনের পর টুকরো টুকরো করে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। তাঁদের বয়ানের ভিত্তিতে ফরাক্কার বল্লারপুর ঘাট সংলগ্ন এলাকা থেকে দেহের একাংশ উদ্ধার করে পুলিশ। শনিবার ডিএনএ পরীক্ষার রিপোর্ট পৌঁছায় পরিবারের কাছে। পুলিশ জানায়, মৃতের পরিবারের এক সদস্যের সঙ্গে মিলে গিয়েছে উদ্ধার করা দেহের নমুনা। তারপরেই এদিন ধুলিয়ান শ্মশানে সুজিতের কুশপুতুলে মুখাগ্নি করে ছয় বছরের ছেলে সিদ্ধার্থ।

গুরুতর অসুস্থ রেখা, আশঙ্কা বিষক্রিয়ার

কলকাতা, ২২ নভেম্বর : আচমকাই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন হিঙ্গলগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক তথা সন্দেশখালি আন্দোলনের অন্যতম মুখ রেখা পাত্র। শনিবার রাত ৯টা নাগাদ হিঙ্গলগঞ্জে নিজের বাড়িতে অসুস্থ বোধ করেন তিনি। প্রথমে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় বসিরহাট সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। কিন্তু শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় রাত ৩টে নাগাদ তাঁকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। আপাতত সেখানেই আইটিইউ-তে ভেন্টিলেশন সাপোর্টে রয়েছেন বিধায়ক। রবিবার সকাল পর্যন্ত তাঁর অবস্থা সংকটজনকই ছিল।

হাসপাতালের রেফারেল কার্ডে পরিবারের দাবি, কীটনাশক পেটে যাওয়াতেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন রেখা। যদিও বিষক্রিয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেননি স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদত মুখোপাধ্যায়। হাসপাতালে বিধায়ককে দেখতে গিয়ে তিনি বলেন, 'বিষক্রিয়ার কোনও প্রমাণ এখনও পাইনি। রাতে খাবার খেয়ে উনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।' তবে আপাতত তাঁকে হাসপাতালে থাকতে হবে। পরিস্থিতির ওপর মুখ্যমন্ত্রী নিজে নজর রাখছেন বলেও জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। জানা গিয়েছে, বসিরহাট হাসপাতালের সিসিইউ-তে প্রায় চার ঘণ্টা রেখার চিকিৎসা চলে। বিষক্রিয়ার আশঙ্কায়

রেখাকে প্রতিষেধক ওষুধ ও ইনজেকশন দেওয়া হয়। নল ঢুকিয়ে পাকস্থলী থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করার চেষ্টা করেন চিকিৎসকরা। বিষের প্রভাব কমাতে দেওয়া হয় অ্যাট্রোপিন ও প্র্যালিডক্সিম। পাশাপাশি বমি, গ্যাসের ওষুধ ও অ্যান্টিবায়োটিকও চালু হয়।

শাসকদলের বিধায়কের সঙ্গে আচমকা এমন একটি ঘটনায় রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে জোর চর্চা। কীভাবে বিধায়কের পেটে বিষ গেল, তা নিয়ে তদন্তের দাবি তুলেছে বিরোধীরা। মমতা-তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, 'ঠিক কী ঘটেছিল হাসপাতালের পক্ষ থেকে নিরপেক্ষভাবে জানিয়ে দেওয়া হোক।'

বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ওঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।' সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'সন্দেশখালিতে তৃণমূল গুন্ডাবাহিনীর হাতে আক্রান্ত হওয়ার পর রেখার পাশে দাঁড়িয়ে প্রথম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন বামপন্থী আইনজীবীরা। মতপার্থক্যের ঊর্ধ্বে উঠে একজন অসুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোই প্রকৃত মানবিকতা।' রেখার দ্রুত আরোগ্য কামনা করে তদন্তের দাবিও জানিয়েছেন সিপিএম নেত্রী দীপ্সিতা ধর। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'পুলিশ তদন্ত করে দেখবে। যদি কেউ অপরাধী হয় কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সরকার ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিষয়টি দেখছে।'

বাল্যবিবাহ সহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে পদক্ষেপ শুভেন্দুর

২০৫ কোটির প্যাকেজ কৃষকদের

কলকাতা, ২২ নভেম্বর : আমন ধান কাটার ঠিক মুখেই ঘূর্ণিঝড় 'আকভান'-এর জেরে হওয়া টানা বৃষ্টিতে বড়সড়ো ক্ষতির মুখে পড়েছেন রাজ্যের চাষিরা। দুর্যোগকবলিত সেই কৃষকদের সাহায্য করতে রবিবারের ছুটির দিনেই জরুরি বৈঠক ডেকে ২০৫ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, প্রাথমিক সমীক্ষায় চিহ্নিত ৫ লক্ষ ৭৩ হাজার ক্ষতিগ্রস্ত চাষির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে সরাসরি ক্ষতিপূরণের টাকা ঢুকে যাবে।

রবিবার সচিবালয়ে বসে এই ঘোষণা করার প্রসঙ্গে পূর্বতন তৃণমূল সরকারকে বিঁধতে ছাড়েননি মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কটাক্ষ, 'কাজ করার ইচ্ছে থাকলে কাজ করা যায়। আগের সরকারের আমলে তো সপ্তাহের মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে কাজ হত। এখন তা হয় না। রবিবারেও কাজ হয়। আসলে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। আগে কর্তার ইচ্ছায় কাজ হত না। এখন কর্তার ইচ্ছায় রবিবারেও কাজ হয়।'

নবান্ন সূত্রে জানানো হয়েছে, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর এবং দুই ২৪ পরগনা, মোট ন'টি জেলায় অন্তত ১ লক্ষ ৬০ হাজার হেক্টর জমির ফসল আংশিকভাবে নষ্ট হয়েছে। জমে থাকা জলে সবচেয়ে বেশি মার খেয়েছে আমন ধানের উৎপাদন। এ ছাড়া আলুর বীজ, শাকসবজি, ফুল, কলা ও পেঁপের বাগানও ক্ষতির মুখে পড়েছে। মাঠের জল দ্রুত না নামালে ফসল পচে যাওয়ার আশঙ্কা থাকায় সেচ দপ্তর ও জেলা শাসকদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিডিওদের বিশেষ নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। সোমবার থেকেই সরকারি খরচে পাম্প বসিয়ে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জমি জলমুক্ত করার কাজ শেষ হবে। পাশাপাশি ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ হিসাব পেতে বিস্তারিত সমীক্ষার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

জমির ধরন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের অঙ্কও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেচযুক্ত জমির চাষিরা হেক্টর পিছু ১৭ হাজার টাকা পাবেন, আর এক কাঠা জমি থাকলেও ন্যূনতম ২ হাজার টাকা মিলবে। বৃষ্টিনির্ভর জমির ক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি ৮ হাজার ৫০০ টাকা এবং এক কাঠার মালিকদের জন্য ন্যূনতম ১ হাজার টাকা ধার্য হয়েছে। বহুবর্ষজীবী ফসলের চাষিরা হেক্টর প্রতি পাবেন ২২ হাজার ৫০০ টাকা। এছাড়া যে কোনও কৃষি বা উদ্যান পালনে ব্যবহৃত জমির মালিকরা ন্যূনতম ২ হাজার ৫০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য পাবেন।

নতুন মরশুমের চাষ শুরু করতে ৪৮ হাজার কৃষককে বিনামূল্যে ৫ কোটি টাকার বীজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। এর মধ্যে ২৯ হাজার চাষি পাবেন ধান, তিল, চিনাবাদাম ও গ্রীষ্মকালীন মুগের বীজ এবং বাকি ১৯ হাজার চাষিকে দেওয়া হবে গ্রীষ্মকালীন সবজি বীজের কিট।



রবিবার সচিবালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী।

ঝড়বৃষ্টিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরের ৩৮৫ হেক্টর জমির পানবরজ নষ্ট হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত ৯ হাজার ২৪০ জন পানচাষির জন্য আলাদাভাবে ২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যেখানে প্রতি ইউনিট বরজের জন্য ২ হাজার ৫০০ টাকা মিলবে। এর পাশাপাশি গত ১১ নভেম্বর শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত মালদার গাজল, হবিবপুর ও বামনগোলা ব্লকের ১৯ হাজার কৃষকের হাতে ৮ কোটি ১২ লক্ষ টাকা তুলে দেওয়ার কথাও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

চলচ্চিত্র উৎসবে শূন্য টলিউড

কলকাতা, ২২ নভেম্বর : কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ফের বড়সড়ো ধাক্কা খেল টলিউড! এবারের আসরে ৩০টি ছবির আনুষ্ঠানিক তালিকা প্রকাশ হতেই চক্ষু চড়কগাছ সিনেপ্রেমীদের। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বিভাগে জর্জিয়া, তুরস্ক, ইরান, ফ্রান্স, ব্রাজিল সহ বিশ্বের ১৫টি ছবি জায়গা পেলেও, একটিও টলিউডি ছবি সেখানে ঠাঁই পায়নি।

অবাক করা কাণ্ড হল, সেই অভিজাত বিভাগে একমাত্র বাংলা ছবি হিসেবে ঝান্ডা ওড়ালেন বাংলাদেশের পরিচালক রুবাইয়াত হোসেন! ফ্রান্স ও বাংলাদেশ সহ পাঁচ দেশের যৌথ প্রযোজনায় তৈরি তাঁর 'দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড'-এ অতিথি শিল্পী হিসেবে রয়েছেন আজমেরী হক বাঁধন। সত্যজিৎ রায়ের শহরে ছবির ভারতীয় প্রিমিয়ার নিয়ে উচ্ছ্বসিত রুবাইয়াত অবশ্য টলিউডকে বেশ কড়া খোঁচাই দিয়েছেন। তাঁর সাফ কথা, সত্যজিতের যুগ শেষ, ঋতুপর্ণ ঘোষের পর কলকাতায় আর তেমন ভালো ছবিই হচ্ছে না!

আন্তর্জাতিক বিভাগে ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি নাগাল্যান্ডের খেজা রিও-র ১৬ মিলিমিটারে শুট করা ছবি 'আং', যেখানে মিশনারির আগমনে কন্যাক উপজাতির এক প্রবীণ মোড়লের জীবনসংকট ফুটে উঠেছে। টলিউডের একমাত্র সান্ত্বনা ভারতীয় ভাষা বিভাগে ইন্দ্রাশিস আচার্যের 'গাজনের ধুলোবালি'। ইন্দ্রাশিসের আক্ষেপ থাকলেও জুরির সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন। তবে বিশ্বমঞ্চে টলিউডের এই শূন্য হাত কিন্তু বাংলার সিনেমার বর্তমান মান নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলে দিল।

বাজিমাত বাংলাদেশের



প্রার্থনা।। রবিবার খ্রিস্টানদের বিশেষ ধর্মীয় উৎসবে। সেন্ট জেভিয়ার্সের মাঠে দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়ের তোলা ছবি।

ঋতব্রত-অরূপের বিরুদ্ধে থানায় মমতা-তৃণমূল

কলকাতা, ২২ নভেম্বর : জোড়াফুলের প্রতীক নিয়ে তৃণমূলের দুই শিবিরের সংঘাত এবার পৌঁছলে থানায়। ভুয়ো হলফনামা তৈরির অভিযোগে গণতান্ত্রিক তৃণমূলের দুই নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরূপ রায়ের বিরুদ্ধে কালীঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করল মমতা-তৃণমূল। তাঁদের সঙ্গে নানুর থানার ওসি সঞ্জয় সরকার, সাব-ইনস্পেকটর গোলক ঘোষ সহ কয়েকজন পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ২০ নভেম্বর অভিযোগটি জমা দেন মমতা-তৃণমূলের কোষাধ্যক্ষ শুভাশিস চক্রবর্তী।

অভিযোগ, ২৩ থেকে ২৭ অক্টোবর নানুর থানায় বসে সাধারণ ভোটারদের নামে ভুয়ো হলফনামা তৈরি করা হয়। যাঁদের নামে হলফনামা, তাঁরা কেউ থানায় উপস্থিত ছিলেন না। তাঁদের অনুমতিও নেওয়া হয়নি। এমনকি নোটারির সই জাল করার অভিযোগও উঠেছে। ওই হলফনামায় অরূপ রায়কে নেতা হিসেবে মেনে নেওয়া এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নেত্রী হিসেবে অস্বীকার করার কথা লেখা হয়েছিল বলে দাবি শুভাশিসের। যদিও ঋতব্রতর পালটা হুঁশিয়ারি, 'ডায়মন্ড হারবার থেকে কলকাতায় ফিরে কালীঘাট থানায় এফআইআর করব। এসব হতাশার বহিঃপ্রকাশ।'

গ্রেপ্তারি শূন্যই

কলকাতা, ২২ নভেম্বর : কলকাতা মেডিকেল কলেজে হামলা ও অধ্যক্ষকে ঘেরাওয়ের ঘটনায় একাধিক অভিযুক্তকে নোটিশ পাঠাল পুলিশ। অধ্যক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে এই নোটিশ দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ভাঙচুর ও পাথর ছোড়ার ঘটনায় অভিযুক্তদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় পুলিশ। তবে এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

আইনের ফাঁস এবং পুরুষের দীর্ঘশ্বাস

অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ নভেম্বর : আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সন্তানকে দেখতে না পাওয়ার অভিযোগ, পারিবারিক অশান্তি, মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর ভয় এবং পুলিশের কাছে গিয়ে অপমানিত হওয়ার অভিজ্ঞতা। পুরুষ নিগ্রহের এমনই নানা অভিযোগ সামনে রেখে আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবস উপলক্ষ্যে পথে নামল 'অল বেঙ্গল মেন্স ফোরাম'। ১৯ নভেম্বর এই বিশেষ দিনটি পেরিয়ে এলেও রবিবার রুবি মোড় থেকে গড়িয়াহাট উড়ালপুল পর্যন্ত পদযাত্রায় উঠল পুরুষদের সমান অধিকার ও সামাজিক ন্যায়ের দাবি।

মিছিলে আসা এক তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীর কথায়, তিন বছর ধরে মেয়েকে দেখতে পান না তিনি। কলকাতার বাসিন্দা ওই তরুণের স্ত্রী শিলিগুড়ির বাসিন্দা। প্রেম করে বিয়ে হয়েছিল তাঁদের। অভিযোগ, তিন বছর আগে একরত্তি মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়ি যাওয়ার পর আর ফেরেননি স্ত্রী। এখন শিলিগুড়িতে রয়েছে তাঁদের মেয়ে। আদালতের নির্দেশে বাবার সাক্ষাতের অধিকার থাকলেও তা কার্যকর হচ্ছে না বলে দাবি তাঁর। এই বিচ্ছিন্নতাকেই 'পেরেন্টাল এলিয়েনেশন' বলে উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর কথায়, 'একটা বাচ্চাকে ছোটবেলা থেকে বোঝানো হচ্ছে, তার বাবা তাকে ভালোবাসে না। এই মানসিক নির্যাতনের প্রভাব কতদূর, তা ভাবা দরকার।' এদিনের মিছিলে এরকম অনেক অভিযোগের কথাই তুলে ধরেছেন নির্যাতিত পুরুষরা।



পুরুষ নিগ্রহের একাধিক অভিযোগ তুলে পথে অল বেঙ্গল মেন্স ফোরাম।

অভিযোগ প্রমাণের আগেই পুলিশি হয়রানির কথাও তুলে ধরেছেন সংগঠনের সদস্যরা।

২০২৪ সালে 'জার্নাল অফ বায়োসোশ্যাল সায়েন্স'-এ প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ২০১৫-'১৬ সালের জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী, প্রতি হাজার জন বিবাহিত মহিলার মধ্যে ২৯ জন স্বীকার করেছেন, তাঁরা স্বামীকে শারীরিকভাবে আঘাত করেছেন। আইনজীবী প্রিয়া পোদ্দারের কথায়, '৪৯৮এ, ৩০৭, ৬৯ এবং পকসো আইনের অপব্যবহারের একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছে। পকসো মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির বিধান থাকলেও বহু মামলা বছরের পর বছর ঝুলে থাকে।' বেঙ্গল মেন্স ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা নন্দিনী ভট্টাচার্যের প্রশ্ন, 'দেশে মেয়েদের নিরাপত্তার জন্য যদি কমিশন থাকতে পারে, পুরুষদের জন্য কেন থাকবে না?'

সম্পাদকীয়

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১৮৪ সংখ্যা, সোমবার, ৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩

পুরভোটে জটিলতা

যত দিন যাচ্ছে, তত কলকাতা এবং হাওড়া পুরসভার নির্বাচন নিয়ে জটিলতা বাড়ছে। আইনি জটিলতা এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবেই যে কলকাতা এবং হাওড়া পুরভোট নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু বিষয়টি শুধুমাত্র দুটি পুরসভার ভোটের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিষয়টি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়াই হচ্ছে গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান শর্ত।

যদি ক্রমাগত বাধার কারণে নির্বাচন প্রক্রিয়াটি ব্যাহত হয় তাহলে তা মোটেও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সুস্বাস্থ্যের পরিচায়ক হয় না। কলকাতা পুরসভার বর্তমান ১৪৪টি ওয়ার্ড পুনর্বিন্যস্ত করে রাজ্য সরকার ২০৯টি ওয়ার্ড করতে চাইছে। বর্তমান জনসংখ্যার নিরিখে পুরসভার ওয়ার্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি যে একটি বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত, সে ব্যাপারে সকলেই একমত।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি হলে ওয়ার্ডের সংখ্যা আনুপাতিক হারে বাড়ানো প্রয়োজন নিশ্চয়ই। কিন্তু গোল বেধেছে ওয়ার্ডের পুনর্বিন্যাস পদ্ধতি নিয়ে। বিরোধীদের অভিযোগ, রাজ্য সরকার যে পদ্ধতিতে ওয়ার্ডগুলির পুনর্বিন্যাস ঘটিয়েছে, তা ত্রুটিপূর্ণ এবং এই কাজ করা হয়েছে শাসকদলের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে।

বিরোধী দলগুলির অভিযোগ, রাজ্যের শাসকদল জানে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোট তাদের পক্ষে যাবে না এবং এই কথা মাথায় রেখে ওয়ার্ডের সংখ্যা বৃদ্ধির সময় সুকৌশলে সংখ্যালঘু ভোটারদের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ার সময় বিরোধীদের সঙ্গে কোনও আলোচনা করা হয়নি বলেও অভিযোগ।

আদালতের নির্দেশে ইতিমধ্যে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের জটিলতার নিরসন না হওয়া ইস্তক পুরভোট স্থগিত করা হয়েছে। এমতাবস্থায় শাসক এবং বিরোধী দল- উভয়ে উভয়ের বিরুদ্ধে পুরভোট বানচাল করার চেষ্টার অভিযোগ এনেছে।

এই অভিযোগ এবং পালটা অভিযোগের মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে গণতন্ত্রের মূল সুরটি। বিজেপি ছয় মাস আগে বিপুল জনাদেশ নিয়ে এই রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে। কাজেই পুরভোট করানোর তাগিদ তাদের বেশি থাকা স্বাভাবিক। ডিলিমিটেশনে সমস্যা থাকলে তা সমাধানের দায়িত্বও মূলত শাসকদলের।

যদি তারা মনে করে, এই মুহূর্তে জনসংখ্যার নিরিখে ওয়ার্ডের পুনর্বিন্যাস ঘটানো প্রয়োজন তাহলে সমস্ত বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনায় বসে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে এই সমস্যার সৃষ্টিই হত না। কিন্তু তারা সে পথে না হেঁটে বিরোধিতার পথকে উপযুক্ত বলে মনে করেছে। সমস্যা আরও জটিল হয়েছে যখন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছেন, ভোট না হলে ২০৯টি পুনর্বিন্যস্ত ওয়ার্ডে তাঁর দলের কাউকে সমন্বয়কারী হিসেবে বসিয়ে দেওয়া হবে।

তাঁর এই ঘোষণার পর রাজ্যজুড়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিরোধী নেতৃত্বের অভিযোগ, সরকার অগণতান্ত্রিকভাবে পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র করছে। এই অনভিপ্রেত বিতর্ক উত্থাপিতই হত না, যদি রাজ্য সরকার বিরোধীদের সঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রটি খুলে দিত। তা না করে রাজ্য সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা নানা অহেতুক মন্তব্য করে বিতর্কে ইন্ধন জোগাচ্ছেন।

এই ঘটনায় বিরোধীরা আরও একটি বড় অভিযোগ তোলার সুযোগ পাচ্ছে যে, রাজ্য সরকার পুরভোটে নিজেদের জয় সম্পর্ক নিশ্চিত নয় বলেই নির্বাচন না করে ক্ষমতা দখলের প্রয়াস চালাচ্ছে। পূর্বের তৃণমূল সরকার যখন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ নির্বাচন করাতে অনাগ্রহী ছিল, তখন তাদের বিরুদ্ধেও অনুরূপ অভিযোগ উঠেছিল। তদানীন্তন সরকারের বিরুদ্ধেও অভিযোগ ছিল, বহু এলাকায় পুরভোট নির্ধারিত সময়ে করানো হয়নি, বহু গ্রাম পঞ্চায়েত পেশির জোরে দখল করে রাখা হয়েছিল।

সে সরকারের পতন ঘটেছে। নতুন সরকার গঠিত হওয়ার ছ'মাসের মধ্যে পুর নির্বাচন হয়ে গেলে বিভিন্ন পুর সমস্যা সমাধানের পথ খুলে যেত। গণতান্ত্রিক রীতিটিও বজায় থাকত। বিপরীতে পুরভোট নিয়ে জটিলতা বৃদ্ধির মধ্যে শাসকদলের দ্বিধা প্রকট হচ্ছে। সেটা বাঞ্ছনীয় নয়। নবগঠিত সরকার যদি পুর নির্বাচন করানোয় দ্বিধান্বিত হয় এবং প্রতি ওয়ার্ডে দলীয় কর্মীকে সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করার দায়িত্ব অর্পণ করে, তাহলে তা গণতন্ত্রের কাঠামোয় আঘাত হানার সমতুল হবে।

অমৃতধারা

বোধ থেকে মহাবোধে, সমাধি থেকে গভীর সমাধিতে, জ্ঞান থেকে বিজ্ঞানেই আমাদের যাত্রা শেষ হবে। জীবনটাই যেন হয়ে ওঠে এক পবিত্র মহাপীঠ, যে জীবনের স্পর্শে হাজার-হাজার আগামী জীবন প্রাণলাভ করবে। কোন কিছুই ফেলনা নয়। ফেলাও যায় না। যা কিছুই ঘটুক, জানবে তার সাথেই তিনি। ঘটনা বাদ দিলে-তিনিই থাকেন। আত্মচিন্তা ছাড়বে না। ওর মধ্যেই আত্মা আছে। গুরুকে যে ভগবান বলে বুঝতে পারে, তার জ্ঞান হবেই। গুরু স্বয়ং ভগবান। তিনি সবার গুরু। গুরুকে সসম্মানে রাখা কিন্তু শিষ্যের দায়িত্ব। জীব কে? চিন্তার ওঠানামাই জীবের জীবত্ব। চাই এর হাত থেকে পরিত্রাণ। চিন্তার সাহায্য নিয়ে চিন্তার ওপারে যাওয়া সম্ভব। চেষ্টা করলেই সম্ভব। তোমার চেষ্টাই গুরুকৃপা।

-ভগবান

পঞ্চাশ কোটির উত্তরণ ও আগামীর সংকল্প

নাগাল্যান্ডের দুর্গম পাহাড় থেকে বাংলার মফসসল— সাময়িক ত্রাণের পুরোনো ছক ভেঙে দিয়ে গত এক দশকে কীভাবে প্রায় পঞ্চাশ কোটি মানুষকে দারিদ্র্যের অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনল ভারত, তারই এক প্রত্যক্ষ খতিয়ান।

নির্মলা সীতারামন



বছরখানেক আগে নাগাল্যান্ডের দুর্গম পাহাড়ি জেলা কিফিরে গিয়েছিলাম। দেশের অন্যতম উন্নয়ন-আকাঙ্ক্ষী জেলা হিসেবে পরিচিত এই প্রান্তিক জনপদে স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনজাতিভুক্ত মহিলাদের সঙ্গে বেশ খানিকক্ষণ আড্ডা দেওয়ার সুযোগ হয়। সেই ভিড়েই আলাপ হয়েছিল এস্থারের সঙ্গে। এস্থার আজ একজন 'লাখপতি দিদি'। চোখভরা গর্ব নিয়ে তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন, তাঁর তৈরি বাজরাভিত্তিক খাদ্যপণ্য এখন আর শুধু স্থানীয় হাটে সীমাবদ্ধ নেই। অনলাইনের দৌলতে নাগাল্যান্ডের সীমানা পেরিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে দেশের দূরদূরান্তের ক্রেতাদের হাতে। আগামীর প্রতি তাঁদের সেই অটুট আত্মবিশ্বাস আজও আমার মনে গেঁথে রয়েছে। সেদিন তাঁদের বলেছিলাম, স্বপ্নটাকে আরও বড় করতে হবে। এবার লক্ষ্য হোক 'কোটিপতি দিদি' হয়ে ওঠা। ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা দীর্ঘদিন যে অঞ্চলগুলির সম্ভাবনাকে আটকে রেখেছিল, আজ সেখানেও নতুন করে বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ডালপালা মেলছে।

গত মাসে বিশ্বব্যাংক যখন ভারতের দারিদ্র্য ও সমতা বিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশ করল, তখন সবার আগে আমার মনে পড়ে গেল কিফিরের সেই সকালটার কথা। প্রতিবেদনের হিসাব বলছে, ২০১১ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাংকের নিধারিত দৈনিক ৪.২০ ডলারের দারিদ্র্যসীমার ওপরে উঠে এসেছেন ভারতের প্রায় ৫০ কোটি মানুষ। চরম দারিদ্র্য আজ নির্মূল হওয়ার পথে। কাগজের পাতায় ছাপা এই পরিসংখ্যান আমার কাছে নিছক কোনও সংখ্যা নয়। এ হল সেই বদলেরই স্বীকৃতি, যা দেশের সুদূর প্রান্তে ঘুরে আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি।

অথচ ছবিটা চিরকাল এমন ছিল না। স্বাধীনতার পর ছয় দশকেরও বেশি সময় কেটে গিয়েছে, তবু ব্যাপক দারিদ্র্য দূর করার প্রতিশ্রুতি অধরাই রয়ে গিয়েছিল। এমনকি ২০১০-এর দশকের গোড়াতেও বিদেশের চোখে ভারত ছিল চরম অভাব-অনটনের এক ছবি। যেখানে ন্যূনতম শৌচাগার, পুষ্টি, ধোঁয়ামুক্ত রান্নার জ্বালানি কিংবা ব্যাংকিং পরিষেবাটুকুও ছিল কোটি কোটি মানুষের নাগালের বাইরে। বহু বছর ধরে একটা বাঁধাধরা ধারণা চালু ছিল যে, গরিব মানুষের হাতে সাময়িক কিছু নগদ অর্থ তুলে দিলেই বোধহয় দারিদ্র্য মিটে যাবে।

গত এক দশকে আমরা সেই গোটা ভাবনাটাই আমূল বদলে দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারত এক বড়সড়ো পালাবদলের সাক্ষী হয়েছে। সাময়িক ত্রাণ বা খয়রাতির সহজ রাস্তা না ধরে আমরা জোর দিয়েছি সেইসব বাধা সরানোর ওপর, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম মানুষকে দারিদ্র্যের মধ্যে আটকে রেখেছে। 'অন্ত্যোদয়', অর্থাৎ সারির একেবারে শেষ প্রান্তে থাকা মানুষটির কল্যাণের আদর্শকে সামনে রেখে আমাদের সরকার কঠিন পথটাই বেছে নিয়েছে। লক্ষ্য, উন্নয়নের সুফল যেন পৌঁছায় ঠিক সেই পরিবারগুলির কাছে, যাদের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি।

আসলে দারিদ্র্য মানে তো কেবল পকেটে রোজগার কম থাকা নয়। যে পরিবারের মাথার ওপর মজবুত ছাদ নেই, ঘরে নল থেকে নিরাপদ পানীয় জল আসে না, বাড়িতে শৌচাগার কিংবা চিকিৎসার নিশ্চয়তা নেই, তাদের আয় কিছুটা বাড়লেও ঝুঁকি কাটে না। পরিবারের কারও একটি বড় অসুখই নিমেষে সারাজীবনের সঞ্চয় শেষ করে দিয়ে গোটা পরিবারকে ফের দারিদ্র্যের গহ্বরে ঠেলে দিতে পারে। তাই আমাদের সরকার প্রতিটি পদক্ষেপ সাজিয়েছে লক্ষ্যভিত্তিক ও প্রয়োজনমাফিকভাবে, যার ফল হাতেকলমে মাপা যায়। এর পিছনে কোনও অলৌকিক কৌশল নেই। প্রকৃত অভাবী মানুষটিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা, তাঁর কাছে যথাসময়ে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া এবং শেষ পরিবারটি পর্যন্ত সেই পরিষেবা পৌঁছানো নিশ্চিত করা— এই নিরলস পরিশ্রমটাই আসল। প্রধানমন্ত্রী মোদি নিজে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিটি প্রকল্পের কাজ নজরদারি করেছেন। কোথাও সমস্যা তৈরি হলে হস্তক্ষেপ করে তার সমাধান করেছেন। পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার পুরো প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তির ব্যবহারেও জোর দিয়েছেন। তাঁর এই নিরবচ্ছিন্ন তদারকিই সরকারি নীতিকে মানুষের জীবনে দৃশ্যমান পরিবর্তনে রূপান্তরিত করেছে।

অসুস্থতা আর প্রতিদিন দূর থেকে জল বয়ে আনার ক্লান্তি যদি কোনও পরিবারকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখে, তবে সেই পরিবার কখনোই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। স্বাস্থ্য আর মর্যাদার শুরুটা তাই ঘর থেকেই হতে হয়। 'স্বচ্ছ ভারত' অভিযানে বাড়িতে বাড়িতে শৌচাগার তৈরি হওয়ায় শুধু স্বাস্থ্যবিধিরই উন্নতি হয়নি, একটি গবেষণার অনুমান অনুযায়ী, এর ফলে প্রতি বছর আনুমানিক ৬০ থেকে ৭০ হাজার শিশুর মৃত্যুও এড়ানো সম্ভব হয়েছে। 'জল জীবন মিশন'-এর হাত ধরে গ্রামে নলবাহিত পানীয় জলের সংযোগ ২০১৯ সালের প্রায় ৩.২৩ কোটি পরিবার থেকে বেড়ে এখন প্রায় ১৬ কোটি পরিবারে পৌঁছেছে। এর ফলে পরিবারের মহিলাদের প্রতিদিন জল আনতে মাইলের পর মাইল হাঁটার কষ্ট কমেছে। কমেছে জলবাহিত রোগের ঝুঁকিও।

এর সঙ্গে 'উজ্জ্বলা যোজনা' রান্নাঘরে ধোঁয়ামুক্ত জ্বালানির সুযোগ তৈরি করেছে। 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা' দিয়েছে পাকাবাড়ির নিরাপত্তা ও সম্মান। আর 'আয়ুষ্মান ভারত' যোগ্য পরিবারগুলিকে নগদহীন চিকিৎসার সুবিধা দিয়ে হাসপাতালের বিপুল খরচের দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই দিয়েছে। এই সবক'টি উদ্যোগ একসঙ্গে একটি শক্তপোক্ত সুরক্ষাকবচের মতো কাজ করছে, যাতে কোনও আকস্মিক বিপদ পরিবারগুলিকে ফের পথে বসাতে না পারে। এতে সংসারের বাড়তি খরচ যেমন কমেছে, তেমনই মানুষের হাতে উপার্জনের কাজে লাগানোর মতো বাড়তি সময় এসেছে।

সুরক্ষার এই জাল পরিবারগুলিকে তলিয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচায় ঠিকই, কিন্তু উন্নতির সিঁড়ি ভাঙতে গেলে চাই রোজগারের সুযোগ। কোটি কোটি ভারতবাসীর কাছে সেই যাত্রা শুরু হয়েছিল সামান্য একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দিয়ে। একসময় এ দেশে যেন ধরেই নেওয়া হয়েছিল, সরকারি কোষাগার থেকে বরাদ্দ প্রতি এক টাকার মধ্যে মাত্র ১৫ পয়সা প্রকৃত প্রাপকের হাতে পৌঁছায়। প্রযুক্তিনির্ভর 'প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তর' ব্যবস্থা সেই পুরোনো ছবিটা অনেকটাই পালটে দিয়েছে। ৫৯ কোটিরও বেশি 'জন-ধন' অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এখন মধ্যস্বত্বভোগীর ভূমিকা এড়িয়ে সরকারি সহায়তা সরাসরি পৌঁছে যাচ্ছে প্রাপকের হাতে। একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট শুধু সঞ্চয়ের নিরাপদ ঠিকানাই দেয় না, তৈরি করে আর্থিক লেনদেনের নির্ভরযোগ্য নথিও। এর ফলে আনুষ্ঠানিক ঋণ পাওয়ার পথ খুলে যায়। যাঁদের বন্ধক রাখার মতো কোনও সম্পত্তি নেই, তাঁদের কাছে জীবনের প্রথম ঋণটাই হয়ে উঠতে পারে ভাগ্য বদলের চাবিকাঠি।

মাসদুয়েক আগে 'মুদ্রা' প্রকল্পের উপভোক্তাদের সঙ্গে কথা বলার সময় আমার আলাপ হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের সুস্মিতা ঘড়াইয়ের সঙ্গে। অতিমারির সময় বাবাকে হারানোর পর তাঁদের পারিবারিক ছাপাখানাটি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। জামানত রাখার মতো এক ছটাক জমি বা এক রত্তি সোনাও তাঁর ছিল না। তবু হার মানেননি সুস্মিতা। 'মুদ্রা' প্রকল্পের জামানতহীন ঋণকে সম্বল করে ফের চালু করেছেন ব্যবসা। আজ তাঁর ছাপাখানায় আটজন কর্মী কাজ করেন, যা শুরুর দিনের তুলনায় ঠিক দ্বিগুণ। এখন তিনি আধুনিক ডিজিটাল মুদ্রণের দিকে ব্যবসা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করছেন। তাঁর এই ঘুরে দাঁড়ানোর অদম্য জেদ আমাকে গভীরভাবে ছুঁয়ে গিয়েছে। সুস্মিতার এই কাহিনী দেশের সেই অগণিত তরুণ-তরুণীর প্রতিচ্ছবি, যাঁদের স্বপ্ন তাঁদের আর্থিক সামর্থ্যের চেয়ে অনেক বড়। 'মুদ্রা' প্রকল্পে এ পর্যন্ত ৬০ কোটিরও বেশি ঋণ মঞ্জুর হয়েছে, যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই পেয়েছেন মহিলা উদ্যোক্তারা। পাশাপাশি, 'পিএম স্বনিধি' ও 'পিএম বিশ্বকর্মা' প্রকল্প রাস্তার হকার এবং বংশপরম্পরায় কাজ করে আসা কারিগরদের পাশে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের দেশের এই অর্থনৈতিক রূপান্তরের সামনের সারিতে রয়েছেন মহিলারাই। গ্রামীণ ভারতের দশ কোটিরও বেশি মহিলা আজ বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত। গ্রামীণ জীবিকা মিশনের মতো কর্মসূচির হাত ধরে এই গোষ্ঠীগুলি এখন সঞ্চয়, দক্ষতা বৃদ্ধি, ঋণ সহায়তা এবং উদ্যোগ গড়ে তোলার শক্তিশালী মঞ্চ হয়ে উঠেছে। তিন কোটি ৭৬ লক্ষেরও বেশি মহিলা ইতিমধ্যেই 'লাখপতি দিদি' হয়েছেন। অর্থাৎ, তাঁদের পরিবারের বার্ষিক আয় অন্তত এক লক্ষ টাকা। কেউ কেউ আরও বড় উদ্যোগ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছেন। 'নমো ড্রোন দিদি' হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়ে গ্রামের মহিলারা এখন ড্রোন উড়িয়ে চাষের জমিতে সার ও কীটনাশক ছড়ানোর মতো আধুনিক পরিষেবা দিচ্ছেন। একসময় যাঁরা আর্থিক সুযোগের বৃত্তের বাইরে ছিলেন, সেই মহিলারাই আজ নিজেদের উদ্যোগ গড়ছেন, অন্যদের জীবিকার পথও খুলে দিচ্ছেন।

বহু প্রজন্ম ধরে আমরা ধরে নিয়েছিলাম, দারিদ্র্যকে হয়তো সামাল দেওয়া যায়, কিন্তু ভারত থেকে কখনও পুরোপুরি মুছে ফেলা সম্ভব নয়। দশ বছর আগে যা অকল্পনীয় মনে হত, নিরলস চেষ্টায় আজ তা অনেকটাই বাস্তব হয়েছে। তবু এখনই হাত গুটিয়ে বিশ্রাম নেওয়ার সময় নয়। ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ে তোলার পথে এখনও বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। পরবর্তী ধাপে আমাদের লক্ষ্য দুটো। সমাজের একেবারে নীচের স্তরে থাকা বাকি মানুষকে দারিদ্র্য থেকে তুলে আনা এবং যাঁরা ইতিমধ্যেই দারিদ্র্যসীমা পার করেছেন, তাঁরা যেন কোনও ধাক্কায় ফের পিছিয়ে না পড়েন, তা নিশ্চিত করা। সুরক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি এখন প্রয়োজন অর্থায়ন, বাজার এবং ডিজিটাল অর্থনীতির আরও বড় পরিসরে প্রবেশাধিকার। শিক্ষা ও শিল্পজগতের মধ্যে দূরত্ব ঘোচাতে কর্মসংস্থানভিত্তিক প্রণোদনা ও শিক্ষানবিশি কর্মসূচির পাশাপাশি দেশজুড়ে পরিকাঠামোয় জোরালো বিনিয়োগের মাধ্যমে গড়ে উঠছে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। উন্নতির সুযোগ কখনোই মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না।

প্রধানমন্ত্রী যেমন বলেছেন, স্বাধীনতার লড়াইয়ের মতোই 'বিকশিত ভারত' এমন এক অঙ্গীকার, যার প্রতিফলন থাকা উচিত প্রতিটি ভারতবাসীর দৈনন্দিন জীবনে। ছয় দশক ধরে যা অধরা ছিল, গত দশ বছরে তা অর্জন করার পর আজ আমরা অনেক বেশি আত্মবিশ্বাস নিয়ে পরবর্তী কুড়ি বছরের পথে পা বাড়াতে পারি। একশো চল্লিশ কোটিরও বেশি ভারতবাসীর দৃঢ় সংকল্প সঙ্গে থাকলে ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত'-এর স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেওয়া সম্ভব। আমরা সবাই মিলেই সেই লক্ষ্যে পৌঁছাব।

(লেখক কেন্দ্রীয় অর্থ এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী)

> দারিদ্র্য মানে কেবল আয় কমে যাওয়া নয়, মৌলিক পরিষেবার অভাবও মানুষকে পিছিয়ে দেয়। শৌচাগার, পানীয় জল, পাকাবাড়ি আর নগদহীন চিকিৎসার সুরক্ষাকবচের পাশাপাশি জন-ধন ও মুদ্রা ঋণ আজ সাধারণ মানুষের হাতে উপার্জনের চাবিকাঠি তুলে দিয়েছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা এখন এই বদলের মুখ। ছয় দশকের জড়তা কাটিয়ে ২০৪৭-এর বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে এবার আরও আত্মবিশ্বাসী পা ফেলছে দেশ।



'নমো ড্রোন দিদি'। - ফাইল চিত্র

আজ

১৯৩৭



বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯৩০



আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সংগীতশিল্পী গীতা দত্ত।

আলোচিত



চিরকালীন পড়শিজনে/'হিন্দু' হবার মাসুল দিক।/তোমার ধর্ম এই কি শেখায়?/পাশের ঘরে আগুন দাও?/আজ পোড়ে ভাত, কাল যে কে খায়.../পুড়বে তোমার উঠোনটাও।/সেদিন তোমায় কে বাঁচাবে?/পড়শি তোমার আগেই শেষ।/যে যেখানে সংখ্যালঘু/তার সেখানে জীবন শেষ/ চোখ বুজে আজ পাশ ফেরো ঘুম —/জ্বলছে জ্বলুক বাংলাদেশ!

- শ্রীজাত

ভাইরাল/১



মথুরা চতুর্বেদ পরিষদের 'কংস বধ' মেলায় ট্যাবলো বেরিয়ে ছিল। সেখানে বাগেশ্বর ধামের ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রীকে কংস হিসেবে দেখানো হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বাগেশ্বর বাবা-রূপী কংসকে বধ করতে দেখা যাচ্ছে। ভাইরাল বাবার 'কংস লুক'।

ভাইরাল/২



ভোটের আগে রাজস্থানের টঙ্ক জেলার একটি গ্রামে ৫০টি স্ট্রিটলাইট লাগিয়েছিলেন সেখানকার বিধায়কের পিএ'র স্ত্রী। কিন্তু পঞ্চায়েত ভোটে হারের পরপরই বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা স্ট্রিটলাইটগুলি খুলে নিয়ে যান। ঘটনায় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা।

জনমন জনমত

নিয়ন্ত্রণহীন পণ্য পরিবহণ

বেশ কয়েক বছর ধরেই উত্তরবঙ্গের চালচিত্রে একটা জায়গা করে নিয়েছে ভটভটি বা ভুটভুটি নামের পণ্য পরিবহণের তিন চাকাবিশিষ্ট গাড়ি। মোটরচালিত ডালাহীন সমতল গাড়িটিতে স্টিয়ারিং হাতে চালক দিব্যি লাইসেন্স ছাড়াই তিন থেকে চার টন ভারী পণ্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন। জাতীয় সড়ক ও রাজ্য সড়কের ওপর দিয়ে চলাচল করলেও এই গাড়িগুলোর ক্ষেত্রে কোনও রাজস্ব দিতে হয় না এবং চালকদের কোনও লাইসেন্সেরও প্রয়োজন হয় না। এতে পরিবহণ করা সামগ্রীর মধ্যে লোহার রড, সিমেন্ট, ধান, ভুট্টা, বাঁশ সবই রয়েছে।

অন্যদিকে, পিকআপ বা পণ্য পরিবহণে ব্যবহৃত ছোট হাতি নামক গাড়িগুলির ক্ষেত্রে সরকারকে মোটা অঙ্কের বার্ষিক বাণিজ্য কর দিতে হয়। এছাড়া এইসব গাড়ির চালকদের লাইসেন্স থাকা আবশ্যিক এবং রাজ্য সরকারের পরিবহণ সংক্রান্ত বিধিনিষেধও এদের মানতে হয়। কিন্তু খরচ কম হওয়ায় বিভিন্ন ব্যবসায়ী বা প্রতিষ্ঠান পণ্য পরিবহণের জন্য ভুটভুটিকেই বেছে নেয়। কারণ, সরকারি রাজস্ব মেটানো বা আইনকানুন মেনে চলার বিষয়ে এইসব গাড়ির চালকদের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।

পরিবহণমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ, ভুটভুটি নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হোক এবং সরকারি রাজস্ব খাতে এদের থেকে নির্ধারিত অর্থ সংগ্রহ করা হোক। কারণ, একই রাজ্যে পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে কোনও বিশেষ শ্রেণির গাড়ি বাড়তি সুবিধা পাবে, তা কখনোই কাম্য নয়।

সঞ্জীব বাগচী, আশ্রমপাড়া, ইসলামপুর।

শব্দ-যন্ত্রণা

বর্তমানে শিলিগুড়ি শহরে বহু নামীদামি প্রাইভেট স্কুল স্থাপিত হয়েছে। প্রত্যেক স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা দিতে বাস সার্ভিস দিয়ে থাকে। এইসব বাসের সংখ্যা প্রচুর। এগুলি প্রত্যেক পাড়ার অলিগলিতে ঢুকে যানজট তৈরি করছে এবং সেইসঙ্গে ব্যাপকভাবে উচ্চগ্রামে প্রেশার বা এয়ার হর্ন ব্যবহার করে পাড়ার শান্তি বিঘ্নিত করছে। এতে আমরা প্রত্যেকেই ক্রমে শ্রবণশক্তি হারাতে বসেছি। সত্যিই কী বাসের এই শব্দ বন্ধ করা সম্ভব নয়? সিএমভিআর অ্যাক্ট, ১৯৮৯-এর ১১৯ ধারার কার্যকারিতা কি অপ্রয়োজনীয়? কতদিন আমরা এর শিকার হতে থাকব? এ ব্যাপারে বিধায়ক তথা পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করছি।

দেবাশিস কুণ্ডু, দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

–ঃ ঠিকানা ঃ–
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই–মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

ভাইস সিটির সঙ্গে শৈশবের দিনগুলি

জিটিএ সিক্সের মুক্তিতে অনেকের মনে ফিরে এসেছে গেমিং পার্লারের সেই পুরোনো দিনগুলির স্মৃতি।

শুভ্রজ্যোতি দত্ত



পার্লারের কাউন্টারে রাখা ঘড়িটার দিকে বারবার চোখ চলে যেত। এক ঘণ্টার ভাড়া দেওয়া হয়েছে, অথচ খেলাটা তখন সবে জমেছে। পাশে বসা বন্ধু বলছে, 'আর পাঁচ মিনিট।' কাউন্টারের লোকটি সহজে পাঁচ মিনিট বাড়তি দেওয়ার নন। পর্দায় গাড়ি ছুটছে, পেছনে পুলিশের গাড়ি, আর বাইরে বিকেলের আলো ক্রমশ কমে আসছে। ঘরের কোণে ফ্যান ঘুরছে, কিন্তু সেদিকে কারও নজর নেই। চোখ আটকে আছে মনিটরে। কিবোর্ডে দ্রুত আঙুল চালানো, মাউস ঘোরানো, হঠাৎ হেরে গিয়ে আবার শুরু করা, এসবের মধ্যেই কেটে যেত বিকেল। খেলতে খেলতে সময় ফুরিয়ে গেলে মন চাইত আরও একটু বসতে। কিন্তু তার জন্য আবার পকেট থেকে টাকা বের করতে হবে।

নব্বইয়ের দশকের শেষ থেকে দু'হাজারের দশকের শুরুর দিকে বড় হওয়া অনেকের কাছে গেমিং পার্লার ছিল বিকেল কাটানোর আলাদা জায়গা। বাড়িতে কম্পিউটার না থাকলেও কয়েকটি টাকা জোগাড় করে সেখানে যাওয়া যেত। একজন খেলত, দুজন পাশে দাঁড়িয়ে দেখত। কেউ মাঝপথে পরামর্শ দিত, কেউ আবার নিজের পালার অপেক্ষা করত। সময় শেষ হলে জায়গা বদলাত, কিন্তু আড্ডা চলত। কেউ হয়তো সেদিন খেলতে পারেনি, তবু বন্ধুদের সঙ্গে বসে পুরো সময়টা কাটিয়ে দিত। বাড়ি ফেরার পথেও আলোচনা থামত না। কোন গাড়ি নিয়ে কত দূর যাওয়া গেল, কোথায় পুলিশ আটকাল, কোন মিশন শেষ করা গেল না, সেইসব নিয়েই চলত কথা। খেলাটা একজন খেললেও আনন্দটা ভাগ করে নিত সকলে।

গ্র্যান্ড থেফট অটোর (জিটিএ) প্রতিটি নতুন পর্ব সেই অভিজ্ঞতায় যোগ করেছে নতুন কিছু। ২০০১ সালে প্রকাশিত তৃতীয় পর্বে প্রথমবার সিরিজের খেলোয়াড়েরা ত্রিমাত্রিক শহরে ঘোরার সুযোগ পান। পরের বছর ভাইস সিটির নিয়ন আলো, সমুদ্রপাড় আর আশির দশকের গান আলাদা এক আবহ তৈরি করে। ২০০৪ সালের সান আন্দ্রেয়াসে শহরের পাশাপাশি গ্রাম, খোলা প্রান্তর ও মহাসড়কও আসে খেলার পরিসরে।

শা'র সমালোচনা

ইটানগর, ২২ নভেম্বর : অরুণাচলপ্রদেশের উন্নয়নের দিকে কংগ্রেস কখনও নজর দেয়নি বলে অভিযোগ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। ক্ষমতায় থাকার সময় রাজ্যকে পর্যাপ্ত আর্থিক সাহায্যও করেনি বলে জানান তিনি। রবিবার শা বলেন, '২০০৪ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত ইউপিএ সরকারের আমলে অরুণাচলকে ৩৩,৫৩০ কোটি টাকা দিয়েছিল তারা। কিন্তু এনডিএ জমানায় গত ১২ বছরে রাজ্যকে আর্থিক সাহায্য বাবদ দেওয়া হয়েছে ১.৬৪ লক্ষ কোটি টাকা। এই পরিসংখ্যানই বুঝিয়ে দিচ্ছে, নরেন্দ্র মোদির সরকার অরুণাচল এবং গোটা উত্তর-পূর্বের উন্নয়নের জন্য বদ্ধপরিকর। অরুণাচলের বাজেট ১২ হাজার কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৩৬ হাজার কোটি টাকা হয়েছে।' ভাইব্রান্ট ভিলেজ প্রোগ্রামের সাফল্য তুলে ধরে শা জানান, প্রধানমন্ত্রী সীমান্তবর্তী গ্রামগুলি সম্পর্কে ধারণাই বদলে দিয়েছেন। সর্বশেষের বদলে দেশের প্রথম গ্রামে রূপান্তরিত করেছেন তিনি। শা জানান, উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন শুধু যে পরিকাঠামো এবং আর্থিক বিকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, সাংস্কৃতিক পরম্পরাগুলি সংরক্ষণ করা এবং স্থানীয় লোকজনের জন্য নতুন সুযোগ তৈরির সঙ্গেও জড়িত।

রাশিয়ায় নিখোঁজ অসমের তরুণ

গুয়াহাটি, ২২ নভেম্বর : আজারবাইজানে চাকরির প্রতিশ্রুতি পেয়ে বাড়ি ছেড়েছিলেন অসমের কাছাড় জেলার তুলারগ্রাম পার্ট-১-এর বাসিন্দা আব্দুল মুক্তাদির লস্কর ওরফে মুন্না। কিন্তু কয়েক মাস তাঁর খোঁজ নেই। পরিবারের আশঙ্কা, তাঁকে রুশ সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ময়দানে পাঠানো হয়েছে।

১৪ জুলাই মুম্বই থেকে বাকু হয়ে মস্কো যাওয়ার টিকিট কাটা হয়েছিল তাঁর নামে। ৩০ জুলাই ফেরার টিকিট থাকলেও তিনি দেশে ফিরেছেন কি না তা অজানা। সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে কয়েকজন বিদেশির সঙ্গে রুশ সেনার পোশাকে মুক্তাদিরের ছবি দেখে উদবিগ্ন পরিবার। স্ত্রী সালমা জানান, গত ২৬ অগাস্ট স্বামীর সঙ্গে তাঁর শেষবার কথা হয়েছিল। মুক্তাদিরকে খুঁজে বের করে নিরাপদে দেশে ফেরাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার হস্তক্ষেপ দাবি করেছে পরিবার।

দম্পতিকে গুলি

টরন্টো, ২২ নভেম্বর : কানাডার সারি এলাকায় ওয়ালমার্ট সুপার স্টোরের বাইরে প্রকাশ্যে সুখজিৎ কৌর (২৪) ও গগনপ্রীত রেহাল (২৩) নামে এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত দম্পতিকে গুলি করে খুন করেছে দুষ্কৃতীরা। গত ১৫ নভেম্বরের খুনের তদন্ত শুরু করেছে কানাডা পুলিশ।

দুর্ঘটনায় মৃত ৭

আহমেদাবাদ, ২২ নভেম্বর : গুজরাটের কচ্ছে ভ্রমণ সেরে ফেরার পথে ট্রাক ও যাত্রীবাহী গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে উত্তরপ্রদেশের এক সেনা পরিবারের তিন শিশু সহ মোট সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছেন।





বরফের চাদরে ঢেকেছে গোটা এলাকা। রবিবার রোটাং পাসে পর্যটকদের ভিড়। নীচে যমুনা নদীতে নৌকাবিহার। ররিবার নয়াদিল্লিতে।

নীতীশ সেতুতে তাণ্ডব আরজেডির

পাটনা, ২২ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উদ্বোধন করার পর ২৪ ঘণ্টাও কাটল না। বৈশালীতে নির্মিত ৬ লেনের নীতীশ সেতুতে রবিবার কার্যত তাণ্ডব চালাল আরজেডির কর্মী, সমর্থকরা। যা ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক কাদা ছোড়াছুড়ি। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একাধিক ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, আরজেডি কর্মী, সমর্থকরা সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীর

নিন্দা বিজেপির

ছবি দেওয়া পোস্টার ছিড়ছেন, বিজেপির পতাকা টেনে রাস্তায় ফেলছেন, তাতে লাথি মারছেন। যে পুলিশকর্মীরা সেতুর নিরাপত্তার দায়িত্বে মোতায়েন ছিলেন তাঁদেরও অসহায়ের মতো হাঁটতে দেখা যায়।

প্রায় ৪০ মিনিট ধরে আরজেডির তাণ্ডব চলে নীতীশ সেতুতে। এই ঘটনায় আরজেডির সমালোচনা করেছে বিজেপি। দলের মুখপাত্র নীরজ কুমার শর্মা বলেন, 'সরকার যখন উন্নয়নের কাজ করছে তখন আরজেডি সেই উন্নয়নযজ্ঞে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। গোলমাল পাকাচ্ছে। বিহারের মানুষ সেতু চান। উন্নতি চান। পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে রাজনীতি নয়।' জবাবে আরজেডি সাংসদ সুধাকর সিং বলেন, 'ওই সেতুটির উদ্বোধন আগেই হয়ে গিয়েছিল। শুধুমাত্র নতুন করে নামকরণের জন্য কোটি



কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। যা হয়েছে সেটা প্রতিবাদ। আর যাঁরা তা করেছেন ঠিকই করেছেন।' পোস্টার, ব্যানার, পতাকা ছেড়ারও সমর্থন করেছেন তিনি।

এদিকে রঘুপুরের বাসিন্দারা বলেছেন, স্থানীয় বিধায়ক তথা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদবকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। যদিও তিনি যখন রাজ্য সরকারে ছিলেন তখন ওই সেতুটির শিলান্যাস করেছিলেন তেজস্বীই। শনিবার গামছা উড়িয়ে নীতীশ সেতুটির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যদিও সেই অনুষ্ঠানে দর্শকের সংখ্যা ছিল নামমাত্র। বৈশালী জেলার বিদুপুর ব্লকের সঙ্গে পাটনার অদূরে কাচ্চী দরগার সংযোগ রক্ষাকারী ৬ লেনের কেবল সেতুটি তৈরি করতে ৪২৮০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

ফের রবীন্দ্রনাথের ছবিতে কালি

খুলনা, ২২ নভেম্বর : মাত্র ১৬ দিনের ব্যবধানে বাংলাদেশের খুলনায় ফের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে কালি লেপে দেওয়া হল। রবিবার শহরের যশোর রোডে রেলস্টেশনের দেওয়ালে নতুন করে আঁকা কবির মুখ কালিতে ঢাকা অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয়রা। ওই দেওয়ালে কাজি নজরুল ইসলাম, মাইকেল মধুসূদন



দত্ত ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সহ বেশ কয়েকজন বিশিষ্টজনের ছবি থাকলেও শুধু রবীন্দ্রনাথকেই নিশানা করা হয়েছে। খবর পেয়ে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। খুলনা সদর থানার ওসি লোকমান হোসেন জানান, সম্ভবত শনিবার রাতে এই ঘটনা ঘটেছে। আগের ঘটনার সঙ্গে এর যোগসূত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ৬ নভেম্বরও একই জায়গায় কবির ছবিতে কালি দেওয়া হয়েছিল। পরে সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে তা ফের আঁকা হয়।

গ্রেপ্তার ভারতীয় বংশোদ্ভূত

হিউস্টন, ২২ নভেম্বর : এক মহিলার ফোন থেকে গোপনে ব্যক্তিগত ছবি চুরির দায়ে দোষী সাব্যস্ত ২৯ বছর বয়সি ভারতীয় বংশোদ্ভূত তরুণ রঘুল আনন্দকৃষ্ণনকে হেপাজতে নিল মার্কিন অভিবাসন ও শুল্ক দপ্তর (আইসিই)। রবিবার এক্স হ্যান্ডলে আইসিই জানিয়েছে, টেক্সাসের কাউন্টি জেলে সাজার মেয়াদ শেষ হতেই তাঁকে ফেডারেল হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। অভিবাসন আদালতে শুনানি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানেই থাকবেন।

ঘটনাটি গত জুন মাসের। টেক্সাসের অস্টিনে একটি 'টোটাল ওয়্যারলেস' স্টোরের কর্মী ছিলেন রঘুল। এক মহিলা ক্রেতার অভিযোগ, অনুমতি ছাড়াই তাঁর ফোন ঘেঁটে অ্যাপলের 'এয়ারড্রপ' ফিচারের মাধ্যমে দুটি অন্তরঙ্গ ছবি নিজের ফোনে পাঠান তিনি। মহিলার স্ন্যাপচ্যাট অ্যাকাউন্টেও অনুপ্রবেশের অভিযোগ ওঠে। ৭ জুন অস্টিন পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে টেক্সাস কাউন্টি জেলে পাঠায়। পরে ছবি চুরির চেষ্টার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়ে জেল খাটেন রঘুল। তবে তাঁর অভিবাসন সংক্রান্ত বর্তমান অবস্থা, তাঁকে কোন কেন্দ্রে রাখা হয়েছে কিংবা পরবর্তী শুনানির দিনক্ষণ নিয়ে এখনও মুখ খোলেননি মার্কিন কর্তৃপক্ষ।

নবীনের বিরুদ্ধে তদন্ত

ভুবনেশ্বর, ২২ নভেম্বর : ২০২২ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে জাপান ও ইতালি সফরে বিপুল আর্থিক অনিয়ম এবং খরচের হিসাবে গরমিলের অভিযোগে ওডিশার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক, প্রাক্তন আমলা ভিকে পান্ডিয়ান এবং আইপিএস অফিসার রবিকান্তের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিল মোহনচরণ মাঝির সরকার। তথ্যের অধিকার আইনে করা আবেদনে খরচের তথ্যে অসঙ্গতি ধরা পড়ার পরই রাজ্য সরকারের সাধারণ প্রশাসন দপ্তরকে ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে।

রাহুলের তোপ

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর : আরএসএস-বিজেপিকে নিশানা করে রাহুল গান্ধি ভগবান শিব এবং দেবী পার্বতীর অভিন্ন রূপ 'অর্ধনারীশ্বর'-এর একটি ছবি শেয়ার করেছেন রবিবার। তিনি লিখেছেন, 'ভারতীয় আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় ঐতিহ্যের গভীরে আমি যতই প্রবেশ করছি, বিষয়টি ততই স্পষ্ট হচ্ছে।' তাঁর দাবি, এই ঐতিহ্য সম্পর্কে বিজেপি ও আরএসএস-এর কোনও ধারণাই নেই।

ভিন্নমত

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর : ভারতীয় ক্রিকেট টিম থেকে পেস বোলার মহম্মদ সিরাজের বাদ পড়া নিয়ে কংগ্রেস সাংসদ ইমরান মাসুদের থেকে দূরত্ব বাড়ালেন দলেরই নেত্রী মুমতাজ প্যাটেল। মাসুদ অভিযোগ করেছিলেন, ধর্মীয় পরিচয়ের কারণেই সিরাজ বাদ পড়েছেন। সেই অভিযোগ খণ্ডন করে মুমতাজ বলেছেন, দলে কাকে রাখা হবে আর হবে না সেটা পারফরমেন্সের বিচারে ঠিক হয়। ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়। কারও নাম না করে তিনি এও জানিয়েছেন, দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে উসকে দেওয়া হচ্ছে। এর আগে বিজেপি এবং শিবসেনাও ইমরান মাসুদের বক্তব্যের বিরোধিতা করেছিল।

পেট্রাপোল সীমান্ত পরিদর্শনে চার নেতা

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ২২ নভেম্বর : ডিসেম্বরেই বাংলাদেশে ফেরার ঘোষণা করেছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দলীয় সূত্রে খবর, তাঁর সম্ভাব্য যাত্রাপথ খতিয়ে দেখতে রবিবার বনগাঁর পেট্রাপোল-বেনাপোল সীমান্ত পরিদর্শন করেন কলকাতায় অবস্থানকারী আওয়ামী লিগের চারজন শীর্ষ নেতা। তাঁরা হলেন দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য জাহাঙ্গীর কবীর নানক, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দিন নাছিম এবং প্রাক্তন সাংসদ আলাউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী নাসিম। সূত্রের দাবি, আগামী কয়েক দিনে তাঁরা ঘোজাডাঙা, মালদার মাহদীপুর এবং ত্রিপুরার একাধিক সীমান্ত চৌকিও পরিদর্শন করবেন।

হাসিনার দেশে ফেরার নির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখনও চূড়ান্ত না হলেও ১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস বা ১৪ ডিসেম্বর তিনি ফেরার চেষ্টা করতে পারেন বলে বিভিন্ন মহলে জল্পনা চলছে। পাশাপাশি পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্রের দাবিতে ব্রিটেনের একটি আইনি সংস্থার মাধ্যমে দিল্লির বাংলাদেশ হাইকমিশন ও বিদেশমন্ত্রককে দ্বিতীয় দফায় আবেদন জানিয়েছেন তাঁর আইনজীবীরা। এদিকে, হাসিনার সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তনের খবরে বেনাপোল সীমান্তে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা করেছে বাংলাদেশ প্রশাসন। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সূত্রে খবর, প্রায় পাঁচ কিলোমিটার আগে থেকেই রাস্তায় আধুনিক ব্যারিকেড বসানো হচ্ছে এবং পুলিশ, আনসার, বিজিবি ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চলছে।

এই আবহে ঢাকাতেও রাজনৈতিক তৎপরতা তুঙ্গে উঠেছে। নিষিদ্ধ আওয়ামী লিগের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টার অভিযোগ তুলে গত ১৮ নভেম্বর রাজনৈতিক দলগুলির



ডিসেম্বরেই দেশে ফিরতে মরিয়া হাসিনা

প্রতি জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। সোমবার দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজের বৈঠকে বসতে চলেছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) চার সদস্যের প্রতিনিধি দল। রবিবার দুপুরে এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার সংবাদমাধ্যমকে এই খবর নিশ্চিত করে জানান, দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ব্রিটেন থেকে ফেরার পর প্রতিনিধি দলের সদস্যদের নাম চূড়ান্ত হবে। তুষারের কথায়, 'আমাদের আলোচনার মূল বিষয় হবে নিষিদ্ধ আওয়ামী লিগের প্রতি ক্ষমতাসীন বিএনপির ছাড় দেওয়ার বিষয়টি। ২০২৪ সালের জুলাইয়ে সংঘটিত গণহত্যার বিচার এবং গণভোটের রায় অনুযায়ী জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের দাবিও জানাব আমরা।' এনসিপির মতে, আওয়ামী লিগকে 'ফ্যাসিবাদী ও সন্ত্রাসী সংগঠন' হিসেবে বিচারের আওতায় আনাই জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি হওয়া উচিত।

দলের বিধায়ক স্বপন মজুমদার বলেন, 'আপনারা দেখে নেবেন, এই পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়েই শেখ হাসিনা বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারেন, সেই দিন আর বেশি দূরে নয়।' তাঁর অভিযোগ, বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে এবং সংখ্যালঘুরা নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন। আরেক বিজেপি নেতা অশোক কীর্তনিয়া আওয়ামী লিগের সমর্থকদের একজোট হয়ে হাসিনাকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে সাহায্য করার আহ্বান জানিয়েছেন। শনিবার ঢাকার বিদেশি দূতাবাসগুলিতে রিপোর্ট পেশ করে আওয়ামী লিগের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক সালিম মাহমুদ নড়াইলে প্রায় ২০০টি বাড়িতে হামলা, সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার, গণমাধ্যমের ওপর বিধিনিষেধ এবং প্রধানমন্ত্রী ও স্পিকারের বক্তব্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।

আজ মোদির সঙ্গে বৈঠকে বালেন্দ্র



নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহকে অভ্যর্থনা। নয়াদিল্লিতে।

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর : গত মার্চে নেপালের সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম বিদেশ সফরে রবিবার দিল্লিতে এলেন বালেন্দ্র শাহ। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতিন প্রসাদ। ৩৪ সদস্যের প্রতিনিধি দল নিয়ে দু-দিনের সফরে আসা বালেন্দ্র সোমবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। তারপর রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধিকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসবেন। সেই বৈঠক শেষে দুই রাষ্ট্রপ্রধান ভার্চুয়ালি নেপালের একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। এছাড়া বালেন্দ্র শাহর চলতি সফরে দু-দেশের মধ্যে বেশ কিছু চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা রয়েছে।

কূটনৈতিক সূত্রের খবর, মোদি-বালেন্দ্র বৈঠকে শক্তি, জলবিদ্যুৎ, পরিকাঠামো, বাণিজ্য ও রেল যোগাযোগ সবচেয়ে গুরুত্ব পাবে। রক্সৌল-কাঠমান্ডু প্রস্তাবিত রেলপথ এবং অযোধ্যা-জনকপুর ধাম নতুন প্যাসেঞ্জার ট্রেন পরিষেবা নিয়েও আলোচনা হবে। ভারতের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি বিদ্যুৎ বাণিজ্য চুক্তির ফলে ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে প্রায় ১,৮০০ কোটি নেপালি রুপি আয় করেছে কাঠমান্ডু। সেদেশের মোট পণ্য রপ্তানির প্রায় ৮০ শতাংশই শুল্কমুক্তভাবে ভারতে আসে। প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা ও জলবায়ু পরিবর্তনও আলোচনার তালিকায় থাকছে।

তবে মে মাসের সীমান্ত বিতর্কের ছায়াও এই সফরে রয়েছে। লিপুলেখ, কালাপানি ও লিম্পিয়াধুরা নিয়ে গত ৩১ মে নেপালের সংসদে বালেন্দ্র চিন ও ব্রিটেনের সঙ্গে যোগাযোগের কথা বলেছিলেন। ভারত অবশ্য ২ জুন তৃতীয়পক্ষের হস্তক্ষেপের বিষয়টি স্পষ্টভাবে খারিজ করে দেয়। বিদেশমন্ত্রকের

দু'দিনের সফরে নেপালের প্রধানমন্ত্রী

মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, সীমান্ত সমস্যা মেটাতে দুই দেশের নিজস্ব কাঠামো রয়েছে এবং প্রায় ৯৮ শতাংশ সীমান্ত ইতিমধ্যেই চিহ্নিত।

এই সফরকে স্বাগত জানিয়ে নেপালের প্রধান বিরোধী দল নেপালি কংগ্রেস জানিয়েছে, ভারত সফরে জাতীয় স্বার্থরক্ষার ওপরই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত প্রধানমন্ত্রীর। নেপালে চিনের প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টার আবহে বালেন্দ্র শাহর প্রথম বিদেশ সফরের জন্য ভারতকে বেছে নেওয়ার বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে কূটনৈতিক মহল।



পোলিওমুক্ত দেশ হোক। রবিবার বিকানেরে।

রেলপথে জুড়ছে অযোধ্যা ও জনকপুর

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর : রামায়ণ সার্কিটে নতুন অধ্যায়। সোমবার থেকে চালু হচ্ছে অযোধ্যা-জনকপুর এক্সপ্রেস। ৬০৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সাপ্তাহিক প্যাসেঞ্জার ট্রেনটির যৌথ উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহ। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের ১০টি স্টেশন ছুঁয়ে যাওয়া ট্রেনটি শনিবার জনকপুর ধাম এবং সোমবার অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ছাড়বে। ভারতের অংশে বিদ্যুৎ এবং নেপালে ডিজেল ইঞ্জিনে চলবে ট্রেনটি। নেপালের রেলপথ সংস্কারে ৮ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার আর্থিক সাহায্য করেছে ভারত।

রেলমন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'এই পরিষেবা তীর্থযাত্রী ও পর্যটকদের যাতায়াত সহজ করবে। পাশাপাশি দুই দেশের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন দৃঢ় করে স্থানীয় হোটেল, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষার প্রসারে বড় ভূমিকা নেবে।' ২০২৪-এর অস্থিরতার পর থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে মৈত্রী, বন্ধন ও মিতালি এক্সপ্রেস বন্ধ রয়েছে। ভুটান সীমান্তের রেললাইনের কাজ এখনও শুরুই হয়নি। এই পরিস্থিতিতে ভারত-নেপাল রেল যোগাযোগ দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করল।

রাহুলের মন্তব্যে ক্ষুব্ধ বামেরা

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর : রাহুল গান্ধির ইজরায়েল মন্তব্যের বিরোধিতা করল বামেরা। সম্প্রতি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্চে রাহুল সাফ বলেছেন, কৌশলগত স্বার্থে ইজরায়েলের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখার পক্ষপাতী তিনি। সোনিয়া গান্ধি এবং প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা দুজনেই গাজায় ইজরায়েলের পদক্ষেপকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'গণহত্যা' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। অথচ শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে রাহুল যে অবস্থান নিয়েছেন তা আসলে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারের নীতিরই কাছাকাছি, যা ইজরায়েল ও আরব বিশ্বের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে চলার চেষ্টা করছে। সিপিএম নেতা পিনারাই বিজয়ন বলেছেন, 'রাহুলের এই সাম্রাজ্যবাদ-পন্থী অবস্থান জওহরলাল নেহরুর উত্তরাধিকারকে ক্ষুণ্ণ করছে, যাঁর বিদেশনীতি দৃঢ়ভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করেছিল এবং প্যালেস্তিনীয় সংগ্রামের পাশে দাঁড়িয়েছিল।' অপরদিকে লিবারেশন নেতা দীপঙ্কর ভট্টাচার্য লেখেন, 'নাৎসি জার্মানি বা বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে যেমন কোনও কৌশলগত সম্পর্ক থাকতে পারত না, তেমনই গাজায় গণহত্যা বা প্যালেস্তাইনে ইজরায়েলের ঔপনিবেশিক দখলদারিকে কোনোভাবেই লঘু করে দেখা বা মেনে নেওয়া যায় না।' রাহুল সাফ জানিয়েছেন, 'আমরা দেড়শো কোটি মানুষের দেশ। বৈশ্বিক মঞ্চে আমাদের ভূমিকা পালনে ইজরায়েল, আমেরিকা, রাশিয়া বা চিন কেউ আটকাতে পারে না। ভারত যা বিশ্বাস করে সব সময় তা মেনে চলা দরকার। পররাষ্ট্রনীতি জাতীয় স্বার্থের কথা মাথায় রেখেই গ্রহণ করা উচিত।'

টানাপোড়েন সপা-কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর : উত্তরপ্রদেশের আসন্ন বিধানসভা ভোটে সপা এবং কংগ্রেসের জোটে সবথেকে বড় বাধা আসনরফা। কোন দল কতগুলি আসনে লড়াই করবে তা নিয়ে জট এখনও কাটেনি। এই পরিস্থিতিতে সোমবার দুই দলের শীর্ষনেতৃত্বের একটি বৈঠক বসতে চলেছে। তার আগে সপা এবং কংগ্রেস দুই দলের তরফেই আসনরফায় দুরকম শর্ত পেশ করা হয়েছে। সপা সভাপতি অখিলেশ যাদব জানিয়েছেন, আসনবণ্টনের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের জয়ের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হবে।

উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যে আসনগুলিতে কংগ্রেসের জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলি আমরা তাদের দেব। জয়ের সম্ভাবনা হল একমাত্র ফর্মুলা যার ভিত্তিতে বিজেপিকে ২০২৭ সালে হারানো সম্ভব।' অপরদিকে উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা রাজেন্দ্র পাল গৌতম বলেন, 'গুরুত্বপূর্ণ হল, ভোটাররা যাতে আমাদের ভোট দেন সেটা বোঝাতে হবে।

সাম্প্রতিক রাজস্থান পঞ্চায়েত নির্বাচন দেখিয়ে দিয়েছে, জয়ের সম্ভাবনা এবং ইস্যুগুলিকে ভালোভাবে অনুধাবন করতে হবে। জোট যাতে ভালো প্রার্থী দেয় আমরা তা সুনিশ্চিত করব।' তরুণদের মন পেতে নতুন ওয়েবসাইটও চালুর ঘোষণা করেছেন অখিলেশ যাদব। বিজেপির রাধে রাধে স্লোগানকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'ওঁদের পদ্ম যে শুকিয়ে গিয়েছে সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে।'

'এআই' টুকলিতে দক্ষিণ কোরিয়ায় কড়াকড়ি!

সিওল, ২২ নভেম্বর : সদ্য ভারতে নিট পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস নিয়ে রীতিমতো তুলকালাম বেধেছিল। আর এবার দক্ষিণ কোরিয়ায় জাতীয় স্তরের কলেজ প্রবেশিকা পরীক্ষায় 'হাই-টেক' টুকলি রুখতে যা যা ব্যবস্থা নেওয়া হল, তা শুনলে যে কারও চোখ কপালে উঠতে বাধ্য! স্মার্ট চশমা এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে নকল করা রুখতে এবার পরীক্ষার্থীদের চশমা খুলে রীতিমতো ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করা হবে। আর শার্টের বোতামে লুকানো ক্যামেরা থাকার আশঙ্কায় সব পরীক্ষার্থীর বোতামে স্টিকার লাগিয়ে সিল করে দেবেন পরিদর্শকরা!

দক্ষিণ কোরিয়ার এই মেগা পরীক্ষা, যাকে বলা হয় 'সুনুং', তাতে সাড়ে ৫ লক্ষেরও বেশি পড়ুয়া অংশ নেবে। টুকলি রুখতে গোটা দেশে ১৩০০টি পরীক্ষা কেন্দ্রে অতিরিক্ত ৮৪০০ জন সুপারভাইজার মোতায়েন করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, পরীক্ষার সময় মোবাইল ফোন লুকানো আছে কি না তা ধরতে, সাধারণত যুদ্ধ বা ভূমিকম্পের মতো চরম বিপর্যয়ের সময় যে ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম বাজানো হয়, ঠিক সেরকমই একটি অ্যালার্ম গোটা দেশের সমস্ত ফোনে



১০ সেকেন্ডের জন্য বাজানো হবে!

সম্প্রতি সেদেশে এক পরীক্ষার্থী জামার বোতামে লুকানো মাইক্রো-ক্যামেরা এবং এআই চ্যাটবট ব্যবহার করে জাতীয় স্তরের এক পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে যায়! সেই ঘটনা থেকেই শিক্ষা নিয়ে এই কড়াকড়ি। স্মার্ট ঘড়ি বা যে কোনও ইলেক্ট্রনিক গ্যাজেট আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আর যদি কেউ টুকলি করতে গিয়ে ধরা পড়ে, তবে তাকে তো পরীক্ষা থেকে ঘাড়ধাক্কা দেওয়া হবেই, পাশাপাশি আগামী ১০ বছরের জন্য তার যে কোনও পরীক্ষায় বসার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হবে। পরীক্ষায় টুকলির জেরে দক্ষিণ কোরিয়ার শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন। টুকলি আটকাতে এই 'জিরো-টলারেন্স' নীতি ভারতের মতো দেশের জন্যও একটি বড় শিক্ষণীয় মডেল হতে পারে!

ইংরেজিতে নম্বর তোলার কৌশল

ইংরেজি বিষয়ের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল Writing Skill। কারণ, মোট পরীক্ষার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নম্বর— অর্থাৎ প্রায় ৩০ নম্বর এই অংশে থাকে।



বিকাশ সাহা, *শিক্ষক*
জোড়াই উচ্চবিদ্যালয়
কোচবিহার

ছাত্রছাত্রীরা, যারা আসন্ন মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে চলেছ তারা সবাই মাধ্যমিকের ইংরেজি বিষয়কে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ভালো নম্বর তোলার লক্ষ্যে সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করে পড়াশোনার চেষ্টা কর। ইংরেজি বিষয়ের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল Writing Skill। কারণ, মোট পরীক্ষার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নম্বর— অর্থাৎ প্রায় ৩০ নম্বর এই অংশে থাকে।

তাই বছরের শুরু থেকেই যদি পরিকল্পনামাফিক ও systematic way-তে Writing Skill-এর প্রস্তুতি না নেওয়া হয়, তাহলে এই অংশে থাকা নম্বরের একটা বড় অংশই অধরা থেকে যেতে পারে।

সঠিক পদ্ধতিতে নিয়মিত অনুশীলন করলে Writing Skill এমন একটি অংশ, যেখানে নিশ্চিতভাবে ভালো নম্বর পাওয়া সম্ভব। তাই মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতির শুরু থেকেই Writing Skill-কে আলাদা গুরুত্ব দিয়ে, বিভিন্ন format, language, presentation এবং topic-এর উপর ধাপে ধাপে অনুশীলন করা অত্যন্ত জরুরি।

মাধ্যমিক পরীক্ষায় যে সব writing গুলি লিখতে বলা হয় সেগুলো হল- Letter writing (Formal and informal letter), Paragraph writing, Processing writing, Biography writing, Story writing, Report writing, Notice writing, Conversation writing ইত্যাদি।

ভালো নম্বর তোলার জন্য প্রত্যেকটি writing-ই সঠিক structure অনুসারে সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করে practice করতে হবে।

এবার দেখে নেওয়া যাক বিভিন্ন ধরনের writing লেখার ক্ষেত্রে কী কী বিষয় অবশ্যই মেনে চলা উচিত-

1. তোমরা প্রথমেই প্রশ্নটি ভালো করে পড়ে বুঝে নেবে। কী লিখতে বলা হয়েছে—Report, Story, Notice, Letter, Biography ভালোভাবে দেখে নিতে হবে।

2. প্রতিটি Writing-এর নির্দিষ্ট format বা কাঠামো রয়েছে যা অনুসরণ করে লেখা বাঞ্ছনীয়। লেখার সময় Format গণ্ডগোল করলে নম্বর কাটা যাবে।

3. Word Limit মেনে চলবে। প্রশ্নে নির্দিষ্ট শব্দসংখ্যা উল্লেখ থাকলে তা মেনে চলার চেষ্টা করবে। যদি Word Limit 120 থাকে তাহলে 20/30 টি word বেশি লিখলে সেরকম অসুবিধা নেই, কিন্তু কম লিখবে না। আবার বেশি লেখার জন্য অপ্রয়োজনীয় কথা লিখে সময় নষ্ট করবে না।

4. সহজ সরল ভাষা ও শুদ্ধ বাক্য ব্যবহার করার চেষ্টা করবে। কঠিন শব্দ ব্যবহার করলেই ভালো লেখা হয় না। ছোট, স্পষ্ট, ব্যাকরণসম্মত ও নির্ভুল বাক্য লিখলে লেখার মান ভালো হয়।

5. যে কোনও লেখার ক্ষেত্রে Tense ঠিক রাখাটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। Report বা Story লেখার ক্ষেত্রে সাধারণত Past Tense; Processing লেখার জন্য Present Tense এর Passive voice এবং চলমান বা সাধারণ সত্য হলে প্রসঙ্গ অনুযায়ী উপযুক্ত Tense ব্যবহার করবে।

6. Paragraph লেখার ক্ষেত্রে পুরো Paragraph টি একটানা না লিখে বিষয় অনুযায়ী আলাদা অনুচ্ছেদে ভাগ করে লেখার চেষ্টা করবে।

মাধ্যমিকের প্রস্তুতি

7. Spelling ও Punctuation-এর দিকে বিশেষভাবে নজর দেবে। বিশেষ করে Capital Letters, Full Stop, Comma, Apostrophe এগুলির ব্যবহার নির্ভুল ভাবে করবে এবং যে কোনও বানান ভুল এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে।

8. প্রদত্ত প্রশ্নে যদি কিছু Points উল্লেখ থাকে, তাহলে তোমরা মুখস্থ করা উত্তর লিখলেও সেখানে প্রশ্নে প্রদত্ত Points গুলি যেন থাকে সেদিকে নজর দেবে। সেই সঙ্গে Points গুলি যেন Sequence অনুযায়ী লেখা হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখবে।

9. হাতের লেখা পরিষ্কার রাখবে। তোমাদের অনেকের হাতের লেখা হয়তো সুন্দর নাও থাকতে পারে সেক্ষেত্রে চেষ্টা করবে লেখা যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও



বোধগম্য হয়। Heading, Paragraph ও অন্যান্য অংশের মধ্যে যথাযথ ফাঁক রাখবে।

10. লেখা শেষ করার পর অন্তত ২-৩ মিনিট Revision করবে। Tense, Subject-Verb Agreement, Spelling বা কোনও Sentence-এ কোনও ভুল থাকলে সংশোধন করবে।

এক নজরে

বিগত বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার writing-

❑ 2016

1. Letter - Headmaster/Headmistress-কে চিঠি : প্রবল বৃষ্টির কারণে আগের দিন স্কুলে অনুপস্থিত থাকার কারণ
2. Paragraph - নিজের বাড়ির সামনে ছোট flower garden তৈরির বর্ণনা
3. Notice - Nepal earthquake victims-এর জন্য অর্থ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহের notice.

❑ 2017

1. Story - Shepherd boy and the wolf
2. Paragraph / Process - School magazine কীভাবে প্রকাশিত হয়, flow-chart অনুযায়ী
3. Letter to Editor - Loudspeaker/soundbox-এর অতিরিক্ত ব্যবহারে সাধারণ মানুষের সমস্যা

❑ 2018

1. Letter - হারানো mobile phone সম্পর্কে Inspector-in-Charge-কে অভিযোগ
2. Biography - Virat Kohli
3. Newspaper Report - স্থানীয় বাজারে আগুন লাগার ঘটনা

❑ 2019

1. Story - রেললাইনে ফাটল দেখে তিন শিশুর বুদ্ধিমত্তায় train accident রোধ
2. Letter to Editor - Plastic carry bags নিষিদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা
3. Notice - Inter-school drama competition-এ অংশগ্রহণের জন্য notice

❑ 2020

1. Newspaper Report - একটি accident
2. Informal Letter - দেখা একটি cultural programme-এর বর্ণনা
3. Paragraph - The Most Memorable Day in Your Life

❑ 2021

কোভিড পরিস্থিতির জন্য মাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি।

❑ 2022

1. Notice - School magazine-এর জন্য লেখা/ছবি/poem ইত্যাদি আহ্বান
2. Story - Hare and Tortoise
3. Letter - বন্ধুকে Covid rules কঠোরভাবে মেনে চলার পরামর্শ

❑ 2023

1. Biography - Sukumar Ray
2. Letter to Editor - Rash driving-এর কারণে frequent road accidents
3. Paragraph - স্কুলে Independence Day celebration

❑ 2024

1. Letter - বন্ধুকে West Bengal-এর favourite festival সম্পর্কে লেখা
2. Newspaper Report - Balasore train accident
3. Notice - Sit-and-draw competition

❑ 2025

1. Letter to Editor - Firecrackers-এর কারণে pollution
2. Paragraph - Advantages of Morning Walk
3. Newspaper Report - নিজের এলাকায় dacoity

❑ 2026

1. Story writing- A foolish dog
2. Notice writing- স্কুলে Magic Show-এর ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীদের জানানো
3. Letter to cousin - চারাগাছ লাগানোর পরামর্শ দিয়ে

উপরে উল্লিখিত বিগত বছরের মাধ্যমিকে আসা Writing skill বিশ্লেষণ করে আসন্ন 2027 সালের পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ Writing গুলি হল-

1. Report writing
2. Paragraph writing
3. Formal letter writing
4. Biography/Processing writing

অভিব্যক্তি সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর



অর্পিতা কর্মকার, *শিক্ষক*
সাহুডাঙ্গিহাট পিকে রায় হাইস্কুল, জলপাইগুড়ি

আজ তোমাদের জন্য রইল জীবনবিজ্ঞানের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম ভাগ অর্থাৎ অভিব্যক্তি থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর।

প্রশ্ন : ১. জীবনের রাসায়নিক উৎপত্তি সংক্রান্ত মিলার ও উরের পরীক্ষায় ব্যবহৃত বিক্রিয়কগুলির ও উৎপন্ন একটি জৈব যৌগের নাম লেখো।

উত্তর : জীবনের রাসায়নিক উৎপত্তি সংক্রান্ত মিলার ও উরের পরীক্ষায় ব্যবহৃত বিক্রিয়কসমূহ মিথেন (CH_4), অ্যামোনিয়া (NH_3), হাইড্রোজেন (H_2) ও জলীয় বাষ্প।

উৎপন্ন একটি জৈব যৌগ হল গ্লাইসিন।

প্রশ্ন ২. কোয়াসারভেট কী এবং কীভাবে সৃষ্টি হয়েছিল?

উত্তর : কোয়াসারভেট- বিজ্ঞানী ওপারিন-এর মতে রাসায়নিক বিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বৃহৎ জৈব যৌগগুলি আন্তর আণবিক বল দ্বারা পরস্পর আকৃষ্ট হয় ও গরম তরল সুপ থেকে আলাদা হয়ে যে বড় কোলয়েড কণা তৈরি করে তাকে কোয়াসারভেট বলে।

এর থেকে প্রাথমিক কোষ ও পরে প্রোক্যারিওটিক কোষ সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রশ্ন ৩. 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম' কাকে বলে?

উত্তর : অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম- ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের প্রথম প্রতিপাদ্য বিষয় অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম। জীবের জ্যামিতিক ও গাণিতিক হারে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায় প্রতিটি জীব খাদ্য ও বাসস্থান এবং নিজ অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য যে সংগ্রাম করে, তাকে অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম বলে। এটি তিন প্রকার। যথা- (i) অন্তঃ প্রজাতি সংগ্রাম (ii) আন্তঃ প্রজাতি সংগ্রাম ও (iii) পরিবেশগত সংগ্রাম।

মাধ্যমিক জীবনবিজ্ঞান

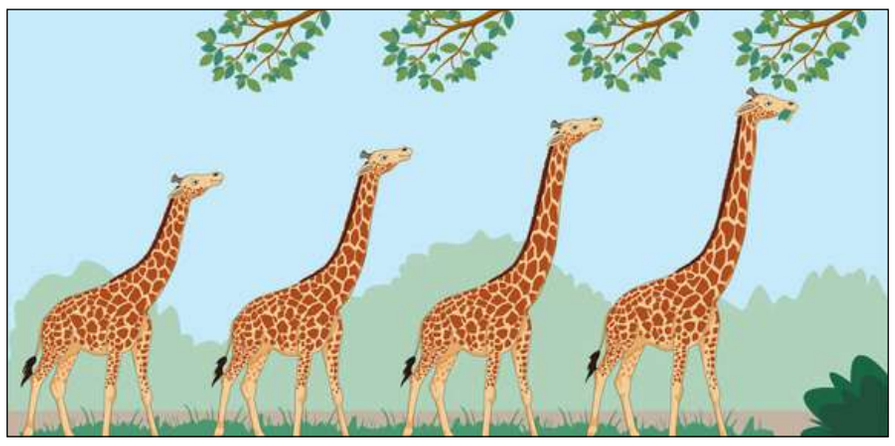

প্রশ্ন ৪. 'অঙ্গের ব্যবহার ও অব্যবহার সূত্র' বলতে কী বোঝ?

উত্তর : অঙ্গের ব্যবহার ও অব্যবহার সূত্র- ল্যামার্কের মতে কোনও জীবের একটি অঙ্গ ক্রমাগত ধারাবাহিকভাবে ব্যবহৃত হলে তা ক্রমশ সুগঠিত হয়, অপরপক্ষে কোনও অঙ্গ ব্যবহার না হলে তা ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়।

উদাহরণ- উঁচু গাছের পাতা খাওয়ার জন্য জিরাফের পূর্বপুরুষরা গ্রীবা বা গলার ব্যবহার বেশি করেছে। অর্থাৎ বারবার গলা প্রসারিত হয়েছে। এর ফলে তাদের লম্বা গলা হয়েছে। লম্বা গলা জিরাফের একটি অর্জিত বৈশিষ্ট্য, যা আধুনিক জিরাফের পূর্বপুরুষ ক্রমাগত ব্যবহারের মাধ্যম অর্জন করেছে।

প্রশ্ন ৫. বাঘ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে অথচ হরিণ প্রচুর আছে। এমন একটি জঙ্গলে অন্য অভয়ারণ্য থেকে এনে কয়েকটি বাঘ ছাড়া হল।

বেঁচে থাকতে গিয়ে ওই বাঘেদের যে যে জীবনসংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হবে তা ভেবে লেখো।

উত্তর : বাঘ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে অথচ প্রচুর হরিণ আছে এমন একটি জঙ্গলে অন্য অভয়ারণ্য থেকে কয়েকটি বাঘ এনে ছাড়া হলে তারা খাদ্যের জন্য অন্তঃপ্রজাতি সংগ্রামে অর্থাৎ বাঘগুলি নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়ার পাশাপাশি আন্তঃপ্রজাতি সংগ্রাম অর্থাৎ বাঘ হরিণের সঙ্গে লড়াইয়েও লিপ্ত হবে।

প্রশ্ন ৬. যোগ্যতমের উদ্বর্তন বলতে কী বোঝো?

উত্তর : যোগ্যতমের উদ্বর্তন- ডারউইনের মতে অনুকূল প্রকরণযুক্ত জীবেরাই জীবনসংগ্রামে জয়ী হয় এবং প্রকৃতিতে তারাই যোগ্যতম বলে বিবেচিত হয়। এইভাবে জীবের বেঁচে থাকার যোগ্য বলে বিবেচিত হওয়াকেই যোগ্যতমের উদ্বর্তন বলে। অপরদিকে প্রতিকূল প্রকরণযুক্ত জীবরা জীবনসংগ্রামে পরাজিত হয়ে ধীরে ধীরে পৃথিবী থেকে চিরতরে অবলুপ্ত হয়ে যায়।

উদাহরণ : বড় লোমওয়ালা কুকুর শীতপ্রধান পরিবেশে বাঁচার যোগ্য হলেও গ্রীষ্মপ্রধান পরিবেশে বাঁচার অযোগ্য, আবার ছোট লোমওয়ালা কুকুর গ্রীষ্মপ্রধান পরিবেশে বাঁচার যোগ্য হলেও শীতপ্রধান পরিবেশে বাঁচার অযোগ্য।

প্রশ্ন ৭. জীবাশ্ম কাকে বলে?

উত্তর : জীবাশ্ম- ভূ-অভ্যন্তরে সুদীর্ঘকাল ধরে সংরক্ষিত প্রাচীন জীবের সমগ্র দেহ বা দেহাংশের প্রস্তরীভূত ছাপকে জীবাশ্ম বা ফসিল বলে।

উদাহরণ-

প্রাণী জীবাশ্ম : আর্কিওপটেরিক্সের জীবাশ্ম

উদ্ভিদ জীবাশ্ম : টেরিডোস্পার্মের জীবাশ্ম।

হাতেকলমে পর্যটন শিক্ষা



শিষমী গুহ
বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষক, ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি, নেতাজি গার্লস হাইস্কুল, শিলিগুড়ি

পূর্ব প্রকাশের পর

● **Food court কাকে বলে?**

উঃ- ফুড কোর্ট হল একটি বড়, সুনির্দিষ্ট ইন্ডোর এলাকা— সাধারণত শপিং মল, বিমানবন্দর বা রেলওয়ে স্টেশনের ভেতরে অবস্থিত— যেখানে অনেকগুলো স্বতন্ত্র খাবারের দোকান বা রেস্তোরাঁ একটি সাধারণ বসার জায়গাকে ঘিরে একত্রিত থাকে।

এখানে গ্রাহকরা কোনও নির্দিষ্ট রেস্তোরাঁয় বসে খাওয়ার পরিবর্তে নিজেদের পছন্দমতো দোকান বা কাউন্টার থেকে খাবার কিনে মাঝখানের সবার জন্য উন্মুক্ত জায়গায় বসে খেতে পারেন।

● **কর্মক্ষেত্রে কী কী ঝুঁকি হতে পারে?**

উঃ- ১. ভৌত ঝুঁকি (Physical hazards) : যা তাপ, ঠান্ডা, শব্দ, কম্পন, বৈদ্যুতিক শক্তি, আবহাওয়াজনিত অবস্থা, বিকিরণ এবং চাপের কারণে সৃষ্টি হতে পারে।

২. রাসায়নিক ঝুঁকি (Chemical hazards) : যা কঠিন পদার্থ, তরল, গ্যাস, বাষ্প, ধূলিকণা, ধোঁয়া বা কুয়াশার মতো উপাদানের কারণে হতে পারে।

৩. জৈবিক ঝুঁকি (Biological hazards) : যা বিভিন্ন অণুজীব— যেমন ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক এবং পরজীবীর কারণে সৃষ্টি হয়।

৪. যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সংক্রান্ত নিরাপত্তা ঝুঁকি : যেমন— অনিরাপদ কর্মপদ্ধতি, যন্ত্রপাতির অপর্যাপ্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা (machine guards), কর্মক্ষেত্রের অনিরাপদ পরিবেশ ইত্যাদি।

৫. আর্গোনোমিক বা কর্ম-শারীরতাত্ত্বিক ঝুঁকি (Ergonomic hazards) : যা কর্মীর ওপর শারীরিক, শারীরবৃত্তীয় এবং মানসিক চাপের কারণে সৃষ্টি হয়। এর কারণ হতে পারে চরম তাপমাত্রা, বারবার একই ধরনের জোরপূর্বক নড়াচড়া, কম্পন, অথবা ভুল কর্মপদ্ধতি ও ত্রুটিপূর্ণভাবে নকশা করা কর্মক্ষেত্র, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির কারণে শরীরের অস্বস্তিকর মোচড়ানো ভঙ্গি।

● **হসপিটালিটি শিল্পে বিদেশি ভাষার ভূমিকা কী?**

উঃ অনেক দেশেই ইংরেজিকে একটি বিদেশি ভাষা হিসেবে গণ্য করা হয়। হসপিটালিটি শিল্পে লিখিত ও মৌখিক যোগাযোগের জন্য ইংরেজি একটি অপরিহার্য ভাষা। যদিও ইংরেজিকে একটি অবিচ্ছেদ্য ভাষা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তবুও অন্যান্য বিদেশি ভাষা জানা একটি বাড়তি সুবিধা। আন্তর্জাতিক হসপিটালিটি শিল্পে ইংরেজির পরেই ফরাসি ভাষা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ও প্রচলিত।

হসপিটালিটি বা হোটেল ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক স্নাতক প্রোগ্রাম কিংবা অন্যান্য স্বল্পমেয়াদি কোর্সে অতিরিক্ত বা ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ফরাসি ভাষাকে বেছে নেওয়া নিঃসন্দেহে একটি বড় সুবিধা; এটি চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ায় এবং পদোন্নতির সুযোগ নিশ্চিত করে। হসপিটালিটি শিল্পের অধিকাংশ শিক্ষার্থীই কর্মক্ষেত্রে ফরাসি ভাষা জানার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন। এছাড়া, রন্ধনবিজ্ঞান (খাদ্য উৎপাদন ও রান্না) মূলত ফরাসি ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন খাবারের নাম ফরাসি ভাষা থেকে এসেছে এবং সেগুলোর অর্থের সঙ্গেও ফরাসি ইতিহাস ও ফরাসি জনগণের খাদ্যাভ্যাসের গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

এমনকি 'মেনু' (Menu) শব্দটির উৎপত্তিও হয়েছে ফরাসি শব্দ 'মেনুত' (Menut) থেকে। সস, ওয়াইন বা বিভিন্ন ভেষজ উপাদান দিয়ে তৈরি কন্টিনেন্টাল খাবারগুলো ফরাসি রন্ধনবিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আধুনিক রন্ধনশিল্পের জনকও ছিলেন একজন ফরাসি ব্যক্তি, যার নাম এসকোফিয়ে (Escoffier)।

উচ্চমাধ্যমিক চতুর্থ সিমেস্টার



● **অতিথিদের অভিযোগ মোকাবিলার নিয়মাবলি আলোচনা করো।**

উঃ অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই অভিযোগকে মতামত প্রদানের একটি মাধ্যম এবং পরিষেবা উন্নয়নের সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করে। অভিযোগ মোকাবিলার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো মনে রাখা প্রয়োজন, তা নীচে দেওয়া হল :

ক. সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা থাকা : অভিযোগ মোকাবিলার জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের একটি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা উচিত। সহজ কথায়, প্রতিষ্ঠানের উন্নতির লক্ষ্যে যে কোনও অভিযোগকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

খ. অভিযোগকে অগ্রাধিকার দেওয়া : পরিষেবার মান উন্নয়নের জন্য কর্মীদের জানতে হবে কীভাবে কার্যকরভাবে অভিযোগ মোকাবিলা করতে হয় এবং কীভাবে অভিযোগের সুরাহা করাকে অগ্রাধিকার দিতে হয়। যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উপযুক্ত না হন সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট সক্ষম না হলে, তাঁদের উচিত বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানানো বা হস্তান্তর করা।

গ. কর্মীদের প্রশিক্ষণ : অভিযোগ মোকাবিলার জন্য কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ থাকা প্রয়োজন।

ঘ. সমস্যায় ক্ষমা চাওয়া : সমস্যার জন্য অতিথির কাছে ক্ষমা চান এবং পরবর্তী মূল্যবান অতিথিদের জন্য পরিষেবা উন্নত করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানান।

বিবেচ্য অন্যান্য বিষয়সমূহ :

(ক) নিজেকে অতিথির অবস্থানে বসিয়ে চিন্তা করুন

(খ) ভুল থেকে শিক্ষা নিন

(গ) অভিযোগ সৃষ্টির কারণগুলো কমিয়ে আনুন

(ঘ) সর্বদা সাড়া দিন

(ঙ) নিজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে নেতৃত্ব দিন

● **গ্রাহকের সঙ্গে যোগাযোগ কীভাবে করবে?**

উঃ গ্রাহকের সঙ্গে যোগাযোগ করার সময় সর্বদা নীচের বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে :

১. নিজের কথার মর্যাদা রাখুন।

২. নিজের প্রতিশ্রুতির প্রতি অবিচল থাকুন।

৩. মনোযোগী থাকুন।

৪. সর্বদা আপনার হোটেল বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়িত্বশীল থাকুন।

● **ব্র্যান্ড ও ব্র্যান্ড ভ্যালু কী?**

উঃ ব্র্যান্ড ভ্যালু বা ব্র্যান্ডের মূল্য কী— তা বোঝার আগে আমাদের বুঝতে হবে 'ব্র্যান্ড' আসলে কী। ব্র্যান্ড হল এমন কোনও পণ্য বা পরিষেবা, যা বাজারে নিজস্ব একটি স্বতন্ত্র পরিচিতি গড়ে তোলে। আর এই ব্র্যান্ডের আর্থিক মূল্যকেই বলা হয় 'ব্র্যান্ড ভ্যালু'।

একবার কোনও ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে, তার গুণমান বজায় রাখা যে কোনও বিপণন কোম্পানির জন্য অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ। আর ঠিক এই জায়গাতেই ব্র্যান্ড ও তার মূল্যমানকে টিকিয়ে রাখার জন্য গবেষণা এবং বিভিন্ন বিপণন কৌশলের প্রয়োজন হয়।

শৃঙ্খলা ও চর্চা গণিতে সফলতার মন্ত্র



২০২৬ সালে মাধ্যমিকে ইসলামপুর গার্লস হাইস্কুল থেকে গণিতে ১০০ শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে অনামিকা সিংহ। আগামী বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের গণিত বিষয়ে নম্বর তোলার পরামর্শ দিয়ে সে নিজের প্রস্তুতির খুঁটিনাটি জানাল পড়াশোনা বিভাগে।

মাধ্যমিকে গণিতে ১০০ শতাংশ নম্বর পেতে হলে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে নিয়মিত অভ্যাস করতে হবে। প্রতিটি অধ্যায় শেষে তার সূত্রগুলি একটি খাতায় লিখবে এবং এইভাবে তৈরি হয়ে যাবে একটি 'সূত্রের খাতা', যা পরীক্ষার আগে একবার চোখ বোলালেই পরীক্ষার প্রস্তুতি অনেকটা এগিয়ে যায়।

প্রথমেই আসব 'পাটিগণিত'-এ, যেখানে তিনটি অধ্যায় রয়েছে ('সরল সুদকষা', 'চক্রবৃদ্ধি সুদ ও সমহার বৃদ্ধি বা হ্রাস', 'অংশীদারি কারবার')। এই ক্ষেত্রে আমি প্রথমে সূত্র মুখস্থ করেছি এবং তারপর সেই সূত্রের সাহায্যে অঙ্ক সমাধান করার চেষ্টা করেছি। সুদকষা অধ্যায়ে উদাহরণের অঙ্ক দেখে নেবে। অংশীদারি কারবার-এর ক্ষেত্রে অঙ্কের পদ্ধতি অর্থাৎ কীভাবে ধাপে ধাপে করা হচ্ছে, তা গুরুত্বপূর্ণ।

এরপর 'বীজগণিত', যেখানে আছে চারটি অধ্যায় ('একচলবিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণ', 'ভেদ', 'দ্বিঘাত করণী', 'অনুপাত ও সমানুপাত')। এই অধ্যায়গুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলি হল- শ্রীধর আচার্যের সূত্র, দ্বিঘাত সমীকরণ গঠন, করণীর শ্রেণীবিভাগ ও ভেদ। 'অনুপাত ও সমানুপাত' অধ্যায়টি একটু কঠিন হওয়ায় এই অধ্যায় থেকে প্রচুর অঙ্ক অনুশীলন করতে হবে, কারণ এখান থেকে প্রতিবছর একটি প্রশ্ন পরীক্ষায় আসে। করণী, দ্বিঘাত সমীকরণের ক্ষেত্রে বইয়ের অঙ্ক করার পর টেস্ট পেপারস- এর অঙ্ক প্র্যাকটিস গুরুত্বপূর্ণ।

'পরিমিতি'-তে ভালো নম্বর তুলতে হলে অবশ্যই আয়তঘন, লম্ব বৃত্তাকার চোঙ, গোলক, লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কু-এদের সমস্ত সূত্র খুব ভালোভাবে মুখস্থ করতে হবে, কারণ সূত্র ছাড়া এই অধ্যায়ের কোনও অঙ্কই করা সম্ভব নয়। টেক্সট বইয়ের পাশাপাশি কোয়েসচন ব্যাংক সলভ করবে। জোর দিতে হবে এক ও দুই নম্বরের প্রশ্নেও।



'জ্যামিতি'র অন্তর্গত উপপাদ্যগুলি প্রথমে বুঝে নিয়ে তারপর ছবি সহ লেখার অভ্যাস করতে হবে। এরপর উপপাদ্যের অনুসিদ্ধান্তগুলি বুঝে নেবে এবং তার অনুসরণে অনুশীলনীর অঙ্কগুলি করার চেষ্টা করবে। 'সম্পাদ্য'-এর ক্ষেত্রে, কীভাবে ত্রিভুজের পরিবৃত্ত, অন্তর্বৃত্ত ও স্পর্শক অঙ্কন করা হচ্ছে কিংবা মধ্যসমানুপাতী নির্ণয় করা হচ্ছে, তার উপর নজর দিলেই তুমি সেই ধরনের অন্য সম্পাদ্যগুলি সহজেই করতে পারবে।

'ত্রিকোণমিতি' হল গণিতের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বড় অংশ। যেহেতু এটি আমাদের কাছে দশম শ্রেণিতে নতুন বিষয়, তাই আমি শুরু থেকেই অনেকটাই জোর দিয়েছিলাম। বিশেষ করে sin, cos, tan, cosec, sec, cot-সঙ্গে লম্ব, ভূমি, অতিভুজের সম্পর্ক, সব কোণগুলির মান এবং পূরক কোণ গুরুত্বপূর্ণ। এই মূল ধারণাগুলি যদি জানা না থাকে, তবে অঙ্ক করতে অনেক অসুবিধা হবে। ত্রিকোণমিতির শেষের অধ্যায়টি অর্থাৎ 'ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের প্রয়োগ : উচ্চতা ও দূরত্ব'-তে স্কেল দিয়ে সঠিক ছবি আঁকার অভ্যাস করতে হবে, কারণ ছবি সঠিক না হলে অঙ্ক ভুল হয়ে যাবে। আর এখানে ভালোভাবে বুঝে অঙ্ক করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

গণিত বইয়ের সর্বশেষ অধ্যায় 'রাশিবিজ্ঞান' থেকে মাধ্যমিকে ২টি ৪ নম্বরের প্রশ্ন আসে। সঙ্গে থাকে ১ও ২ নম্বরের প্রশ্নাবলি। কাজেই এটিকে অবহেলা করলে চলবে না। এখানে গড়, মধ্যমা, সংখ্যাগুরুমান-এর সূত্র মুখস্থ করতে হবে ও ছক তৈরি এবং ওজাইভের গ্রাফটি ভালো করে শিখে নিতে হবে।

বইয়ের সব অধ্যায় শেষ করে নেওয়ার পর আমি একবার রিভাইস করে নিয়েছিলাম ও টেস্ট পেপারস প্র্যাকটিস শুরু করেছিলাম। মক টেস্ট দেওয়ার পর আমি বুঝতে পারি কোন জায়গায় আমার অসুবিধা রয়েছে। সেগুলির উপর আমি আরও বেশি জোর দিই এবং পূরণ করি। আমার এই পড়াশোনায় নিজের পরিশ্রমের পাশাপাশি আমাকে সহায়তা করেছেন আমার বাবা-মা, গৃহশিক্ষক ও বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারা। অবশেষে আমি ছোট ভাইবোন যারা আগামী বছর মাধ্যমিক দেবে তাদের একথাই বলব যে, যদি গণিতে সঠিক ধারণা রেখে, বুঝে চর্চা করো তবে তোমাদের পক্ষেও অঙ্কে ১০০ শতাংশ নম্বর পাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। তোমাদের সকলের জন্য রইল শুভকামনা।

ছোট্ট তারা



অর্পিতা দত্ত ইসলামপুর মিডল স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। শহরের নেতাজিপল্লির বাসিন্দা এই খুদে পড়ুয়া আবৃত্তিতে বেশ ভালো।

‘কোনওদিন ভাবিনি বই পড়ার জন্য বই হাতে মিছিল করতে হবে’

আক্রমণে প্রতিবাদ পাঠকদের

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : বই এখন রাজনীতির কেন্দ্রে। কখনও বইয়ের স্টল ভেঙে দেওয়া, কখনও আবার বই ছিঁড়ে ফেলার মতো ঘটনার অভিযোগে তপ্ত হয়েছে পুজোর সময়কার রাজনীতি। সম্প্রতি কলেজ স্ট্রিটে এসএফআইয়ের বুকস্টলে হামলার ঘটনায় ফিরে এসেছে পুজো প্রসঙ্গ। তার সূত্র ধরেই রবিবার এসএফআইয়ের শিলিগুড়ি লোকাল কমিটির তরফে ‘বই পড়ুন, বই বাঁচান’ শীর্ষক ওপেন সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। বাঘা যতীন পার্কের সামনে আয়োজিত সেমিনারে বইয়ের গুরুত্ব নতুন করে তুলে ধরলেন চিকিৎসক, অধ্যাপক, নাট্যব্যক্তিত্ব, সমাজের নানান স্তরের মানুষ।

চিন্তা, চেতনা ও মুক্ত ভাবনার বিকাশ এবং বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে রক্ষা করার বার্তা দিয়ে শুরু হয় সেমিনার। এই শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও যে বইকে রক্ষা করার বার্তা দিতে হচ্ছে, তা লজ্জার বলে জানান চিকিৎসক অরুণিমা ঘোষ। তিনি বলেন, ‘বইয়ের ওপর যে আক্রমণ হতে পারে, তা কোনওদিনও ভাবতে পারিনি। কিন্তু পুজোর সময় আমাদের সেই ছবিও দেখতে হল।’

উপস্থিত পড়ুয়াদের তিনি বেশি করে বই পড়ার পরামর্শ দিয়েছেন। ‘বইয়ের ওপর আক্রমণ ও অত্যাচার আমরা কোনওদিন দেখিনি, যা এখন দেখতে হচ্ছে’ বলে মন্তব্য করেন চিকিৎসক সুবল দত্ত। তিনি বলেন, ‘বই শিক্ষার প্রসার ঘটায়। বিভিন্ন বইমেলায় গিয়ে আমরা বই কিনে থাকি। শিক্ষিত সমাজ কোনওদিন বইয়ের ওপর আক্রমণ ভালো চোখে দেখবে না।’



এসএফআই আয়োজিত ‘বই পড়ুন, বই বাঁচান’ ওপেন সেমিনার।

পুজোর সময় থেকেই বামপন্থীরা বইকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কর্মসূচি করছে। বিজেপি সরকারকে একপ্রকার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বাড়ি বাড়ি বই নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছেন বামপন্থী নেতা-কর্মীরা। সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক বিকাশরঞ্জন দেব সেমিনারে উপস্থিত পড়ার পড়ুয়া তেমন নেই। মোবাইল ফোনে ছাত্রসমাজ বেশি সময় কাটাচ্ছে।’ ‘বইকে ঘিরে যে পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে আমাদের এ ধরনের আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে। যাতে বইকে আটকানো না যায়’, মনে করেন কলেজ পড়ুয়া ঈশান দে।

শুধু বামপন্থী নয়, প্রগতিশীল মানুষেরাও যে বইয়ের ওপর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, তা দাবি ধরেন এসএফআইয়ের জেলা সম্পাদক অঙ্কিত দে। এদিনের সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক শেষাদ্রি বসু, সিপিএমের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক প্রমুখ। এদিন এসএফআইয়ের তরফে বই নিয়ে আয়োজিত অঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, বামেদের ‘ঘরে ঘরে বই’ কর্মসূচিতে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হল মার্কসবাদী ও প্রগতিশীল বই। ১৫ নভেম্বর শুরু হওয়া এই কর্মসূচি শেষ হয়েছে রবিবার। টোটো, সাইকেল ও বাইকে করে বাড়ির দুয়ারে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দের পাশাপাশি মার্কসবাদী ও প্রগতিশীল বই বিক্রি করেন বাম কর্মীরা। বই হাতে দেখা গিয়েছিল সিপিএমের বর্ষীয়ান নেতা অশোক ভট্টাচার্যকেও। ১৫ নভেম্বর থেকে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত এই কর্মসূচিতে ভালো সাড়া মিলেছে বলে দাবি বামেদের। দার্জিলিং জেলা সিপিএমের বুকস্টলের দায়িত্বে থাকা জীবেশ সরকার বলেন, ‘এই কর্মসূচিতে মানুষের কাছ থেকে ভালো সাড়া পেয়েছি। মার্কসবাদী ও প্রগতিশীল বই বেশি বিক্রি হয়েছে। তবে মোট কত টাকার বিক্রি হয়েছে, তা গোনার পর বোঝা যাবে।’

পদক্ষেপের প্রতিশ্রুতি

গ্যারাজে টাকার খনি



নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : বহুতল বাড়ি কিংবা ফ্ল্যাট তৈরির সময় বিল্ডিং প্ল্যানে নীচতলায় গাড়ি রাখার জন্য গ্যারাজ দেখানো হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওই গ্যারাজ পরিণত হয়ে যায় দোকান বা গুদামে। সূর্যনগর থেকে হাকিমপাড়া, দেশবন্ধুপাড়া থেকে প্রধাননগর— শহরের সর্বত্র ছবিটা একই। বিষয়টি নিয়ে পুরনিগমে বিস্তর অভিযোগও জমা পড়েছে বিভিন্ন পাড়া থেকে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই পুরনিগম ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ। তবে প্রশাসক পরিচালিত পুরনিগম এবার কড়া পদক্ষেপের পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিল। শহরের কোন এলাকাগুলিতে কোন গ্যারাজ বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, তা চিহ্নিত করে তালিকা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, ‘বিল্ডিং প্ল্যান অনুযায়ী তৈরি হওয়া গ্যারাজ কখনও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা যায় না। এমন কত গ্যারাজ বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, তার তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। তালিকা অনুসারে শীঘ্রই নোটিশ পাঠানো হবে বাড়ির মালিকদের।’

শহরের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্যনগর মাঠ এবং সংলগ্ন এলাকায় দোকানের সংখ্যা এখন কম নয়। অধিকাংশ দোকানই গ্যারাজে। অভিযোগ, রাতে গাড়ি রাস্তায় রেখে গ্যারাজ ভাড়া দিচ্ছেন মালিকরা। একইরকমভাবে নিয়ম ভাঙার ছবিটা স্পষ্ট হয় ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের হাকিমপাড়ায়। ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের একাংশেও দেখা গিয়েছে এমন দোকান ও গুদাম। রাতে রাস্তায় সারিবদ্ধ গাড়ি থাকায় অ্যাম্বুল্যান্স ঢুকতে না পারায় কয়েক বছর আগে একটি শিশুর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেনি। বরং এখন প্রায় প্রতিটি পাড়াতেই গ্যারাজ পরিণত হচ্ছে দোকান বা গুদামে।

ঘটনায় পুরনিগমের ভূমিকায় যেমন প্রশ্ন উঠছে, তেমনই বিভিন্ন পুর বোর্ডের সময়কালে ওয়ার্ড কাউন্সিলারদের ভূমিকাও প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়। অনেক কাউন্সিলার আবার নিজেদের ঘাড়ে দায় রাখতে নারাজ। ৭ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলার পিন্টু ঘোষ বলেন, ‘ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকাতেই বাণিজ্যিক কাজে গ্যারাজ ভাড়া দেওয়ার ঘটনা নজরে আসে। এ নিয়ে আমি নিজে বিভিন্ন সময় পুরনিগমে অভিযোগ জানিয়েছিলাম। তবে একটি ক্ষেত্রেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।’ ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কংগ্রেস কাউন্সিলার সুজয় ঘটক বলেন, ‘ওয়ার্ডের যত্রতত্র বাণিজ্যিক কাজে গ্যারাজ ব্যবহার হচ্ছে। স্বামীজি সরণি, জ্যোৎস্না বেকারি সংলগ্ন এলাকা সহ বিভিন্ন জায়গায় গ্যারাজে দোকান ও বেসরকারি অফিস গড়ে উঠছে। গুদামও তৈরি হয়েছে। বাড়তি মুনাফার আশায় প্রোমোটাররা গ্যারাজগুলি দোকান বা গুদাম হিসেবে ভাড়া দিচ্ছেন, বিক্রিও করছেন। দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকে এসবের বিরোধিতাও করেছি। তবে গত সাত-আট মাসে এই প্রবণতা অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে।’ ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন সিপিএম কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী বলেন, ‘আমাদের সময়কালে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হত। তবে কোথাও গিয়ে দেখা যাচ্ছে বিত্তশালীদের জন্য আইনটা যেন ভিন্ন। এ নিয়ে বিভিন্ন সময় আমরা প্রশ্নও তুলেছিলাম। তবে এখন পুর কর্তৃপক্ষ কী পদক্ষেপ করছে তা বলতে পারছি না।’ অন্যদিকে, ৯ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন বিজেপি কাউন্সিলার অমিত জৈন বলেন, ‘এহেন অবৈধ কাজের জন্য বিপদের আশঙ্কা বাড়ছে। সেইসঙ্গে শহরের বিভিন্ন এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। এ নিয়ে আমরা বিভিন্ন সময় অভিযোগ জানিয়েছিলাম। তবে তেমন কোনও পদক্ষেপ নজরে আসেনি।’

পুরনিগম সূত্রে খবর, গত ৯ নভেম্বর ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে একটি বহুতল বাড়ির ছাদে থাকা গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই নিয়মভঙ্গের বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়। এরপরই পুর কর্তৃপক্ষ তালিকা তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়। পুরকর্তারা জানাচ্ছেন, খুব শীঘ্রই তালিকা তৈরির কাজ শেষ করে নোটিশ পাঠানো হবে। বাড়ির মালিকদের জরিমানা করার পাশাপাশি দোকান ভেঙে দেওয়া হবে।

শিলিগুড়িতে বিল্ডিং প্ল্যান ভেঙে বহুতলের গ্যারাজে রমরমিয়ে চলছে দোকান ও গুদাম

অবৈধ বাণিজ্যিক গ্যারাজ চিহ্নিত করে তালিকা তৈরির কাজ শুরু করেছে পুরনিগম

তালিকা অনুযায়ী শীঘ্রই মালিকদের জরিমানা ও অবৈধ দোকান ভেঙে ফেলা হবে

কোন্দলের রিপোর্ট নিল পদ্ম

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : পুরভোটের আগে দলীয় কোন্দল নিয়ে শিলিগুড়িতে অস্বস্তিতে বিজেপি। রবিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ওয়ার্ডগুলির ইনচার্জদের নিয়ে বৈঠক করেছে শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। সেখানে দলীয় ইনচার্জরাই ওয়ার্ডগুলিতে কোন্দলের কথা বলেন জেলা নেতৃত্বকে। পুরভোটের আগে ইনচার্জদের এমন কোন্দলের রিপোর্টে চিন্তায় জেলার নেতারা। বৈঠকে রাজ্য বিজেপির কোষাধ্যক্ষ প্রবীণ আগরওয়াল ছিলেন। তিনি বলেন, দলীয় ইনচার্জদের নিয়ে প্রথম বৈঠক হল। তাঁদের যা কাজ দেওয়া হয়েছিল, তার অগ্রগতি কতটা হয়েছে সে বিষয়ে রিপোর্ট নেওয়া হয়েছে। দলের ডাকা বৈঠকগুলিতে কারা উপস্থিত ছিলেন, কারা ছিলেন না সেই রিপোর্ট দিয়েছেন ইনচার্জরা। আগামীদিনের জন্য তাঁদের আরও কিছু কাজ দেওয়া হয়েছে।

প্রবীণ বলেন, ‘ওয়ার্ডগুলিতে দলের হালহকিকত জানতে পুর এলাকার বাইরের নেতাদের ইনচার্জের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের মাধ্যমে ওয়ার্ডগুলির সাংগঠনিক কাঠামোর খেয়াল রাখার চেষ্টা হচ্ছে।’

অন্দরমহলের খবর, বেশ কিছু ওয়ার্ডে দলীয় কোঅর্ডিনেটর বসানো নিয়ে কোন্দল রয়েছে। কোথাও কোথাও তো জেলাস্তরের নেতাদের কোঅর্ডিনেটর পদে বসানো হয়েছে। তারপরও কোঅর্ডিনেটরকে দলেরই একটি অংশ মানতে চাইছেন না। কিছু ওয়ার্ডে ইনচার্জের ডাকা বৈঠকে দলের উচ্চপদাধিকারীরা থাকছেন না। কিছু এলাকায় কোঅর্ডিনেটরের কাজ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

সেই রিপোর্টগুলিও এদিন ইনচার্জরা জেলা নেতৃত্বের হাতে তুলে দেন। তারপর জেলার নেতারা আগামী ২৯ নভেম্বরের মধ্যে ওয়ার্ডগুলি নিয়ে বৈঠক শেষ করতে বলেন। তাঁদের বুথভিত্তিক বৈঠক ডাকার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। কারা সেই বৈঠকে থাকছেন, কারা থাকছেন না সবটাই খাতায় লিখে রাখতে বলা হয়েছে। পরের বৈঠকে সেই রিপোর্ট জেলার নেতারা দেখবেন বলে বলেন।

বিজেপির এক ইনচার্জ বলেন, ‘বেশকিছু ওয়ার্ডে দলীয় কোঅর্ডিনেটরদের নিয়ে অসন্তোষ রয়েছে। নেতারা তা সামলাবেন।’ আর এক ইনচার্জ বলেন, ‘দলের অনেক ওয়ার্ডে নেতাদের অনুপস্থিতি এবং কোন্দলের অভিযোগ রয়েছে। সব কথা জানানো হয়েছে।’



- শিলিগুড়ি পুরনিগমের ওয়ার্ড ইনচার্জদের বৈঠকে দলীয় কোন্দলের রিপোর্ট জমা পড়েছে
- কোঅর্ডিনেটর নিয়োগ ও বৈঠকে অনুপস্থিতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন ইনচার্জরা
- ২৯ নভেম্বরের মধ্যে ওয়ার্ড ও বুথভিত্তিক বৈঠক শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে জেলা নেতৃত্ব

প্রত্যেক ওয়ার্ডে বিজেপির তরফে জনকল্যাণ কমিটি গঠন করা হয়েছে। দলীয় নেতাদের নিয়ে গঠিত এই কমিটিগুলিরই বৈঠক হচ্ছে। অনেক সময় জেলা বিজেপির নেতৃত্ব সেই কমিটিগুলির সঙ্গে থাকছেন। ওয়ার্ডের কাজের তদারকির জন্যই এই কমিটিগুলি করা হয়েছে বলে দাবি। সেই কমিটিগুলির দায়িত্ব দেওয়া নিয়েও দলের অন্দরে কোন্দলের অভিযোগ রয়েছে।

গ্রেপ্তার ৬

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে রবিবার শিলিগুড়িতে ইন্দিরা গান্ধি ময়দানের কাছ থেকে ছয়জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃত আলোকেশ রায়, পিঙ্কু রায়, সাহিল হুসেন, দিলীপ প্রধান, দিবাস থাপা ও হরেন দাসকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতের বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতে পাঠিয়েছেন।

ধৃতদের মধ্যে সাহিল ইসলামপুরের ও দিবাস থাপা সিকিমের বাসিন্দা। বাকিরা শিলিগুড়ির বিভিন্ন এলাকায় থাকেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। রবিবার ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন ওই ময়দানের সামনে ৮-১০ জন তরুণ জড়ো হয়েছে বলে পুলিশের কাছে খবর আসে। ডাকাতির উদ্দেশ্যে তারা জমায়েত করেছিল বলে পুলিশের অনুমান। খবর পেয়ে পুলিশ এলাকায় অভিযান চালায়।

সংবর্ধনা

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : শিলিগুড়ি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে সংবর্ধনা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হল। রবিবার মিত্র সম্মিলনী হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গের প্রায় ৭০টি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সমাজের কল্যাণে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাওয়া মানুষদের এদিন ‘নর্থ বেঙ্গল হিউম্যানিটি অ্যাওয়ার্ড-২০২৬’ দিয়ে সম্মান জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পে সমাজসেবার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন একত্রিত হয়ে কাজ করার উদ্যোগ নেবে বলে জানানো হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী করিমুল হক, পর্যটন বিশেষজ্ঞ রাজ বসু, বৃহন্নলা সমাজের সোনাদেবী বড়মা প্রমুখ। ছিলেন সংগঠনের প্রিয়া পাল, রবি সিং সহ অন্যরা।

মিছিল

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : স্বাভাবিক প্রসব ও নিরাপদ মাতৃত্বের প্রচারে সচেতনতামূলক র‍্যালি করল সোসাইটি অফ মিডওয়াইভস ইন্ডিয়া (সোমি)-র নর্থ বেঙ্গল চ্যাপ্টার। রবিবার বাঘা যতীন পার্কের সামনে থেকে এই র‍্যালি শুরু হয়।



নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে পথে কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা। শিলিগুড়িতে রবিবার। -সঞ্জীব সূত্রধর

দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : চাল, তেল থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর পাশাপাশি পেট্রোপণ্যের দাম বাড়ছে লাফিয়ে। এমন পরিস্থিতিতে সংসার চালাতে চরম সমস্যায় নিম্নবিত্ত মানুষের পাশাপাশি মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি। সাধারণ মানুষের এই সমস্যাকে সামনে রেখে এবার পথে নামল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা কমিটি। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলে রবিবার দুপুরে কংগ্রেসের তরফে হাসমি চক থেকে প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। হিলকার্ট রোড হয়ে প্রতিবাদ মিছিলটি বিধান মার্কেট, বিধান রোড হয়ে পুনরায় হাসমি চকে পৌঁছে শেষ হয়। এখানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে সরব হন কংগ্রেস নেতারা। জেলা কংগ্রেসের সভাপতি সুবীন ভৌমিক বলেন, ‘কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ। সরকার ব্যবসায়ীদের স্বার্থে কাজ করছে। তার জন্য মানুষের জীবন-জীবিকা বিপর্যয়ের মুখে। প্রতিদিনই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে মানুষ কীভাবে বাঁচবে, সেই বিষয়টিই এখন সব থেকে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।’ তাঁর কটাক্ষ, “কোনদিন শুনব প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে বলছেন, ‘খাদ্যসামগ্রী কিনবেন না, তাতে খাদ্যসামগ্রী সস্তা হবে’।”

জল থইথই কবরস্থান ভরেছে আগাছায়

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর এবং কারবালা-কবরস্থানের মাঝে থাকা সীমানা প্রাচীরের একাংশ ভেঙে গিয়েছে। এরমধ্যেই গোদের ওপর বিষফোড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের জায়গায় থাকা জলের ট্যাংক। প্রতিদিনই ওভার ফ্লো হয়ে যাওয়া জল সংলগ্ন নিকাশিনালা দিয়ে বেরোনোর চেষ্টা করে। তবে সেখানে বাড়ি গজিয়ে ওঠায় প্রাচীরের ভাঙা অংশ দিয়ে জল ঢুকে যাচ্ছে কবরস্থানের ভেতর। সমস্যা এখানেই শেষ নয়। কারবালা কবরস্থানের চারদিকে বিভিন্ন সময় পুরনিগমের উদ্যোগে ১৭টি বাতি লাগানো হলেও ১১টাই খারাপ হয়ে গিয়েছে। ফলে সন্ধ্যার পর করবস্থান এলাকা অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে। কবরস্থান কমিটির অভিযোগ, কবর দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় গামবুট থেকে শুরু করে মাটি খোঁড়ার যন্ত্রপাতি কোনও কিছুই ঠিকমতো না থাকায় সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। গোটা করবস্থান এলাকা অগাছায় ভরে গিয়েছে।

শহরের মধ্যে থাকা এই কবরস্থানের এমন পরিস্থিতি নিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়তে শুরু করেছে। অভিযোগ, সেখানে কবর খোঁড়ার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মীও নেই। ভোর ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত পুরনিগম নিযুক্ত এক কর্মী রয়েছেন। তবে এই সময়ের পর কোনও কর্মী না থাকায় কমিটির দুজনকে দেহ নিয়ে আসা আত্মীয়দের দিয়ে মাটি খোঁড়ার কাজ করতে হচ্ছে।

বিষয়টা নিয়ে মহম্মদ সামসাদ, মহম্মদ ইকবালদের মতো বিভিন্ন সময় কবরস্থানে আসা মানুষজন ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। মহম্মদ নয়ন সরকারের কথায়, ‘আগের সরকারের আমলেও কারবালায়



প্রয়োজনীয় নজর দেওয়া হয়নি। এই সরকারের আমলেও সেরকম কিছু দেখা যাচ্ছে না।’

চার নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার তথা বিজেপির ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর বিবেক সিংয়ের বক্তব্য, ‘বিষয়টা আমাদের সামনে এসেছে। ওই পাঁচিল কীভাবে ভেঙেছিল, তা দেখা যাবে। সোমবার পুরনিগম, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর সহ জেলা প্রশাসনের কর্তাদের কারবালা পরিদর্শন করে যাবতীয় সমস্যা খতিয়ে দেখার কথা রয়েছে।’

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পাঁচিল ভেঙে যাওয়ার এই ঘটনাটি ঘটেছে বছর পাঁচেক আগে। পাঁচিলের ভাঙা অংশকে কেন্দ্র করে একাধিকবার মাপজোখ হলেও বাস্তবে ওই অংশ সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এদিন সকালে এত বেশি পরিমাণ জল কবরস্থানের ভেতরে ঢুকে যায়, যে দুপুর পর্যন্ত একাধিক নতুন কবরের আশপাশে জল জমে থাকে। সেই জল সরানোর কোনও রাস্তা না থাকায় সেখানেই জল ঘণ্টার পর ঘণ্টা জমে শুকিয়ে গিয়েছে।

আশপাশে অগাছায় ভরা জঙ্গল দেখিয়ে মহম্মদ ইসফাক বলছিলেন, ‘জঙ্গল যে শেষ কবে পরিষ্কার করা হয়েছে, তা আমরা কেউই মনে করতে পারছি না। কিছুদিন আগে সন্ধ্যার দিকে পরিচিত একজনের মৃত্যুর কারণে কবরস্থানে এসেছিলাম। রাতে পুরো কবরস্থান কার্যত অন্ধকারে ঢেকে যায়। কিছুদিন আগে পুরনিগমের তরফে কয়েকজন এসে খারাপ বাতিগুলোর হিসেব নিয়ে গিয়েছিলেন শুধু। তারপর অবশ্য কোনও কাজ হয়নি।’ নয়নের কথায়, ‘শহরের মধ্যে আমাদের বড় কবরস্থান বলতে এই একটাই রয়েছে। কবর খোঁড়ার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মী নেই। নিরাপত্তারক্ষীও একজন করেই থাকেন। দীর্ঘদিনের দাবিমতো কর্মীসংখ্যা বাড়ানো হোক। করবস্থানের এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হোক, আমরা সকলেই সেটা চাইছি।’

রক্তদান শিবির

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : সদ্য প্রয়াত তরুণ ধৃতিমান রায়ের স্মরণে রবিবার শিলিগুড়ির শক্তিগড়ের ৫ নম্বর রাস্তায় একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আয়োজিত এই শিবিরে মোট ৮৬ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এদিন সকালে শক্তিগড়ে ধৃতিমান রায়ের বাড়ির সামনেই শিবিরের আয়োজন করা হয়।

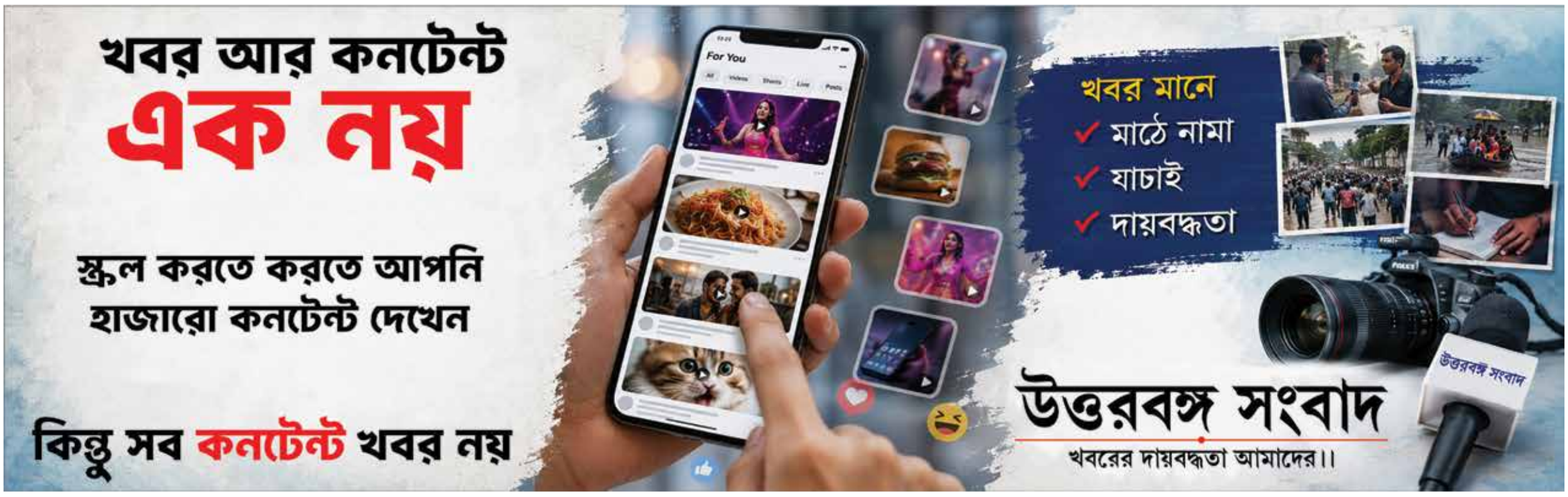

প্যাকেজ নেই, চায়ের রপ্তানিতে জোর পীযূষের

বাগান খোলার দায়িত্ব রাজ্যকেই

রণজিৎ ঘোষ

কার্সিয়াং, ২২ নভেম্বর : কার্সিয়াংয়ের মকাইবাড়ি টি রিসর্টে চা নিয়ে বৈঠকে বন্ধ বাগান চালু প্রসঙ্গে কোনও আশ্বাস দিলেন না কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। বরং বিষয়টি তিনি রাজ্য সরকারের হাতেই ছেড়েছেন। রবিবার মন্ত্রী বলেন, 'বন্ধ বাগান খোলা স্থানীয় বিষয়, রাজ্য সরকার দেখে।' তাঁর সংযোজন, 'কোনও মালিক বাগান বন্ধ করলে কী করা যাবে?' বৈঠক শেষে মন্ত্রী জানিয়েছেন, চা শিল্পে স্বচ্ছতা আনা এবং সবাই যাতে ভালো দাম পান সেই লক্ষ্যে উৎপাদিত চায়ের ১০০ শতাংশ নিলামের আওতায় আনার কথা ভাবছে কেন্দ্র।

পুজোর আগে শিলিগুড়িতে এসে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং বন্ধ বাগান নিয়ে সাত দিনের 'আলটিমেটাম' দেন। বাগান না খুললে রাজ্য তা অধিগ্রহণ করে অন্য সংস্থার হাতে দেবে বলে জানান তিনি। যদিও তারপর দু'মাস কেটেছে। কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এরপর তিনদিনের সফরে রবিবার পাহাড়ে পৌঁছান কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ। বিকেলে তিনি বড় বাগান মালিকদের বিভিন্ন সংগঠন, ক্ষুদ্র চা চাষিদের সংগঠন, চা প্রস্তুতকারক এবং রপ্তানিকারক, চা গবেষক সংস্থা (টিআরএ) সহ অন্যদের নিয়ে বৈঠক করেন। সেখানে চা মালিক সংগঠনগুলির তরফে বিভিন্ন প্রস্তাব দেওয়া হয়।

ক্ষুদ্র চা চাষিদের সর্বভারতীয় সংগঠন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বৈঠকে বেশ কিছু দাবি তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'চা পাতার ন্যূনতম দাম নির্দিষ্ট না থাকায় ক্ষতি হচ্ছে। এজন্য কাঁচা পাতার ন্যূনতম সহায়কমূল্য ঠিক করা হোক।' পাশাপাশি জাতীয় স্তরে ক্ষুদ্র চা চাষিদের উন্নয়নে তহবিল তৈরি, দার্জিলিং চায়ের উন্নয়নে উপযুক্ত পদক্ষেপ সহ বিভিন্ন দাবি তুলেছেন তিনি। তবে বন্ধ বাগান নিয়ে এদিনের বৈঠকে কোনও পক্ষ মুখ খোলেনি।



সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। রবিবার।

সাংবাদিক বৈঠকে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টকে পাশে বসিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, 'দার্জিলিং চা ভারতের গর্ব। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম চা উৎপাদক ভারত। তাই এক্সপোর্ট প্রমোশন মিশন প্রকল্পে দার্জিলিং চায়ের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ করা হচ্ছে।' বিদেশে আরও বেশি চা রপ্তানি, বিভিন্ন দেশে দার্জিলিং চায়ের ব্র্যান্ডিং ও প্রচারের উদ্যোগ নেওয়া এবং গুণমান উন্নত করার ডাক দেন পীযূষ। তাঁর কথায়, 'চায়ের গুণমান উন্নত এবং সুস্বাদু করতে গবেষক সংস্থাগুলিকে মজবুত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। চা নিয়ে গবেষণার কাজে যুক্ত সংস্থাগুলির বকেয়া মেটানোর চেষ্টা চলছে। পাহাড়-তরাই-ডুয়ার্সের অনেক চা বাগানে বহুদিনের পুরোনো চা গাছ রয়েছে। সেগুলি তুলে ফেলে নতুন গাছ লাগানোর জন্য চা পর্ষদ একটি প্রকল্প তৈরি করবে। আগে অস্বচ্ছতার অভিযোগে এমন প্রকল্প মাঝপথে বন্ধ হয়েছিল। এবার যাতে তা না হয় সেই লক্ষ্যে নজরদারি বাড়ানো হবে।'

এদিকে আইটিপিএ-র কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য শুভঙ্কর মিত্তাল বলেছেন, 'বৈঠকে অনেক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা উত্তরবঙ্গের রুগ্ন চা শিল্পের উন্নয়নে কার্যনির্বাহী পদক্ষেপের আবেদন করেছি। মন্ত্রীও সমস্ত বিষয় গুরুত্ব দিয়ে শুনেছেন, চা পর্ষদের আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন।' সিটিসি এবং অর্থডক্স চায়ের ১০০ শতাংশ চা নিলামের মাধ্যমে বিক্রির কথা বলেন মন্ত্রী। শ্রমিকদের জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রমিক কল্যাণ যোজনায় ৩১২ কোটি টাকা খরচের কথাও মন্ত্রী উল্লেখ করেছেন। পাহাড়, সমতল মিলিয়ে এ মুহূর্তে প্রায় ৩০টি বাগান বন্ধ। কয়েক বছর আগে কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী থাকাকালীন নির্মলা সীতারামন উত্তরবঙ্গে এসে চা বাগান অধিগ্রহণের আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু আর কোনও পদক্ষেপ হয়নি।

গ্রেপ্তার কর্মচারী

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : দোকানের মালিকের বাড়ির তালা ভেঙে নগদ ৩ লক্ষ টাকা চুরির অভিযোগে অবশেষে পুলিশের জালে অভিযুক্ত কর্মচারী। শনিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতের নাম দেবাশিস রায়। চুরির টাকায় কেনা একটি মোটরবাইকও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মাটিগাড়া থানা এলাকার তুম্বাজোতের বাসিন্দা জ্যোৎস্না ঘোষ গত ২৬ অক্টোবর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, গত ২৩ অক্টোবর তাঁরই দোকানের কর্মচারী দেবাশিস বাড়ির তালা ভেঙে ভেতরে ঢোকেন এবং নগদ ৩ লক্ষ টাকা চুরি করে পালান। চুরির গোটা ঘটনাটি বাড়ির সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ে। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

কিশনগঞ্জ, ২২ নভেম্বর : সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ফোটোগ্রাফারের। শনিবার রাতে কোচাধামন থানা এলাকার কমলপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃত অক্ষয় কুমার দিঘলব্যাংক থানার কুমভারটোলি গ্রামের বাসিন্দা। একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে কাজ সেরে বাইকে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। পথে দ্রুতগতির একটি গাড়ির সঙ্গে তাঁর বাইকের সংঘর্ষ হয়। পুলিশ ও স্থানীয়রা গুরুতর জখম অক্ষয়কে স্থানীয় এক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। রবিবার সকালে ময়নাতদন্তের পর তাঁর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সিরাজ খুশরু জানান, সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্ত চলছে। পলাতক চালক ও মালিকের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

ধৃত হেড ক্লার্ক

কিশনগঞ্জ, ২২ নভেম্বর : শনিবার রাতে শহরের ধরমগঞ্জ মহল্লায় সরদার গোপাল সিং জুনিয়ার হাইস্কুলের সামনে মদ্যপ অবস্থায় স্থানীয়দের সঙ্গে ঝামেলার অভিযোগে গ্রেপ্তার জেলা শাসকের দপ্তরের বড়বাবু অশোক সাহানি। সদর থানার আইসি মুকেশ কুমার জানান, সদর হাসপাতালে পরীক্ষায় তাঁর শরীরে অ্যালকোহলের উপস্থিতি মেলে। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে রবিবার তাঁকে আদালতে তোলা হলে ২ হাজার টাকা জরিমানায় জামিন মঞ্জুর হয় বলে জানান সরকারি আইনজীবী সুরেন সাহা। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (১) সিরাজ খুশরু জানান, আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

পূর্বমুখী যাত্রায় বক্সার বাঘিনী

আলিপুরদুয়ার, ২২ নভেম্বর : এবার সে বেছেছে পূর্ব দিক। শুক্রবার থেকে বক্সার বাঘিনী জঙ্গলের মাঝখানে সরে উত্তর দিকে যাত্রা করেছিল। শনিবার ভুটান সীমানায় অনেকটাই এগিয়েছিল বাঘিনী। রবিবার আবার সে যাত্রাপথ বদলে পূর্ব দিকে যাওয়া শুরু করেছে। বক্সার জঙ্গলের পূর্ব দিকে রয়েছে অসম। যদিও বাঘিনী বর্তমানে যেখানে রয়েছে সেখান থেকে অসমের দূরত্ব প্রায় ১০ কিলোমিটারের বেশি। ওই রাস্তা ধরে বাঘিনী একবার অসমে গিয়েছিল। তবে এবার আরও বেশি সতর্ক হয়েছে বন দপ্তর। জঙ্গলে রাখার জন্য বিভিন্নভাবে নজরদারি চলছে। উত্তরদিকে ভুটানে চলে গেলে যেমন বিটিআর টিএফ-১ নিয়ে চাপ বেড়ে যায় বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের আধিকারিকদের, তেমনই পূর্ব দিকে যাওয়াতেও চাপ বাড়ছে। বন দপ্তর জানাচ্ছে, বাঘিনীর রেডিও কলারের সিগন্যালের মাধ্যমে নজরদারি চালানো হচ্ছে।

দূষিত ফেনা

প্রথম পাতার পর

তাঁর কথায়, 'এই নদী দূষিত হওয়ায় আশপাশের মানুষের স্বাস্থ্যে প্রভাব পড়ছে। দূষিত জল শরীরে লাগলে চর্মরোগের সমস্যাও দেখা দিচ্ছে। তবে সরকার চাইলে এই নদীর রূপ বদলে দিতে পারে।' নদীর আশপাশে বসবাসকারী পরিবারগুলিকে প্রতিনিয়ত এই পরিস্থিতির মধ্যে থাকতে হচ্ছে। শিশু ও বয়স্কদের স্বাস্থ্য নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে। বাসিন্দাদের আশঙ্কা, দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা মাটি, পলি ও বর্জ্য না সরালে আগামীদিনে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে।

ফুলেশ্বরী বাজারের এক ব্যবসায়ীরও একই অভিযোগ। তাঁর কথায়, 'শহরের সৌন্দর্যায়ন ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে আলোচনা হলেও গুরুত্বপূর্ণ এই নদীটির দিকে তেমন নজর দেওয়া হচ্ছে না। মাঝেমধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ হলেও নদী এত দূষিত থাকত না।' তিনি আরও বলেন, 'শুধু নদীর উপরিভাগ থেকে আগাছা সরালেই হবে না, নদীগর্ভে জমে থাকা পলি ও মাটি সরিয়ে সম্পূর্ণ সংস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি নদীতে যাতে আবর্জনা ও বর্জ্য না ফেলা হয়, তার জন্যও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে।' শহরের পরিবেশের ভারসাম্য ফেরাতে নদীগুলির সংস্কার জরুরি বলে মনে করেন পরিবেশপ্রেমী অনিমেষ বসু। তাঁর কথায়, 'সমস্ত নালার জল ফুলেশ্বরী নদীতে মিশছে। আবর্জনা নদীতে ফেলা হচ্ছে। কেবল সেতুর ওপর লোহার জালি লাগিয়ে দিয়ে নদী দূষণ আটকানো যাবে না। নদীগুলিকে দ্রুত সংস্কারের কাজ শুরু করতে হবে। তবেই শহরের পরিবেশে ভারসাম্য ফিরবে।' জোড়াপানির মতো ফুলেশ্বরীর হাল ফেরাতেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ আশ্বাস দিয়েছেন। তবে সেই আশ্বাস কতক্ষণে বাস্তবায়িত হয় সেদিকেই শহরের হাজার হাজার বাসিন্দার চোখ।


সোনালি ফসল কাঁধে। কোচবিহারের ঝিনাইডাঙ্গায়। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

ক্ষুদ্র চা বলয়ে নয়া সংগঠন

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২২ নভেম্বর : এবার উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা বলয়ে প্রভাব বিস্তারে নজর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস)। ক্ষুদ্র ও মাঝারি চা বাগানের সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজস্ব শ্রমিক সংগঠনের মাধ্যমে কাজ করলেও ক্ষুদ্র চা বাগান মালিকদের মধ্যে এতদিন প্রভাব ছিল মূলত অরাজনৈতিক সংগঠনগুলির। তাঁদের বড় অংশই কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (সিস্টা)-র ছাতার তলায় রয়েছেন। এবার 'সংঘ স্মল টি গ্রোয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল' নামে সংগঠন তৈরি করে উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা চাষিদের কাছে পৌঁছানোর কাজ শুরু করেছে আরএসএস। ২০২৯ সালের লোকসভা ভোটের আগে এই ক্ষেত্রেও জনসংযোগ বাড়ানোই সংঘের লক্ষ্য বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

রাজ্যে বিজেপির সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধিতে তৃণমূল স্তরে আরএসএসের জনসংযোগের ভূমিকা ছিল বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত। তবে উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা বাগান ক্ষেত্র এতদিন সেই সাংগঠনিক উদ্যোগের বাইরে ছিল। এবার সেই ক্ষেত্রেই নজর দিয়েছে সংঘ। উত্তরবঙ্গে এই মুহূর্তে প্রায় ৫০ হাজার ক্ষুদ্র চা বাগান রয়েছে। বাগান মালিক, তাঁদের পরিবার, পরিবহণকর্মী ও শ্রমিক মিলিয়ে আট থেকে দশ লক্ষ মানুষ এই শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত। তাই নতুন সংগঠনের রেজিস্ট্রেশন করিয়ে ক্ষুদ্র চা বাগান মালিকদের পাশাপাশি ফার্মার্স প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনগুলির মধ্যেও প্রচার শুরু হয়েছে।

১৯৯৪ সাল থেকে উত্তরবঙ্গে ক্ষুদ্র চা বাগানের পথচলা শুরু। জলপাইগুড়িতে বিজয়গোপাল চক্রবর্তী ও রজত রায়কার্জির উদ্যোগে 'জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতি' গড়ে ওঠে। পরে তৈরি হয় সিস্টা। এতদিন ক্ষুদ্র চা চাষিদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে রাজনৈতিক দল থেকে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার, সকলেই এই সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেছে। সেই ক্ষেত্রে এবার নতুন সংগঠনের আবির্ভাব ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন সমীকরণ।

সংঘের পূর্ব ক্ষেত্রের কার্যনির্বাহী সদস্য বিবেকানন্দ পাত্র বলেন, 'ক্ষুদ্র চা বাগান নিয়ে আমরা এক দশক ধরে কাজ করছি। চা শ্রমিক সংগঠন এবারেই প্রথম।' তাঁর দাবি, 'আমরা চাই, ক্ষুদ্র চা বাগান মালিকরা কাঁচা পাতার ন্যায্য দাম পান। নিজেরা এফপিও-র মাধ্যমে চা তৈরির ইউনিট করুন। তাতে চায়ের গুণগত মান উন্নত হবে। রাজ্য ও কেন্দ্রের



সরকারি প্রকল্পের সুবিধা ক্ষুদ্র চা চাষিদের পাইয়ে দিতে আমরা চাষিদের পাশে আছি।'

নতুন সংগঠনের সভাপতি রাজদীপ চক্রবর্তীর দাবি, 'অন্য কোনও সংগঠন ক্ষুদ্র চা চাষিদের সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ। তাই সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দিতে আমরা ময়দানে নেমেছি।'

অন্যদিকে, জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সভাপতি রজত রায়কার্জি নতুন সংগঠনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'নতুন সংগঠনের দায়িত্বে থাকা কেউ কেউ এলাকায় গিয়ে নিজেকে চা পর্ষদের অফিসার বলে পরিচয় দিয়ে ক্ষুদ্র চা চাষিদের ভুল পথে চালিত করছেন। আমরা সেইসব ব্যক্তির নামে চা পর্ষদে অভিযোগ জানিয়েছি।' যদিও রাজদীপ চক্রবর্তী এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন।

সিস্টা-র সর্বভারতীয় সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'যে কেউ নতুন স্বীকৃত সংগঠন নিয়ে আসতেই পারেন। কিন্তু আমরা কী করেছি, এখন কী করছি, তা ক্ষুদ্র চা চাষি থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, রাজ্য ও কেন্দ্র, ভালো করেই জানে। তবে মনে রাখতে হবে এটা চা শিল্প। এখানে কাজ করা চ্যালেঞ্জিং।'

নিখরচার সফরের অপব্যবহার, রাশ পরিবহণ দপ্তরের

কলকাতা, ২২ নভেম্বর : মহিলা ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের স্বার্থে সরকারি বাসে নিখরচায় যাতায়াতের ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার। চাইলেই সরকারি বাসে বিনা খরচে যে কোনও প্রান্তে পৌঁছোতে অসুবিধা নেই। কিন্তু এই সুযোগের অপব্যবহার রুখতে এবার নতুন সিদ্ধান্ত নিল পরিবহণ দপ্তর। দূরপাল্লার বাসে অনলাইন টিকিট বুকিংয়ের ক্ষেত্রে রাশ টানা হয়েছে। এবার থেকে বাসের মোট আসনের মাত্র ৩০ শতাংশ অনলাইনে বুক করা যাবে। বাকি ৭০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে অফলাইন বুকিংয়ের জন্য। ফলে টিকিট পেতে যাত্রীদের যেতে হবে সংশ্লিষ্ট বাস ডিপোয়। ডব্লিউবিটিসি, এসবিএসটিসি, এনবিএসটিসি'র সবকটি নিগমে এই নতুন নিয়ম চালু হতে চলেছে। এতে সত্যিই যাঁদের বাসের টিকিট প্রয়োজন তাঁরা টিকিট পাবেন। দূরপাল্লার বাসে আগে থেকে অনলাইনে টিকিট বুক করেও সফর করছেন না অনেকে। আবার দূরের গন্তব্যের টিকিট কেটে অনেক মহিলা অর্ধেক রাস্তাতেই বাস থেকে নেমে যাচ্ছে। অনেক সময় টিকিট কেটেও সওয়ারি করেন না। এতে সমস্যায় পড়ছে নিগমগুলি। বর্তমানে একজন মহিলা যাত্রী শুধুমাত্র নাম, ফোন নম্বর দিয়ে একাধিক টিকিট কাটতে পারেন। এর ফলে অনেক যাত্রী টিকিট কাটতে গিয়ে সিট বুক করতে পারছেন না। বাধ্য হয়ে বেশি খরচের টিকিট নিয়ে বেসরকারি বাসে সওয়ারি করতে বাধ্য হচ্ছিলেন। তাই পরিবহণ দপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী সবকটি নিগমের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে দ্রুত এই নিয়ম কার্যকর করার জন্য জানানো হয়েছে। ফলে সাধারণ ভাড়ার যাত্রীদের স্বার্থ এবং নিগমের আয় বিবেচনা করে অনলাইন বুকিং সীমিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

অপরদিকে বাসভাড়া বৃদ্ধির দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে সরব ছিল বেসরকারি বাস মালিকদের সংগঠন। এদিন ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং। তিনি বলেন, 'পরিষেবা ভালো করার দরকার হলে ভাড়ার ওপরে বিচার করা উচিত। আর না হলে যেভাবে চলছে সেভাবেই চলবে।' এই নিয়ে ক্যাবিনেটেও আলোচনা হবে বলে জানিয়েছেন অর্জুন।

জনজাতি গৌরব দিবস

চোপড়া, ২২ নভেম্বর : জনজাতি গৌরব দিবস উপলক্ষ্যে রবিবার চোপড়ার ভোলাগছ দুর্গা মন্দির প্রাঙ্গণে পালিত হল বিরসা মুন্ডার ১৫১তম জন্মজয়ন্তী। বনবাসী কল্যাণ আশ্রম উত্তরবঙ্গের উদ্যোগে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে শোভাযাত্রা, আদিবাসী লোকনৃত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিরসা মুন্ডার সংগ্রামী জীবন ও আদিবাসী সমাজের অধিকার রক্ষায় তাঁর অবদান নিয়ে আলোচনা হয়।

উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী

প্রথম পাতার পর

বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে ভারত।' এদিকে, রাজ্যের খ্রিস্টান সমাজের অভিযোগ ও আশঙ্কা নিয়েও মুখ খুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'বদলের বাংলায় কাউকে ধর্মাচরণের জন্য আদালতে ছুটতে হয় না। নমাজও তো বন্ধ হয়নি। কেউ কেউ বলছে, ময়দানে বৃষ্টি হলে কী হত? বৃষ্টি হলে ত্রিপল দিতাম। ধর্মীয় অধিকার সবার সমান রয়েছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কাউকে বাধা দেওয়া হয়েছে, হাইকোর্টে যেতে হয়েছে এমনটা এই সরকার থাকাকালীন তো হয়নি।' পার্ক স্ট্রিটের বড়দিনের অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'পার্ক স্ট্রিটে ৭ দিন ধরে যে অনুষ্ঠান চলে, সেই সংক্রান্ত একটি চিঠি পেয়েছি।' তাঁর আশ্বাস, 'পার্ক স্ট্রিটে সরকারের তরফে যতটুকু যা বলা হবে, সেভাবে ওরা পালন করবে। তোষণের রাজনীতি এই সরকার করে না।'

সম্প্রতি মিশনারি স্কুলগুলিতে ধর্মান্তরণের অভিযোগ তুলেছেন শমীক। সেই অভিযোগ ঘিরে খ্রিস্টান সংগঠনগুলির তরফে বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও একগুচ্ছ দাবি জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে চিঠি দিয়েছেন চার্চের প্রধানরা।

বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্য সরকার অবগত রয়েছে বলেও জানিয়েছেন শুভেন্দু। তাঁর দাবি, প্রতিবেশী দেশের হিংসার ছবি ও ভিডিও তাঁরাও পাচ্ছেন। বাংলাদেশ থেকে অনেকে মেডিকেল বা পর্যটক ভিসা নিয়ে এ রাজ্যে আসেন। ভিসার মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের ফেরত পাঠানো যায় না। মেয়াদ শেষ হলে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বেআইনি অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত প্রায় ১৯ জনকে বিএসএফের মাধ্যমে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি। তাঁর বক্তব্য, সিএএ-র ক্ষেত্রে কাট-অফের তারিখ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪। অন্যদিকে, বাংলাদেশ থেকে আসা নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পুলিশি ব্যবস্থা না নেওয়ার সময়সীমা ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত রয়েছে। প্রয়োজন হলে সময়সীমা বাড়ানোর বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানাবেন বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

পৃথিবীর পাঠশালা

জেল ছাড়াই সাজা পূর্ণ



তেরো বছরের কারাদণ্ডের মেয়াদ যে মাসে শেষ হওয়ার কথা, ঠিক সেই মাসেই টনক নড়ল আমেরিকার মিসৌরি প্রশাসনের। ২০১৩ সালের জুলাইয়ে তারা হঠাৎ আবিষ্কার করল, দোষী সাব্যস্ত কর্নেলিয়াস মাইক অ্যান্ডারসনকে কোনওদিন জেলেই পাঠানো হয়নি। আসলে ২০০০ সালে সশস্ত্র ডাকাতির দায়ে সাজা হওয়ার পর জামিনে বাইরে ছিলেন মাইক। উচ্চ আদালতে আবেদন নিষ্পত্তি হওয়ার পর দপ্তরের সামান্য এক করণিকের ভুলে তাঁকে জেলে হাজির হওয়ার নির্দেশই আর পাঠানো হয়নি। তবে মাইক পালিয়ে যাননি। নিজের আসল নামেই দিব্যি সংসার পেতেছিলেন, গড়ে তুলেছিলেন নির্মাণ ব্যবসা, নিয়মিত কর দিয়েছেন, এমনকি ছোটদের ফুটবল প্রশিক্ষণও দিতেন। ভুল ধরা পড়তেই তড়িঘড়ি তাঁকে গ্রেপ্তার করে জেলে পোরা হয়। প্রায় দশ মাস কারাবাসের পর ২০১৪ সালের ৫ মে বিচারক টেরি লিন ব্রাউনের এজলাসে ওঠে মামলা। মাইকের বদলে যাওয়া জীবন আর ভালো আচরণ দেখে বিচারক বুঝেছিলেন, তাঁকে আর জেলে আটকে রেখে লাভ নেই। বাইরে কাটানো ৪,৭৯৪ দিনকেই সাজা হিসেবে গণ্য করে বিচারক তাঁকে পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন।



অবোলাদের শোকযাপন

শোক বা প্রিয়জন হারানোর কষ্ট শুধু মানুষের একচেটিয়া অধিকার নয়। বিজ্ঞানীরা এখন বুঝতে পারছেন যে অবোলা প্রাণীদেরও নিজেদের প্রিয়জন হারানোর গভীর অনুভূতি রয়েছে। বছরের পর বছর ধরে গবেষকরা দেখেছেন যে, কোনও সঙ্গী বা পরিবারের সদস্য মারা গেলে প্রাণীরা অবাক করা সব আচরণ করে। যেমন হাতির পালের কেউ মারা গেলে অন্য হাতিরা মৃতদেহের চারপাশে জড়ো হয়ে শুঁড় দিয়ে খুব আলতো করে তাদের ছুঁয়ে দেয়। এমনকি বহুদিন পর তারা সেই একই জায়গায় ফিরে এসে মৃত হাতির দেহাবশেষ উলটেপালটে দেখে যায়। আবার ডলফিন মায়েদের মৃত সন্তানকে পিঠে বা মুখে নিয়ে দিনের পর দিন জলের ওপর ভেসে থাকতে দেখা গিয়েছে, যেন তারা কিছুতেই নাড়িছেঁড়া ধনকে ছেড়ে যেতে চাইছে না। কাছের বন্ধুকে হারালে শিম্পাঞ্জিরাও একদম চুপচাপ আর বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। প্রাণীরা ঠিক মানুষের মতোই শোকপালন করে কি না, তা বিজ্ঞানীরা নিশ্চিতভাবে বলতে না পারলেও, এটা একদম সত্যি যে প্রাণীজগতের আবেগ আর মায়ার বাঁধন আমাদের ধারণার চেয়েও অনেক বেশি গভীর। প্রকৃতির এই রূপ চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেয় যে, ভালোবাসা আর বিচ্ছেদের যন্ত্রণা কেবল মানুষের একার নয়।

শেষ সফরে ভাড়া মকুব

ট্যাক্সিতে উঠে গন্তব্যে পৌঁছানোর পর চালক যদি জোর করে ভাড়া নিতে অস্বীকার করেন, তবে অবাক হতেই হয়। সম্প্রতি এমনই এক মন ভালো করা অভিজ্ঞতার সাক্ষী হলেন এক যাত্রী। গাড়ি থামতেই প্রবীণ চালক মাইক সাফ জানিয়ে দিলেন, এই যাত্রার জন্য তিনি একটি পয়সাও নেবেন না। কারণটা শুনতেই যাত্রীর মন আনন্দে ভরে গেল। ১৯৬৫ সাল থেকে একটানা ট্যাক্সি চালিয়ে আসা মাইকের সেটিই ছিল কর্মজীবনের একদম শেষ সফর। এরপরই পাকাপাকিভাবে অবসর নিচ্ছেন তিনি। মাইক জানান, চালকদের মধ্যে একটা পুরোনো সুন্দর রীতি আছে। পেশাজীবনের প্রথম আর শেষ সফর নাকি যাত্রীদের বিনা ভাড়ায় করাতে হয়। দীর্ঘ কয়েক দশকের কর্মজীবনকে বিদায় জানানোর আগে সেই ঐতিহ্যটাই সযত্নে রক্ষা করলেন তিনি। অচেনা এক মানুষের জীবনের এত বড় একটা মাইলফলকের অংশ হতে পেরে আপ্লুত ওই যাত্রী পরে সবার সঙ্গে গোটা গল্পটি ভাগ করে নেন। শেষবেলার এমন আন্তরিক উপহারের জন্য মাইককে ধন্যবাদ জানিয়ে সুখী অবসরজীবনের শুভেচ্ছাও জানান তিনি।





লাল জালে পোকা জব্দ

জাপানের বিজ্ঞানীরা এক অদ্ভুত আবিষ্কার করেছেন যা কোনও বিষাক্ত ওষুধ ছাড়াই খেতের পোকা আটকাতে পারে। সেখানকার এক বিশেষ প্রজাতির পেঁয়াজকে ধ্বংস করে দিত ছোট ছোট একধরনের পোকা। বিজ্ঞানীরা খেয়াল করেন এই পোকাগুলি লাল রং একদমই দেখতে পায় না। তাই খেতের চারপাশে লাল রঙের জাল বিছিয়ে দিলে তাদের কাছে সেটি অন্ধকার দেয়ালের মতো মনে হয় এবং তারা আর ভেতরে ঢোকার সাহস পায় না। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, সাধারণ কালো বা সাদা জালের চেয়ে লাল রঙের জাল পোকা আটকাতে জাদুর মতো কাজ করে। এর ফলে খেতে বিষাক্ত ওষুধ ছড়ানোর পরিমাণ প্রায় অর্ধেক কমে যায় এবং পেঁয়াজ অনেক বেশি তাজা থাকে। চাষের ক্ষেত্রে সব সময় বিষের দরকার হয় না, শুধু ভাবনার একটু বদল করলেই মুশকিল আসান হয়।

বিয়ের পিঁড়িতে

প্রথম পাতার পর

প্রীতির কথায়, 'আমাদের আদিবাসীদের বিয়ের নানা রীতিনীতি রয়েছে। রবিবার থেকেই তা শুরু হয়েছে। প্রকৃতি আরাধনা করে আমাদের বিয়ে হবে। এসময় বাড়ি থেকে বেরোতে নেই। কিন্তু বিয়ের আগে সোমবার সকালে স্কুলে গিয়ে আমি এই শুভ কাজটা করতে চাই। তারপর বুধবার বিয়ে।'

প্রীতি জানান, মাল ব্লকের ওদলাবাড়ির সুনীল দত্ত স্মৃতি গার্লস হাইস্কুলে তিনি প্রায় ১০০০ প্যাকেট স্যানিটারি ন্যাপকিন ছাত্রীদের দেবেন। ওই স্কুলের পড়ুয়ারা বেশিরভাগই শ্রমিককন্যা। তাঁর কথায়, 'একটা ভেন্ডিং মেশিন স্কুলকে দেওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সেটি আসতে ডিসেম্বর হয়ে যাবে।' শুধু প্রীতিই নয়, তাঁর হবু স্বামী রোহিত সরকার এব্যাপারে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। ভালোবেসে একে অন

ওয়েলিংটনে ‘ওয়েল ডান’ ভারত

৭২০/৯ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ভারতের স্কোর। যা নিউজিল্যান্ডে টেস্টে কোনও দলের সর্বাধিক।

১ ভারত প্রথম দল যারা নিউজিল্যান্ডে টেস্টের এক ইনিংসে সাতশোর বেশি রান করল। আগের রেকর্ডটি ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের (৬৬০/৫, ১৯৯৫)।

১ ভারতের ৭২০/৯ অ্যাওয়ে টেস্টে সর্বাধিক। আগের রেকর্ডটি ছিল শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে (৭০৭, ২০১০)।

৭ প্রথম সাত উইকেটে ভারতের ৫০ প্লাস পার্টনারশিপ এসেছে। টেস্টে ক্রিকেটে যা প্রথমবার।

১ ভারতের ইনিংসে ছয়জন ৭০ বা তার বেশি রান করেছেন। টেস্টে এই রেকর্ড আগে হয়নি।

১৪ ওয়েলিংটনে প্রথম ইনিংসে ভারত ১৪টি ছক্কা মেরেছে। নিউজিল্যান্ডে কোনও টেস্ট ইনিংসে যা যুগ্ম সর্বাধিক।



টেস্টে নিজের নবম শতরানের পর ঋষভ পন্থ। ওয়েলিংটনে রবিবার।

প্যান্টাস্টিক

১ ভারত ও এশিয়ার প্রথম উইকেটকিপার হিসেবে চারটি সেনা (দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া) দেশেই শতরান করলেন ঋষভ পন্থ।

৩ সামগ্রিকভাবে ঋষভ তৃতীয় উইকেটকিপার যিনি চারটি সেনা দেশেই শতরান করলেন।

৯ টেস্টে ঋষভের শতরানের সংখ্যা। যা উইকেটকিপারদের মধ্যে তৃতীয় সর্বাধিক। সামনে অ্যাডাম গিলক্রিস্ট (১৯) ও অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার (১২)।

৭ বিদেশের মাটিতে ঋষভ সাতটি শতরান করেছেন। এই তালিকায় গিলক্রিস্টের (১০টি) পর তিনি দ্বিতীয়।

১০৮ টেস্টে ঋষভের ছয়ের সংখ্যা। ব্যাটারদের মধ্যে যা দ্বিতীয় সর্বাধিক। টপকালেন ব্রেন্ডন ম্যাককুলামকে (১০৭)। সামনে বেন স্টোকস (১৩৮)।

৪ টেস্টে চারবার ছক্কা মেরে শতরান করলেন ঋষভ। এই তালিকায় তিনি যুগ্মভাবে দ্বিতীয়। শীর্ষে শচীন তেন্ডুলকার (৬ বার)।

পন্থের ইতিহাসে সাতশো পার!

শেষ দিনের থ্রিলারে দরকার ৮ উইকেট

ওয়েলিংটন, ২২ নভেম্বর : উত্তেজক সমাপ্তির পথে ওয়েলিংটন টেস্ট। নিউজিল্যান্ডের সামনে একটাই রাস্তা খোলা। ম্যাচ ড্র রাখতে সোমবার পুরো দিন ব্যাটিং করা। জয়ের জন্য ভারতের দরকার ৮ উইকেট। ৩৫২ রানে পিছিয়ে তৃতীয় দিনের শেষে কিউয়ি ব্রিগেড ১১৯/২। এখনও ২৩৩ রানে এগিয়ে ভারত। যে পুঁজি নিয়ে শেষদিনে ইনিংসে জয়ের হাতছানি জসপ্রীত বুমরাহ ব্রিগেডের সামনে। সুযোগ থাকছে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়েরও।

তৃতীয় দিনের শেষেই জয়ের গন্ধ পাচ্ছিল টিম ইন্ডিয়া। ১১৮ রানে এগিয়ে স্কোর পৌঁছে যায় ৪৮৬/৪। রবিবার যে স্কোরকে প্রতিপক্ষের নাগালের বাইরে নিয়ে চলে যায় গম্ভীরের দল। চা পানের বিরতির আগে ইনিংসে যখন ইতি টানেন শুভমান গিল, ভারত ৭২০/৯! বিদেশে সর্বাধিক স্কোর। নিউজিল্যান্ডে এত রান করতে পারেনি কোনও সফরকারী দল। ২০২০ সালের সফরে দুই টেস্টের চার ইনিংসে ভারত করেছিল মোট ৭২২ রান। চলতি সিরিজের প্রথম ইনিংসেই সেখানে ৭২০!

কিউয়িদের ৩৬৮ রানের চ্যালেঞ্জ উড়িয়ে লিডই ৩৫২! লোকেশ রাহুল-শুভমানদের পর আজ ঋষভ-স্পেশাল। বিদেশের মাটিতে লাল বলের ক্রিকেট মানে ব্যাট চওড়া। ওয়েলিংটন টেস্টও তারই নমুনা রাখলেন ঋষভ পন্থ। শনিবার শেষবেলাতেও ঝড় তুলেছিলেন। এদিন যতক্ষণ ক্রিজে ছিলেন ঝড়ের গতি কমেনি। যার সামনে অসহায় দেখাল ঝিমিয়ে পড়া কিউয়ি বোলারদের। কাইল জেমিসনকে স্টেডিয়াম পার করে বাইরের রাস্তায় ফেললেন। সেঞ্চুরি পূরণও ছক্কা হাঁকিয়ে।

ঋষভের পাশে তাল ঠুকলেন নৈশপ্রহরী অংশুল কম্বোজ (৪২ বলে ৩৮), ধ্রুব জুরেলও (৭৯ বলে ৭৮)। ম্যাচে ফিরতে সকালে ধাক্কা দেওয়ার কথা শুনিয়েছিলেন গ্লেন ফিলিপসরা। যদিও উলটপুরাণ। লাঞ্চের আগেই ১৪৩ রান যোগ করে ভারত পৌঁছে যায় ৬২৯/৬-এ। সবমিলিয়ে এদিন ৪১ ওভার ব্যাট করে ২৩৪ রান! পরিসংখ্যানেই দাপটের ছবি পরিষ্কার।



দ্বিতীয় বলেই আউট টম ল্যাথাম। বোলার জসপ্রীত বুমরাহকে নিয়ে উচ্ছ্বাস টিম ইন্ডিয়ার।

পঞ্চম উইকেটে কম্বোজ-ঋষভ ৬৮ রান যোগ করেন। এরপর ঋষভ-ধ্রুব জুরেল যুগলবন্দি। ঋষভের প্রত্যাবর্তনে স্পেশালিস্ট ব্যাটারের দায়িত্ব জুরেলের। দায়িত্ব পালনে আস্থার মর্যাদা রাখলেন। ক্রিকেটীয় শটে সাজানো ইনিংসে সুনীল গাভাসকার থেকে স্কট স্টাইরিসদের প্রশংসাও কুড়িয়ে নিলেন।

ঋষভ ফেরার পর জুরেলের দাপটে টেস্ট ইতিহাসে চতুর্থবার সাতশোর এভারেস্ট পার ভারতের। ওয়াশিংটন সুন্দর (২৪), আকাশ দীপ (১৩), বুমরাহদের (অপরাজিত ৭) নিয়ে ছোট ছোট জুটিতে লিড বাড়িয়ে নেন। শেষপর্যন্ত জুরেল আউট হতেই ইনিংসে ইতি টানে ভারত।

দিনটা অবশ্য একান্তভাবে ঋষভের। ৫৫ রানে অপরাজিত ছিলেন গতকাল। লাঞ্চের আগে শেষবলে আজ যখন আউট হলেন নামের পাশে ১২৮। নবম শতরানের সাতটিই বিদেশে! অ্যাডাম গিলক্রিস্ট (১০টি) ছাড়া যে নজির নেই দ্বিতীয় কোনও উইকেটকিপারের। সেঞ্চুরি পূরণও নাটকীয় মেজাজে। ৯৫ থেকে রিভার্স সুইপে ৯৯। পরের বলে ছক্কা। লং অফের ওপর দিয়ে সোজা মাঠের বাইরে। চতুর্থবার টেস্টে এই কীর্তি ঋষভের। সতীর্থদের উচ্ছ্বাসের পাশে কমেন্ট্রি বক্সে গাভাসকারের প্রতিক্রিয়া দেখার মতো।

অতীতে বেহিসেবি শটে উইকেট খোয়ানোর জন্য ঋষভকে ‘স্টুপিড’ বলেছেন। নিজের উইকেটের মূল্য বোঝা, দলকে বিপদে না ফেলার পরামর্শ দিয়েছেন। ওয়েলিংটনে ঋষভের জন্য শুধু প্রশংসা সানির গলায়। ১০টি বাউন্ডারির পাশে হাফডজন ছক্কা। সর্বাধিক ছক্কায় বেন স্টোকসের (১৩৮) ঠিক পিছনেই পৌঁছে গেলেন ঋষভ (১০৮টি)। ঋষভদের দাপুটে ইনিংসের ধাক্কায় ৩৩ ওভারে ২০১ রান দিলেন জ্যাকব ডাফি। ৩ উইকেট নিলেও ফিলিপসের ২৪ ওভারে এল ১৫৪।

নিউজিল্যান্ড সাজঘরের যে হতাশা বাড়িয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের দ্বিতীয় বলেই আউট টম ল্যাথাম। প্রথম ইনিংসে বুমরাহর তৃতীয় বলে উইকেট ছিটকে গিয়েছিল কিউয়ি অধিনায়কের। আজ দ্বিতীয় বলে খোঁচা মেরে আউট। ৩৫২ রানের লিড নিয়ে একেবারে পারফেক্ট শুরু বুমরাহ। গড়লেন দুই ইনিংসে প্রথম ওভারে উইকেট নেওয়ার নজিরও।

হেনরি নিকোলস ফিরলেন জুরেলের মাস্টারপিসে! প্রসিধ কৃষ্ণাকে করা ফ্লিক ব্যাট-প্যাডে লেগে শর্ট লেগে চলে যায়। হেলমেট পরা অবস্থায় সামনের দিকে অনেকটা ঝাঁপিয়ে মাটিতে বল ছোঁয়ার আগে ডানহাতে তালুবন্দি করেন জুরেল। প্রথম ইনিংসে ১৭৫ রানে অপরাজিত থাকা নিকোলস ফেরেন ৩১-এ। ৬০/২ থেকে বাকি দিন কাটিয়ে দেন ডেভন কনওয়ে (৫৯) ও রাচিন রবীন্দ্র (২৭)। আগামীকাল নামবেন বাকি আট উইকেট বাঁচিয়ে রেখে হার আটকাতে। যে হিসেব বুমরাহ-প্রসিধরা উলটে দিতে পারেন কিনা, সেটাই দেখার।

নজরে পরিসংখ্যান

৮ এশিয়ার বাইরে টেস্টে আটটি শতরান হয়ে গেল লোকেশ রাহুলের। এশিয়ান ওপেনারদের মধ্যে যা দ্বিতীয় সর্বাধিক।

৭ রাহুল সাতটি দেশে টেস্ট শতরান করলেন। যা মহম্মদ আজহারউদ্দিন, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র শেহবাগ ও বিরাট কোহলির সঙ্গে সমান। সামনে রয়েছেন রাহুল দ্রাবিড় (১০) ও শচীন তেন্ডুলকার (৯)।

১৩৬ ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে নিউজিল্যান্ডে অভিষেক টেস্ট ইনিংসে সর্বাধিক ১৩৬ রান করলেন রাহুল।

৩ জসপ্রীত বুমরাহ ভারতের তৃতীয় পেসার যিনি কোনও টেস্টের দুই ইনিংসে প্রথম ওভারে একই ব্যাটারকে আউট করলেন।

ছক্কা মেরে সেঞ্চুরি করা পছন্দ করি : ঋষভ

৮টি ভালো বলের আশায় জুরেল

ওয়েলিংটন, ২২ নভেম্বর : চোট-আঘাত, অফফর্ম। পায়ের নীচের জমিটা ক্রমশ সরে যাচ্ছিল। সাদা বলের জোড়া ফরম্যাটে জায়গা হারিয়েছেন। টেস্টকে তাই আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরার তাগিদ। দীর্ঘদিন মাঠে ফিরে প্রিয় ফরম্যাটে ব্যাটিং-দাপটে নিজের উপস্থিতি ফের জানিয়ে দিলেন ঋষভ পন্থ। চেনা ছকের অভিনব, দুঃসাহসী শটের ফুলঝুরিতে মাতিয়ে রাখলেন।

৯৫ থেকে রিভার্স সুইপে চার মেরে ৯৯। পরের বলে গ্লেন ফিলিপসকে গ্যালারিতে পাঠিয়ে নবম টেস্ট সেঞ্চুরি। চতুর্থবার ছক্কা হাঁকিয়ে শতরান। ঋষভের কথায়, ছয় মেরে সেঞ্চুরি উপভোগ করেন। বলেছেন, ‘সেঞ্চুরির কাছাকাছি পৌঁছোলে ছক্কা মেরে তা পূরণের চেষ্টা করি। অনেক সময় সেঞ্চুরি হাতছাড়াও করেছি। এদিন অবশ্য তাড়াহুড়ো করিনি। যখন দেখলাম মিডঅফের ফিল্ডার কিছুটা এগিয়ে এনেছে, তখন মনে হল এটাই সুযোগ। যা কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিই।’

ঋষভের ব্যাটিং কোনও ক্রিকেট ম্যানুয়েলে পাওয়া মুশকিল। রবিবার সেঞ্চুরির পর সেই সুর বাঁহাতি উইকেটকিপার-ব্যাটারের গলাতেও। জানিয়েও দিলেন, ব্যাটিং স্ট্র্যাটেজি একদম সহজ-সরল-বল দেখো আর মারো। নাগালের মধ্যে বল পেলে সবসময় শট খেলার চেষ্টা থাকে। একইসঙ্গে থাকে বোলারদের পরিকল্পনা বুঝে পালটা ছক তৈরিও।

প্রয়াসের ফল, ভারতের প্রথম উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে সেনা (দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া) দেশে সেঞ্চুরির নজির। ব্রেন্ডন ম্যাককুলামকে (১০৭) পিছনে ফেলে ছক্কার এলিট ক্লাবে বেন স্টোকসের (১৩৮) পর দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছেও গেলেন ঋষভ (১০৮)। ঋষভের কথায়, ‘ছোট থেকে প্রচুর ছক্কা মারতে চাইতাম। তবে কেরিয়ারের এই জায়গায় পৌঁছে এসব নিয়ে ভাবি না। ব্যাটিংয়ে ধারাবাহিকতা আনতে চাই। যে পজিশনেই খেলি, লক্ষ্য থাকে দলের সাফল্যে অবদান রাখা।’

নবম টেস্ট শতরান। তাও নিউজিল্যান্ডের মাটিতে। খুশিটা আড়াল করলেন না। ‘বরাবর নিউজিল্যান্ডে সেঞ্চুরি করার তাগিদ ছিল। এখানকার উইকেটে টিকে থাকার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। দলের সবাই ভালো ব্যাটিং করেছে। আমিও চেয়েছিলাম, যত বেশি সম্ভব ক্রিজে কাটাতে।’

ছুটির দিনে দর্শকদের জন্য পুরোদস্তুর এন্টারটেনমেন্ট। ঋষভের কথায়, ফিল্ডিং হোক বা ব্যাটিং-প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করতে চান। দেশের জার্সিতে মাঠে থাকাটাই প্রাপ্তি। ব্যাটিংয়ের জন্য আদর্শ উইকেট ছিল। তবে বিনা ঘাম ঝরিয়ে তার পুরো ফায়দা তোলা সম্ভব নয়। টেস্ট ক্রিকেট মানেই লড়াই। তার মাঝে নিজেদের উজ্জীবিত রাখতে হাসি-মজা চলতেই থাকে।

ধ্রুব জুরেলের মুখে সোমবার নির্ণায়ক দিনে ৮টি ভালো বলের কথা। সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, ‘আমাদের শুধু ভাগ্য আর ৮টি ভালো (৮ উইকেট দরকার) বল প্রয়োজন। পিচ ক্রমশ মন্থর হচ্ছে। কিছু কিছু বল পড়ে নীচু হচ্ছে। চতুর্থ দিনে সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী গিয়েছে। আমরা ১৩৫-১৪০ ওভার ব্যাটিং করতে চেয়েছিলাম। লক্ষ্য ছিল লিডটাকে যতটা সম্ভব বাড়িয়ে রাখা। মনে হয়েছিল ৩৫০ প্লাস লিড এবং হাতে ১৪০ ওভার থাকলে ঠিকঠাক হবে। সেটাই ঘটেছে।’



আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে চতুর্থ দিনেও নজর কাড়লেন ঋষভ পন্থ।

ঋষভকেও প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। জুরেল বলেছেন, ‘ঋষভ অসাধারণ ক্রিকেটার। যেভাবে খেলে, তা দেখার মতো। সুযোগ পেলেও ওর সঙ্গে ব্যাটিং নিয়ে কথা বলি। সবসময় ইতিবাচক পরামর্শ দেয়। ও যখন ক্রিজে থাকে, আমরা তাকিয়ে থাকি।’

স্কোরবোর্ড

ভারত
(প্রথম ইনিংস)
(৪৮৬/৪ স্কোরের পর থেকে)

ঋষভ ক স্মিথ বো রাচিন	১২৮
অংশুল ক কনওয়ে বো ফিলিপস	৩৮
জুরেল স্টা ব্লান্ডেল বো ফিলিপস	৭৮
ওয়াশিংটন ক ও বো রাচিন	২৪
আকাশ ক ল্যাথাম বো ফিলিপস	১৩
বুমরাহ অপরাজিত	৭
অতিরিক্ত	**৩৩**
মোট (৯ উইকেট, ডি., ১৬৬ ওভার)	**৭২০**

উইকেট পতন : ৫৫৪/৫, ৬২৯/৬, ৬৮৩/৭, ৬৯৬/৮, ৭২০/৯।

বোলিং : হেনরি ৩৩-৭-৯৪-১, জেমিসন ৩১-৬-৮৮-১, ডাফি ৩৩-১-২০১-১, স্মিথ ২৯-৪-৮৪-১, ফিলিপস ২৪-০-১৫৪-৩, রাচিন ১০-০-৪৪-২, মিচেল ৬-০-৩৯-০।

নিউজিল্যান্ড (দ্বিতীয় ইনিংস)

ল্যাথাম ক ঋষভ বো বুমরাহ	০
কনওয়ে অপরাজিত	৫৯
নিকোলস ক জুরেল বো প্রসিধ	৩১
রাচিন অপরাজিত	২৭
অতিরিক্ত	**২**
মোট (২ উইকেট, ৪৫ ওভার)	**১১৯**

উইকেট পতন : ০/১, ৬০/২।

বোলিং : বুমরাহ ৯-১-৩৩-১, আকাশ ১০-২-২৫-০, অংশুল ৯-১-২১-০, প্রসিধ ৮-২-২০-১, ওয়াশিংটন ৮-২-১৬-০, পাডিক্কাল ১-০-২-০।

(চতুর্থ দিনের শেষে নিউজিল্যান্ড ২৩৩ রানে পিছিয়ে)

চার বলে ৪ উইকেট রেলের জামশেদের

কর্ণাটককে হারিয়ে অঘটন চণ্ডীগড়ের

ইন্দোর, ২২ নভেম্বর : অভিজ্ঞতা বলতে সিকে নায়ডু অনূর্ধ্ব-২৩ টুর্নামেন্ট, উত্তরপ্রদেশ টি২০ লিগ ও টি২০ মুম্বই লিগের কয়েকটি ম্যাচ। কিন্তু রবিবার কেরিয়ারের প্রথম সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০ ম্যাচ খেলতে নেমে চমকে দিলেন রেলওয়েজের মহম্মদ জামশেদ আলম। সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিজের প্রথম ওভারে টানা চার বলে চারটি উইকেট নিয়ে ইতিহাসের পাতায় নাম তুললেন ২৩ বছরের এই ডানহাতি পেসার। ভারতীয়দের মধ্যে টি২০-তে অভিমন্যু মিঠুন ও দর্শন নালকান্ডের পর তৃতীয় পেসার হিসেবে এই রেকর্ড গড়লেন জামশেদ। তাঁর দুরন্ত বোলিংয়ে সৌরাষ্ট্রকে ২৯ রানে হারাল রেলওয়েজ।

টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে রেলওয়েজ ৫ উইকেটে ১৮২ রান তোলে। জয়ন্ত লাখান ৪৭ ও রবি সিং ৩২ রান করেন। ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ জয়ের নায়ক মোহিত উলভা মুস্তাকের অভিষেকে ৩৮ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে দ্বিতীয় বলেই বিশ্বরাজ জাদেজাকে (০) হারিয়ে ধাক্কা খেয়েছিল গত চার ম্যাচে জেতা সৌরাষ্ট্র। এরপরই শুরু হয় জামশেদের (৩৮/৫) কামাল। সৌরাষ্ট্র ইনিংসের চতুর্থ ওভারে আক্রমণে আসেন তিনি। তৃতীয় বলে তুলে নেন হার্ভিক দেশাইকে (০)। পরের তিন বলে খাতা খুলতে না পেরে জামেশেদের শিকার হন প্রেরক মানকড়, রুচিত আহির ও সমর গুর্জর। নিজের দ্বিতীয় ওভারে সিদ্ধান্ত রানাকে (৫) ফিরিয়ে ৫ উইকেট সম্পূর্ণ করেন জামশেদ। উলটোদিকে হরবংশ পাঙ্গালিয়া (৮০) চেষ্টা জারি রেখেছিলেন। শেষদিকে মোহিত (২২), ক্রেন্স ফুলেত্রার (অপরাজিত ৩৬) কার্যকরী ইনিংসেও সৌরাষ্ট্র ১৫৩/৮ স্কোরে আটকে যায়।

অন্যদিকে, শক্তিশালী কর্ণাটককে ৭ উইকেটে হারিয়ে অঘটন ঘটাল চণ্ডীগড়। মুম্বইয়ে টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে মাত্র ৯৫ রানে গুটিয়ে যায় কর্ণাটক। হার্দিক চৌধুরী (১৭/৩), ভাগমেন্দার লাথের (১৯/৩), জগজিৎ সিংদের (১১/২) সামনে করুণ নায়ার (২৫) বাদে বাকিরা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি। জবাবে অধিনায়ক শিবম ভামব্রির (৩৭ বলে ৫২) অর্ধশতরানে ভর করে ১৩.৫ ওভারে ৩ উইকেটে ৯৬ রান তুলে নেয় চণ্ডীগড়।

ইডেন গার্ডেন্সে অপরাজেয় দৌড় অব্যাহত মুম্বইয়ের। এদিন তারা ৯ উইকেটে ছত্তিশগড়কে ৯ উইকেটে হারিয়ে চলতি টুর্নামেন্টে চতুর্থ জয় তুলে নিল। টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে ছত্তিশগড় ১৫৯ রানে অল আউট হয়। দলের ব্যর্থতার মাঝে অবশ্য উজ্জ্বল এবারের মুস্তাক আলির আবিষ্কার ১৭ বছরের অধিনায়ক বিকল্প তিওয়ারি (১৮ বলে ৪১)। রানতাড়ায় নেমে অঙ্গকৃশ রঘুবংশী (৬৩ বলে অপরাজিত ৮৪) ও হার্দিক তামোরের (৪২) ১০৫ রানের ওপেনিং জুটি মুম্বইয়ের জয়ের রাস্তা গড়ে দেয়। পরে মুশির খানকে (অপরাজিত ২৯) নিয়ে ম্যাচ ফিনিশ করে আসেন অঙ্গকৃশ। মুম্বই ১৮.৫ ওভারে ১ উইকেটে ১৬২ রান তুলে নেয়।

এলিট গ্রুপ ‘বি’-তে টানা দ্বিতীয় জয় পেল জম্মু ও কাশ্মীর। তারা এদিন ৫ উইকেটে পাঞ্জাবকে হারিয়েছে। উঠতি তারকা বিহান মালহোত্রা (৫৯ বলে ৮৫) ও অধিনায়ক রামনদীপ সিংয়ের (২৭ বলে অপরাজিত ৫০) অর্ধশতরানে ৩ উইকেটে ১৯৫ রান তোলে পাঞ্জাব। কিন্তু ওপেনার কামরান ইকবাল (৩৩ বলে ৫৩), মিডল অর্ডারে আব্দুল সামাদ (২৭ অপরাজিত ৬৪), লোন নাসিররা (অপরাজিত ২৩) পালটা দেওয়ায় ১ বল হাতে রেখে ম্যাচ জিতে নেয় জম্মু।



টি২০ অভিষেকেই নজর কাড়লেন জামশেদ আলম।

বরোদার কাছে হেরে তিনে নামল বাংলা

মুম্বই, ২২ নভেম্বর : এবারের সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে বাংলা প্রথম ম্যাচে হেরেছিল ব্যাটিং ব্যর্থতায়। মাঝে টানা চার জয়ে সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল। কিন্তু রবিবার ফের একবার হারের স্বাদ পেল বঙ্গ শিবির। বরোদার বিরুদ্ধে ডোবালেন বোলাররা। নিটফল, ৪ উইকেটে হেরে গ্রুপ ‘এ’-তে তিন নম্বরে নামল বাংলা।

বান্দ্রা-কুরলা স্পোর্টস কমপ্লেক্সের মাঠে টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে বাংলার শুরুটা ভালো হয়নি। প্রথম ওভারের শেষ বলে ফিরে যান ওপেনার করণ লাল (০)। এখান থেকে অন্য ওপেনার অভিষেক পোড়েলকে (২৯) নিয়ে খেলা ধরেন অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ (৪৬ বলে ৭৮)। অভিষেক ফেরার পর অভিমন্যুকে সঙ্গ দিয়েছিলেন সাকির হাবিব গান্ধি (২৬), ঋষভ চৌধুরীরা (অপরাজিত ২২)। যার ফলে বাংলা ৬ উইকেটে ১৭২ রান তুলে লড়াই করার মতো জায়গায় পৌঁছায়।

বল হাতে বরোদাকে শুরুতেই ধাক্কা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। প্রথম বলে অমিত পাসিকে তুলে নিয়ে ঠিক সেটাই করেন তারকা পেসার মহম্মদ সামি (২১/১)। কিন্তু এরপরই শিবালিক শর্মা (১৬ বলে ৩১) ও শাশ্বত রাওয়াতের (৩৫ বলে ৫১) আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে বাংলার বোলাররা যেন সবকিছু গুলিয়ে ফেললেন। ক্রমাগত ভুল লাইনে বোলিং করে শাশ্বতদের কাজ সহজ করে দেন মুকেশ কুমার (৩৭/১), প্রদীপ প্রামাণিকরা (৩৩/১)। ‘বঙ্গ ক্রিকেটের মালিঙ্গা’ সায়ন ঘোষ (৩৩/৩) শিবালিককে ফেরালেও শাশ্বত বাংলার চাপ বাড়াচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দেন বরোদা অধিনায়ক জিতেশ শর্মা (২৯ বলে ৫৪)। তাঁদের ৭৭ রানের জুটিতে বাংলা ম্যাচ থেকে কার্যত হারিয়ে যায়। সায়ন শেষদিকে জিতেশ ও ক্রুণাল পান্ডিয়াকে তুলে নিলেও ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছে। বরোদা ১৮.৩ ওভারে ৬ উইকেটে ১৭৩ রান তুলে নেয়।



চ্যাম্পিয়ন হয়ে সতীর্থদের সঙ্গে উচ্ছ্বাসে ভেসেছিলেন লিয়ান্দ্রো পারেডেস।

উচ্ছ্বাসের মাঝেই জ্ঞান হারালেন পারেডেস

বারানকুইলা, ২২ নভেম্বর : কোপা সুদামেরিকানা ফাইনালে জয়ের আনন্দ মুহূর্তেই বদলে গেল উদ্বেগে। খেতাব জয়ের পর সম্প্রচারকারী সংস্থাকে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় আচমকাই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েন আর্জেন্টিনা জাতীয় দল ও বোকা জুনিয়ার্সের তারকা মিডফিল্ডার লিয়ান্দ্রো পারেডেস।

শনিবার ব্রাজিলের অ্যাটলেটিকো মিনেইরোকে হারিয়ে কোপা সুদামেরিকানা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বোকা জুনিয়ার্স। ম্যাচ শেষ হওয়ার পরই ঘটনাটি ঘটে। ক্যামেরার সামনেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন পারেডেস। তৎক্ষণাৎ সম্প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় পারেডেসকে। তবে স্বস্তির খবর, অল্প সময়ের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে পান ৩২ বছরের এই আর্জেন্টাইন ফুটবলার। জানা গিয়েছে, কলম্বিয়ার বারানকুইলার তীব্র গরম এবং আর্দ্রতার কারণে ম্যাচ চলাকালীনই অসুস্থ বোধ করছিলেন পারেডেস। যে কারণে ৫৮ মিনিটের মাথায় তাঁকে তুলে নেওয়া হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, পারেডেসের রক্তচাপ অস্বাভাবিক রকম কমে গিয়েছিল। তা থেকেই এই বিপত্তি।

ডার্বির আগে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিলেন জেমিরা

ফের লিগ শীর্ষে মোহনবাগান

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-২ (ছাঙ্গতে, অনিরুদ্ধ)
চার্চিল ব্রাদার্স-১ (গুটিয়েরেস)

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ২২ নভেম্বর : চার্চিল ব্রাদার্সকে হারিয়ে ডার্বির আগে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

টানা পাঁচ ম্যাচে জয়। আইএসএলে ছুটছে মোহনতরী। গোয়াতে চার্চিল ব্রাদার্সকে ২-০ গোলে হারাল সবুজ-মেরুন শিবির। দল জিতল কিন্তু জেমি ম্যাকলারেনদের পারফরমেন্সে সমর্থকদের মন ভরল কি? উত্তরটা সম্ভবত না।

প্রতিপক্ষ চার্চিল ব্রাদার্স দলটা একেবারেই আহামরি নয়। তাদের বিরুদ্ধে তারকাখচিত দল নিয়েও ম্যাচ জিততে যথেষ্ট বেগ পেতে হল প্যানাজিওটিস ডিলপেরিস ব্রিগেডকে। এদিন প্রথম একাদশে চারটি পরিবর্তন মোহনবাগানের। ম্যাকলারেন, আপুইয়া, রাহুল ভেকে ও লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতেকে দলে ফেরানো হয়। আলবার্তো রডরিগেজের তিনটি হলুদ কার্ড ছিল। ডার্বির আগে সেই বিষয়টি মাথায় রেখে চার্চিলের বিরুদ্ধে স্বদেশি রক্ষণ নিয়েই মাঠে নামে মোহনবাগান।

চার পরিবর্তনেও বাগানের খেলায় কোনও উন্নতি নেই। গোল মিসের রোগ এখনও সারেনি। প্রথম ২০ মিনিটের মধ্যেই অন্তত ২ গোলের লিড নিতে পারত তারা। ৪ মিনিটে মেলরয় আশিসির মিস পাস থেকে সামির জেলকোভিচ বল বাড়ান দেজান ড্রাজিচকে। কিন্তু বাগানের সার্বিয়ান তারকা সরাসরি চার্চিল গোলকিপার অনুজ কুমারের গায়ে মেরে বসেন। ১৩ মিনিটে ভিন্সি ব্যারেটো বক্সের মধ্যে হ্যান্ডবল করলেও সেটা সম্ভবত রেফারির দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। ২০ মিনিটে ফের সুযোগ আসে। এবার ম্যাকলারেনের ক্রস ছাঙ্গতে হেড দিয়ে নামিয়ে দিলেও ড্রাজিচ বলে পায়ে সংযোগ ঠিকমতো ঘটাতে পারেননি। ২ মিনিট পরে ছাঙ্গতের ক্রস থেকে লিস্টন কোলাসোর হেড বাঁচিয়ে দেন অনুজ। প্রথম একাদশে ফিরে আপুইয়া ছিলেন নিজের ছন্দে। তবে তাঁর পাশে জেলকোভিচ বেশ বেমানান। তার পরেও তাঁকে কেন ৯২ মিনিট পর্যন্ত মাঠে রাখা হল, সেটা বাগান কোচই জানেন।

শুরুতে অনিরুদ্ধ থাপার অভাবটা টের পাওয়া গেল। অনেকদিন পর মাঠে নামা ম্যাকলারেন বেশ নজর কাড়লেন। গোল পাননি। কিন্তু বাগানের দুইটি গোলের ক্ষেত্রেই ম্যাকার অবদান রয়েছে। ২৭ মিনিটে প্রথম গোল মোহনবাগানের। ড্রাজিচের থ্রু থেকে বল পেয়ে ম্যাকলারেন বল বাড়িয়ে দেন ছাঙ্গতেকে। গোল করতে কোনও ভুল করেননি বাগানের 'মিজোফ্যাশ'। গোল হজমের পরেই কলম্বিয়ান প্লে মেকার সেবাস্টিয়ান গুটিয়েরেসকে মাঠে নামায় চার্চিল। তিনি নামতেই অগোছাল বাগান রক্ষণ। এই পর্বে পরিত্রাতার ভূমিকায় সেই বিশাল কেইথ। অন্তত তিনবার নিশ্চিত গোল বাঁচালেন তিনি। ৩৯ মিনিটে বোগডান ম্যান্ডিচের শট বাঁচান বাগানের বাজপাখি। ৪৪ মিনিট ও প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে গুটিয়েরেসের দুইটি দুরন্ত শট ততোধিক দক্ষতায় বাঁচিয়ে দেন বিশাল।

দ্বিতীয়ার্ধেও চিত্রে কোনও পরিবর্তন হয়নি। ৪৯ মিনিটে ওয়েড লেকায়ের শট বাঁচান বিশাল। গুটিয়েরেস তখন বাগান রক্ষণের কাছে মূর্তিমান আতঙ্ক। বিপদ বুঝেই অনিরুদ্ধ ও মনবীর সিংকে নামালেন মোহনবাগান কোচ প্যানোস। তাতে অবশ্যে খেলায় কিছুটা পরিবর্তন হয়। ৫৮ মিনিটে শুভাশিস বসুর ক্রস থেকে মনবীরের হেড লক্ষ্যে ছিল না। চার মিনিট পরেই দ্বিতীয় গোল বাগানের। নেপথ্যে ম্যাকলারেন ম্যাজিক। অজি তারকার ক্রস থেকে ফিনিশ করেন অনিরুদ্ধ। এর কিছু পরেই ডার্বির কথা মাথায় রেখে ম্যাকলারেন ও ড্রাজিচকে তুলে নেন প্যানোস।

তবে পিছিয়ে পড়েও হাল ছাড়েনি চার্চিল ব্রাদার্স। গুটিয়েরেস-লেকায়রা রীতিমতো চাপ বাড়ালেন। আলবার্তোর অভাবটা হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া গেল। অন্তত এদিনের পারফরমেন্সের পর বাগান অধিনায়ক শুভাশিসের এবার অবসর নিয়ে চিন্তাভাবনা করা উচিত। চার্চিলের বেশিরভাগ আক্রমণই ধেয়ে এল তাঁর দিক থেকে। ৮৫ মিনিটে ভিন্সি ব্যারেটোকে বক্সে ফাউল করে প্রতিপক্ষকে পেনাল্টি উপহার দিলেন মনবীর। স্পটকিক থেকে গোল করেন গুটিয়েরেস। এরপর আরও চাপ বাড়ায় চার্চিল ব্রাদার্স। কিন্তু বিশালের সৌজন্যে কোনও গোল হজম করতে হয়নি মোহনবাগানকে। অন্তত দুইটি নিশ্চিত গোল বাঁচান তিনি। তবে প্রতি ম্যাচে বিশাল কিন্তু পরিত্রাতা হবেন না। এটাও মাথায় রাখতে হবে বাগান কোচকে। শেষদিকে অবশ্য জেলকোভিচকে তুলে আলবার্তোকে নামান তিনি।

টানা পাঁচ ম্যাচ জিতে লিগ টেবিলের মগডালে উঠে এল মোহনবাগান। ডার্বির আগে আত্মবিশ্বাস বাড়ল বটে তবে একইসঙ্গে লিস্টনদের পারফরমেন্স চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে প্যানোসের কপালে। যদিও মহারণের আগে ৭ দিন সময় পাচ্ছেন তিনি। তার মাঝেই দলের ভুলত্রুটি শুধরে নিতে হবে।

মোহনবাগান : বিশাল, অভিষেক, মেহতাব, রাহুল, শুভাশিস, আপুইয়া, জেলকোভিচ (আলবার্তো), লিস্টন (অনিরুদ্ধ), ছাঙ্গতে (মনবীর), ড্রাজিচ (কিয়ান) ও ম্যাকলারেন (এরউইন)।



গোল করে উল্লাস মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের মিডফিল্ডার অনিরুদ্ধ থাপার।

পরীক্ষা বজায় রাখছেন হাবাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ নভেম্বর : চোট-আঘাত সমস্যায় জর্জরিত ইস্টবেঙ্গল এফসি। কাজেই কিছুটা বাধ্য হয়ে, আবার কিছুটা তাগিদ থেকেই এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর ম্যাচেও দল নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা অব্যাহত রাখছেন আন্তোনিও লোপেজ হাবাস।

রবিবার আল হুসেইন ম্যাচের মহড়া শুরু করল লাল-হলুদ ব্রিগেড। মঙ্গলবারের ম্যাচে রণকৌশলে একাধিক বদল আনতে পারেন হাবাস। অনুশীলনে ইঙ্গিত তেমনই। জর্ডনের ক্লাব আল হুসেইনের বিপক্ষে তিন ডিফেন্ডারে খেলতে পারে ইস্টবেঙ্গল। সেক্ষেত্রে স্প্যানিশ কোচের পছন্দের তালিকায় প্রথম তিনে রয়েছেন লালচুংনুঙ্গা, দিয়েগো জিভুলিচ ও সন্দীপ মান্ডি। তাদের সঙ্গে উইং হাফ হিসেবে ক্রিস ইকোনোমিডিস ও জয় গুপ্তা হাবাসের পরিকল্পনায় রয়েছেন। মাঝমাঠে যথারীতি মহম্মদ বসিম রশিদ-জিকসন সিং জুটির ওপরই আস্থা রাখবেন হাবাস। জিকসন প্রয়োজনে নেমে এসে রক্ষণকেও সাহায্য করবেন। এদিন প্রস্তুতির সময় মণিপুরি মিডফিল্ডারকে সেভাবেই খেলিয়ে দেখে নিয়েছেন ইস্টবেঙ্গল হেডকোচ। মাঝমাঠে তাঁদের সামনে ড্যানি র‍্যামিরেজকে রেখেই আক্রমণে ঘুঁটি সাজাচ্ছেন। সেইসঙ্গে বিপক্ষের রক্ষণে ভাঙন ধরাতে জোড়া স্ট্রাইকার ব্যবহার করতে পারেন তিনি। সেক্ষেত্রে ডেভিড লালহালানসাঙ্গার সঙ্গে শুরু করবেন আকে আনাউদ লোবা। আইএসএলে দিল্লি স্পোর্টিং ক্লাব ম্যাচে পরিবর্ত নেমে কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিলেন লোবা। এবার দেখার সুযোগ পেলে এএফসির মঞ্চেও ছাপ রাখতে পারেন কি না।

একাদশে এতগুলো পরিবর্তনের নেপথ্যে মূলত দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমত পরিস্থিতিতি সামাল দিতে বেশ কিছু পরীক্ষামূলক সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হচ্ছেন হাবাস। তিন ডিফেন্ডারে খেলা বা জয়কে উইং হাফ খেলানো তারই প্রতিফলন। আর দ্বিতীয়ত, আইএসএলে পরের ম্যাচই ডার্বি। সেই ম্যাচেও আনোয়ার আলি, এডমুন্ড লালরিনডিকাদের পাওয়া যাবে না। তাঁদের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব কি না তা সময়ই বলবে। তাছাড়া এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর নকআউটে লাল-হলুদের খেলার সম্ভাবনা এমনিতেই ফিকে হয়ে গিয়েছে।এদিন অনুশীলনে রক্ষণ মেরামতেও অনেকটা সময় দিলেন হাবাস। দলের যাবতীয় সমস্যার মূলে যে সেটাই তা বিলক্ষণ জানেন তিনি। ডেভিড, লোবারা প্রায় প্রতি ম্যাচেই একাধিক গোল করছেন। তবে আনোয়ারের অনুপস্থিতিতে রক্ষণের কঙ্কালসার চেহারা বেরিয়ে পড়ছে। হাবাসও জানেন, রক্ষণ জমাট রাখতে পারলে অনেক সমস্যাই মিটে যাবে। বড় ম্যাচের আগে চিন্তাও খানিকটা কমবে। রবিবার রিহ্যাব শুরু করলেন আনোয়ারও। যদিও মাঠে ফিরতে তাঁর এখনও মাসখানেকের বেশি সময় লাগবে।

এদিকে, কলকাতায় পৌঁছে এদিনই প্রস্তুতিতে নেমে পড়ল আল হুসেইন। রবিবার সন্ধ্যায় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সংলগ্ন মাঠে অনুশীলন করেছে জর্ডনের ক্লাবটি।

রিহ্যাব শুরু আনোয়ারের

তিলক-শাহবাজের মরিয়া লড়াইয়েও হার ভারতের

পাকিস্তান 'এ'-৩১৩ (৪৯.২ ওভার)
ভারত 'এ'-২৬৫ (৪৯.১ ওভার)

দোহা, ২২ নভেম্বর : অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারতের ছোটরা। আটদিনের ব্যবধানে আরও একবার ক্রিকেট মাঠে পাকিস্তানের মুখোমুখি ভারত। রবিবার এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্সে পাকিস্তান 'এ' দলের ৩১৩ রানের জবাবে শতরান পেলেন তিলক ভার্মা (১০০)। অর্ধশতরানের ইনিংসে তাঁকে সংগত দিলেন বাংলার রনজি ট্রফি দলের সদস্য শাহবাজ আহমেদ (৪৯ বলে ৫৬)। তারপরও মর্যাদার ম্যাচে ভারতীয় 'এ' দলকে ৪৮ রানে হেরে ফিরতে হল।

শুরুতেই নাটক ও আশঙ্কা। টসের সময় পাকিস্তানের অধিনায়ক আব্দুল সামাদ 'হেড' কল করেন। ম্যাচ রেফারি জানান, 'টেইল' পড়েছে। কিন্তু সামাদ ম্যাচ রেফারির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, 'হেড পড়েছে।' ম্যাচ রেফারি নিজের ভুল বুঝতে পেরে সামাদের পক্ষে রায় দেন। টসে জিতে সামাদ ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন। দুই অধিনায়ক হাত মেলানোর পথে হাঁটেননি। কিছুক্ষণ বাদে ভারতীয় শিবিরে আশঙ্কা তৈরি হয় বৈভব সূর্যবংশীকে ঘিরে। পাকিস্তান ইনিংসের তৃতীয় ওভারে হর্ষিত রানার (৭৭/২) বলে মাজ সাদাকাতের শট বাউন্ডারি লাইনে বাঁচাতে গিয়ে বিপরাজ নিগমের সঙ্গে ধাক্কা লাগে বৈভবের। কাঁধে ও চোয়ালের নীচে আঘাত পেয়ে মাঠ ছাড়তে হয় তাঁকে।

ভারতের চিন্তা বাড়িয়ে শুরুটা ভালো করেছিলেন দুই পাক ওপেনার সাদাকাত (৫৯) ও শামিল হুসেইন (৩৩)। তাঁদের ৬৬ রানের জুটি ভাঙেন আয়ুষ বাদোনি (১৮/১)। হুসেইনের ক্যাচ ধরার পর হর্ষিতের 'সেন্ট অফ' সেলিব্রেশন আপাতত চর্চায়। সাদাকাত, হাসান নওয়াজের (৭৯) সঙ্গে শেষদিকে ফারহান ইউসাফ (৫৬), সামাদদের (২৮) কার্যকরী ইনিংসে পাকিস্তান ৩১৩ রানে পৌঁছে যায়। স্লগ ওভারে হর্ষিত, প্রিন্স যাদব (৬০/২), সূর্যাংশ শেরগে (৫৫/২), বিপরাজরা (৪৬/২) নিয়মিত উইকেট না পেলে পাকিস্তানের রান আরও বাড়ত।

ভারতের চিন্তা কমিয়ে ব্যাট হাতে নামেন বৈভব। জোড়া চারে শুরু করলেও ১১-এর বেশি তিনি এগোতে পারেননি। নেপাল ম্যাচের মতো এদিনও ব্যর্থ হন আয়ুষ বাদোনি (০)। তবে চেনা মেজাজে পাওয়া গিয়েছিল অভিষেক শর্মাকে (৪২ বলে ৭০)। অধিনায়ক তিলক অবশ্য পাক স্পিনারদের বিরুদ্ধে স্ট্রাইক রোটেট করতে শুরুতে সমস্যায় পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে একপ্রান্তে কার্যত দাঁড় করিয়ে রেখেই টি২০-র মেজাজে অভিষেক ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু অভিষেক ফেরার পর গত ম্যাচের অন্যতম নায়ক কুমার কুশাগ্র (২) সাজঘরের রাস্তা ধরতেই চাপে পড়ে যায় ভারতীয় 'এ' দল। ব্যাটিংয়ের পর বল হাতেও ভারতের কাঁটা হয়ে ওঠেন হাসান (৪৫/৩)। ব্যর্থতার তালিকা লম্বা করে দ্রুত ফেরেন রিঙ্কু সিং (৬) ও সূর্যাংশ (৩)। এখান থেকেই অধিনায়ক তিলককে নিয়ে মরিয়া লড়াই শুরু শাহবাজের। সপ্তম উইকেটে তাঁরা ১২১ রান যোগ করে ভারতীয় শিবিরে আশা জাগিয়েছিলেন। কিন্তু আলি রাজা (৫৬/৩) শাহবাজকে তুলে নিতেই ভারতের হার নিশ্চিত হয়ে যায়। শেষপর্যন্ত ৪৯.১ ওভারে ২৬৫ রানে ইনিংস গুটিয়ে যায়।



পঞ্চাশ করে অভিষেক শর্মা। রান পেলেও মন্থর ব্যাটিংয়ে চাপ বাড়িয়ে দেন তিলক।

ক্রোনিয়ে-কাণ্ডের চেয়েও বড়

শিরীষ কাগজ বিতর্কে মন্তব্য বয়কটের

মেলবোর্ন, ২২ নভেম্বর : 'দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক হ্যান্সি ক্রোনিয়ের গড়াপেটার ঘটনা থেকেও বড় কেলেঙ্কারি হল অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটারদের শিরীষ কাগজ দিয়ে বল বিকৃতি।' বক্তা ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক জিওফ্রে বয়কট।

আট বছর আগে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে স্যান্ডপেপারগেট কাণ্ডের দায়ে অধিনায়ক স্টিভেন স্মিথ, সহ অধিনায়ক ডেভিড ওয়ার্নার এবং ক্যামেরন ব্যানক্রফটকে নিবাসিত করেছিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। সেই সফরে দলে থাকা উসমান খোয়াজা সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর আত্মজীবনীমূলক বই 'সবর'-এ দাবি করেন দলের সবাই জানত বল বিকৃতির ঘটনা।এবং গোটা দলের শাস্তি চাপিয়ে দেওয়া হয় শুধুমাত্র তিনজনের ওপর। এরপর থেকেই রোজই নতুন নতুন তথ্য সামনে আসছে। শিরীষ কাগজ হাতে ধরা পড়া ব্যানক্রফটও সম্মতি দিয়েছেন খোয়াজার দাবিতে। তবে ব্যানক্রফট জানিয়েছিলেন, 'তৎকালীন অধিনায়ক স্মিথ বিষয়টি জানলেও নিজেকে সেটা থেকে দূরে সরিয়ে নেন।' সেই প্রসঙ্গ তুলেই এবার স্মিথকে সমালোচনা করেছেন বয়কট।

> **অধিনায়ক হিসেবে স্মিথের উচিত ছিল ওয়ার্নারের শিরীষ কাগজ ব্যবহারের প্রস্তাব খারিজ করা। ও সেটা করেনি। অধিনায়ক হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালনে ও ব্যর্থ হয়েছে।**
>
> **-জিওফ্রে বয়কট**

তিনি বলেছেন, 'অধিনায়ক হিসেবে স্মিথের উচিত ছিল ওয়ার্নারের শিরীষ কাগজ ব্যবহারের প্রস্তাব খারিজ করা। ও সেটা করেনি। অধিনায়ক হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালনে ও ব্যর্থ হয়েছে। ইতিহাস স্মিথের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে না।' একধাপ এগিয়ে তিনি বলেছেন, 'শিরীষ কাগজ বিতর্ক হ্যান্সি ক্রোনিয়ের গড়াপেটার ঘটনা থেকেও বড় কেলেঙ্কারি। কারণ এক্ষেত্রে কোচ, অধিনায়ক সহ গোটা দল প্রতারণার সঙ্গে জড়িত। এবং সেই দায় তিনজন ক্রিকেটারের ওপর চাপিয়ে বিষয়টা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। এরকম ঘটনা আমি দেখিনি বা শুনিনি। ক্রোনিয়ের ক্ষেত্রে ও নিজে দোষী ছিল এবং দলের কয়েকজন জুনিয়ারকে কাজে লাগিয়েছিল।'

শিরীষ কাগজ বিতর্কে মুখ খুলেছেন প্রাক্তন অজি ওপেনার ম্যাথু হেডেন। তিনি বলেছেন, 'নতুন করে তদন্তের প্রয়োজন কি না সেটা প্রথমে দেখতে হবে। তারপর বোর্ড হোক বা স্বাধীন কোনও সংস্থার দ্বারা স্বচ্ছতা রেখে দলের সবাইকে নিয়ে তদন্ত করতে হবে। সততা এবং বিশ্বাস নিয়ে যতদিন প্রশ্ন থাকবে, ততদিন হিসেব মেলানো যাবে না।'

হার দিয়েই শুরু পচেত্তিনো জমানা

লিভারপুল, ২২ নভেম্বর : ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের দায়িত্ব নিয়ে প্রথম ম্যাচেই মরিসিও পচেত্তিনোকে ০-৪ গোলে হার হজম করতে হল। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লিভারপুল ঘরের মাঠ অ্যানফিল্ডে জিতে ২১ পয়েন্ট নিয়ে উঠে এল লিগ তালিকার চার নম্বরে। অন্যদিকে, ১১ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে অবনমন এলাকায় রইল লাল ম্যাঞ্চেস্টার। রবিবার ১০ মিনিটে ডমিনিক সোবোস্লাই এগিয়ে দেন লিভারপুলকে। ফ্লোরিয়া রিৎজ ১৩ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান। ৬৬ মিনিটে রিও এনগুমোহা ও ৮২ মিনিটে ভিক্টর মুনোজের গোলে তাদের জয় নিশ্চিত হয়। ৪ মিনিটেই লাল কার্ড দেখে লেনি ইয়োরো সমস্যায় ফেলে দেন ম্যান ইউকে।

শনিবার ঘরের মাঠে ফুলহামের বিরুদ্ধে ১-১ গোলে ড্র করে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। প্রায় প্রতি ম্যাচেই শুরুতে গোল খেতে হচ্ছে তাদের। যা নিয়ে বিরক্ত ম্যান সিটি কোচ এনজো মারেস্কা। বলেছেন, 'চলতি মরশুমে ৮০ শতাংশ গোল হজম করেছি প্রথম ২০ মিনিটে। এই নিয়ে আমাদের আরও কাজ করতে হবে। টানা চার ম্যাচে জয় নেই। একটা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে দল যাচ্ছে।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমরা ম্যাচে গোলের সুযোগ তৈরি করছি। তবে সমস্যা হল শুরুতেই গোল হজম। এটাই চিন্তার কারণ হয়ে গিয়েছে।' তবে ফুলহামের বিরুদ্ধে আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের বাতিল হওয়া গোলটি বৈধ ছিল বলেই ম্যান সিটি কোচের দাবি।

এদিকে নিউক্যাসেল ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে হার বাঁচিয়েছে লিগশীর্ষে থাকা আর্সেনালও। ম্যাচটি ২-২ গোলে শেষ হয়েছে। ড্র করায় খুশি নন আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতা। তাঁর কথায়, 'আমরা মূল্যবান ২ পয়েন্ট নষ্ট করেছি। ৭০ মিনিট পর্যন্ত ছেলেরা দারুণ খেলেছে। কিন্তু এই ধরনের ম্যাচে ছন্দটা পুরো সময় ধরে রাখাটা জরুরি।' তবে আর্সেনাল শিবিরের চিন্তা বাড়িয়েছে গোলকিপার ডেভিড রায়ার চোট। যদিও দ্বিতীয় গোলকিপার হিসেবে কেপা আরিজাবালাগা তৈরি রয়েছেন।



স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুতে রিয়াল মাদ্রিদের খেলা দেখলেন রাফায়েল নাদাল।

নতুন ভূমিকায় রিয়ালে নাদাল

মাদ্রিদ, ২২ নভেম্বর : টেনিস কোর্টে ২২টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের পর এবার নতুন ভূমিকায় স্প্যানিশ কিংবদন্তি রাফায়েল নাদাল। শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে ক্লাবের পরিচালন সমিতিতে যুক্ত করল স্প্যানিশ জায়েন্ট রিয়াল মাদ্রিদ।

২০১১ সালেই নাদালকে সাম্মানিক সদস্যপদ দেয় রিয়াল। আর এবার সাধারণ সদস্যদের নির্বাচনে বিপুল সমর্থন নিয়ে বোর্ডে জায়গা করে নিয়েছেন স্প্যানিশ টেনিস কিংবদন্তি। ৯৯.৫ শতাংশ ভোট পেয়ে রিয়ালের পরিচালন সমিতিতে এসেছেন নাদাল। নতুন দায়িত্ব পেয়ে উচ্ছ্বসিত নাদাল বলেছেন, 'রিয়াল মাদ্রিদের পরিচালন সমিতির অংশ হতে পারা আমার কাছে গর্বের। এটা আমার জন্য বড় দায়িত্ব। প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই ক্লাব মানুষের মধ্যে ঐক্য তৈরি করে আসছে। নতুন এই দায়িত্ব পেয়ে আমি ভীষণ আনন্দিত।'

দুই গোলে পিছিয়েও জয় বার্সার

রিয়ালের নায়ক এস্পি

মাদ্রিদ, ২২ নভেম্বর : 'সুপার সাব' কার্লোস এস্পির স্পেশাল গোলে লা লিগায় সেল্টা ভিগোর বিরুদ্ধে পিছিয়ে থেকেও ২-১ গোলে জয় ছিনিয়ে আনল রিয়াল মাদ্রিদ।

৬ মিনিটে সেল্টা ভিগোকে এগিয়ে দেন পাবলো ডুরান। ৩৬ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল শোধের সুযোগ পেয়েছিল রিয়াল। কিন্তু কিলিয়ান এমবাপের নেওয়া পেনাল্টি বারপোস্টের ওপর দিয়ে বেরিয়ে যায়। যা দেখে গ্যালারিতে থাকা সদ্য রিয়াল মাদ্রিদ বোর্ডের সদস্য হওয়া টেনিস কিংবদন্তি রাফায়েল নাদালকেও হতাশায় মুখ ঢাকতে দেখা গেল। দ্বিতীয়ার্ধে ভিনিসিয়াস জুনিয়ার নামতেই চেনা ছন্দে হোসে মোরিনহোর ছেলেরা। ৬৬ মিনিটে এমবাপের বাড়ানো পাস থেকে গোল শোধ করেন জুডে বেলিংহাম। ৮৫ মিনিটে ভিনির ক্রস থেকে হেড করেন পরিবর্ত এস্পি। গোলকিপার বলটি সেভ করলে ফিরতি বলে জয়সূচক গোলটি করে যান এস্পি। এই নিয়ে চলতি মরশুমে চারটি গোল করলেন তিনি। প্রতিটি গোলই পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নেমে করেছেন।

রিয়াল কোচ মোরিনহোও প্রশংসায় পঞ্চমুখ এস্পির। বলেছেন, 'পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নেমে ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে এস্পির। ওর পারফরমেন্সে আমরা খুব খুশি। ভবিষ্যতে এস্পিকে প্রথম একাদশে খেলার সুযোগ দেওয়া হবে।' ১৩ ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রিয়াল।

রবিবার ভিয়ারিয়ালকে ৩-২ গোলে হারিয়ে বার্সেলোনা ৩ পয়েন্টের ফারাক রেখে দিয়েছে রিয়ালের সঙ্গে। ৫ মিনিটে তাজন বুকাননের গোলে ভিয়ারিয়াল এগিয়ে যায়। তানি ওলুয়াসেয়ি ২ মিনিট পরই ব্যবধান বাড়ান। পিছিয়ে থাকা বার্সার চাপ বাড়িয়ে ২৩ মিনিটে পেনাল্টি মিস করেন লামিনে ইয়ামাল। বিরতির পর অবশ্য অন্য বার্সেলোনাকে দেখা গেল। ৫৭ মিনিটে তাদের হয়ে একটি গোল ফেরান জেরার্ড মার্টিন। ৬১ মিনিটে সমতা ফেরান ফেরমিন লোপেজ। এর ঠিক ৪ মিনিট পর পাউ নাভারোর আত্মঘাতী গোলে ম্যাচে প্রথমবার লিড নেয় বার্সা। খেলার শেষ লগ্নে তিনি লাল কার্ডও দেখেন। ১৩ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে বার্সা এক নম্বরে আছে।



সমতা ফিরিয়ে উচ্ছ্বাস বার্সেলোনার ফেরমিন লোপেজের। রবিবার।

গোলের জন্য কার্লোস এস্পিকে অভিনন্দন ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের।

বিপক্ষের মুখে বল ছুড়লেন মেসি, বাঁচলেন লাল কার্ড থেকে

মায়ামি, ২২ নভেম্বর : ফুটবল মাঠে সৌজন্যের জন্য লিওনেল মেসির সুনাম রয়েছে। সেই তিনিই শনিবার প্রতিপক্ষ ফুটবলার গঞ্জালো তাপিয়ার মুখে বল ছুড়ে মারলেন। তারপরও অবশ্য তাঁকে লাল কার্ড দেখতে হয়নি। ম্যাচ শুরুর আগেই মেসির হাতে শেষ মরশুমে মেজর লিগ সকারের সর্বাধিক গোলস্কোরারের পুরস্কার গোল্ডেন বুট তুলে দেওয়া হয়েছিল।

মাঠের লড়াইয়ে অবশ্য ছন্দপতন। এমএলএস কাপের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের প্লে-অফে কলম্বাস ক্রুর বিরুদ্ধে প্রথমার্ধের শেষদিকের ঘটনা। তখন মেসির ইন্টার মায়ামি তাপিয়ার পেনাল্টি থেকে করা গোলে ০-১ পিছিয়ে। দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে গঞ্জালো লুহান বেরিয়ে যাওয়ায় মায়ামি খেলছিল ১০ জনে। সেইসময়ে মেসি থ্রো ইন করতে গেলে তাপিয়া বাধা দেন। যার জেরে আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি ক্ষুব্ধ হয়ে বল দিয়ে তাপিয়ার মুখে ধাক্কা দেন। তারপরও লাফিয়ে মেসির থ্রো আটকাতে গেলে মেসি তাঁর মাথায় বল ছুড়ে মারেন। বল মাথায় লাগার পরই পড়ে যান তাপিয়া। সঙ্গে সঙ্গে মেসিও দুই হাত তুলে রেফারির কাছে বিপক্ষের বিরুদ্ধে ফাউলের আবেদন জানাতে থাকেন। রেফারি অবশ্য দুইজনকেই হলুদ কার্ড দেখান।

ম্যাচটি ইন্টার মায়ামি ০-৩ গোলে হেরে যায়। যার ফলে গতবারের এমএলএস কাপ জয়ী মায়ামিকে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে দ্বিতীয় লেগে অন্তত ৩ গোলের ব্যবধানে জিততে হবে।



গঞ্জালো তাপিয়ার মুখে বল ছুড়ে মারলেন লিওনেল মেসি।

ফের বড় জয় ফ্রেন্ডসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সঞ্জিতকুমার দাস, সমীরকুমার চক্রবর্তী ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে রবিবার সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ৭-০ গোলে চূর্ণ করেছে শিলিগুড়ি উল্কা ক্লাবকে। ৫ মিনিটে শুভঙ্কর রায় গোলমুখ খোলেন। হ্যাটট্রিক করেছেন জয়হরি বর্মন। সূর্যনগরের বাকি গোলগুলি রাহুল মুর্মু, অভিজিৎ রায় এবং সিলাস লেপচার। ম্যাচের সেরা হয়ে জয়হরি পেয়েছেন নিমাইচন্দ্র রায় ট্রফি। সোমবার খেলবে ওয়াইএমএ এবং আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ।



ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের জয়হরি বর্মন।

ফ্যাশনের জয়

বাগডোগরা, ২২ নভেম্বর : রাজীব গান্ধি, গীতারানি সাহা ও সন্ধ্যা দাস ট্রফি ফুটবলে রবিবার ফ্যাশন এফসি ১-০ গোলে হারিয়েছে গারাগাঁওকে। পাইওনিয়ার মাঠে সুনীল আহিম একমাত্র গোলটি করেন। সোমবার খেলবে জাবরালি এফসি এবং মাগের টোলা।

চ্যাম্পিয়ন দেবাংশু, সুকৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : স্ম্যাশের র‍্যাপিড দাবায় রবিবার অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের চ্যাম্পিয়ন হল দেবাংশু পাল। মেয়েদের এই বিভাগে চ্যাম্পিয়ন সুকৃতি বসাক। এছাড়াও ছেলেদের বিভিন্ন বিভাগে চ্যাম্পিয়ন যথাক্রমে ঋতভাস ভট্টাচার্য (অনূর্ধ্ব-১২), অধিরাজ ভদ্র (অনূর্ধ্ব-৯)। মেয়েদের বিভিন্ন বিভাগে চ্যাম্পিয়ন যথাক্রমে দেবস্মা তালুকদার (অনূর্ধ্ব-১২) এবং নীলাক্ষি ভট্টাচার্য (অনূর্ধ্ব-৯)।



র‍্যাপিড দাবায় সফল খেলোয়াড়দের সঙ্গে কর্মকর্তারা।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১কোটির বিজয়ী হলেন
হাওড়া-এর এক বাসিন্দা



সাপ্তাহিক লটারির 84C 35276 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি